উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নাম বাদ গেলে দায় নিতে হবে কমিশনকে » ৫

এসআইআর ঘোষণা আজ

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এ রাজ্য সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর কবে শুরু ও শেষ হবে তা সোমবার ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২১°	২০°	২০°	১৮°

এসআইআরে নাম যা বাদ যাওয়ার যাবেই » ৫

শিলিগুড়ি ৯ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 27 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 157

কালীঘাটে জাল নথি

খড়িবাড়ি থেকে হরিশ মুখার্জি রোডে চক্রের শিকড়

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৬ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু হওয়া জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে জালিয়াতির শিকড় ছড়িয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকাতেও। এই প্রতিষ্ঠান থেকে একের পর এক শংসাপত্র তৈরি হয়েছে কলকাতার কালীঘাট, হরিশ মুখার্জি রোডের ঠিকানার বাসিন্দাদের। বেআইনি চক্রটি সক্রিয় রয়েছে সিকিম, বিহারের একাধিক জেলাতেও। স্ক্রুটিনি শেষে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সমস্ত তথ্য। বৃদ্ধি পেয়েছে জাল শংসাপত্রের সংখ্যা। যা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

জাল শংসাপত্র সংক্রান্ত খবর প্রথম উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশের পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খড়িবাড়ি। সমালোচনার মুখে পড়ে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেত্রীর ছেলে পার্থ সাহার নামে ১৮ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আসার পরই তারা স্বাস্থ্য ভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুরু হয় বিভাগীয় তদন্ত। স্বাস্থ্য দপ্তর প্রাথমিকভাবে মে থেকে জুলাই, এই তিন মাসে তৈরি হওয়া ১০১৪টি শংসাপত্রের মধ্যে জাল ৮৪৪টির হদিস পেয়েছিল। এরপর প্রতিটি শংসাপত্র ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্ক্রুটিনি শুরু হয়। শনিবার সেই প্রক্রিয়া শেষে দেখা যায়, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭০। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, জাল শংসাপত্রের সংখ্যা বেড়েছে। তদন্তের স্বার্থে খড়িবাড়ির পুলিশকে সেই তালিকার সফট কপি পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলার পাশাপাশি খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তৈরি জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র পৌঁছে গিয়েছে বিহার, সিকিমের মতো ভিনরাজ্যে। ইস্যু হয়েছে কলকাতার টালিগঞ্জ, হরিশ মুখার্জি রোড, গার্ডেন রিচ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, দমদম, সিঙ্গুর ইত্যাদি ঠিকানায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্ম তারিখের দীর্ঘ বছর পর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে খড়িবাড়ি থেকে।

যেমন, কলকাতা হরিশ মুখার্জি রোডের অভিরাজ সিং নামে এক ব্যক্তির জন্ম শংসাপত্রের তথ্য অনুযায়ী জন্ম তারিখ- ২২/১২/২০১২, রিপোর্টিং তারিখ- ১০/৬/২০২৫ অ্যাকনলেজমেন্ট নম্বর- ACK/B/2025/0798214। কালীঘাটের পূজা গুপ্তার জন্ম শংসাপত্র বলছে জন্ম তারিখ- ১০/০৫/২০২২, রিপোর্টিং তারিখ- ১৪/৭/২০২৫ অ্যাকনলেজমেন্ট নম্বর- ACK/B/2025/0968963। কালীঘাটেরও কয়েকজন বাসিন্দার বহু পুরোনো জন্ম শংসাপত্র তৈরি হয়েছে এবছর। গার্ডেনরিচের মহম্মদ আজিবের জন্ম শংসাপত্র অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ-১৬/০২/২০১২, রিপোর্টিং তারিখ- ২২/৫/২০২৫, অ্যাকনলেজমেন্ট নম্বর- ACK/B/2025/0719376।

একইরকম ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে কোচবিহার, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, কার্সিয়াংয়ের।

এরপর দশের পাতায়

বিস্তর গণ্ডগোল

- তিনমাসে ইস্যু ১০১৪টি শংসাপত্রের মধ্যে জাল ৮৪৪টির হদিস পায় স্বাস্থ্য দপ্তর
- পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্ক্রুটিনি শেষে দেখা যায়, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭০
- তদন্তের স্বার্থে পুলিশকে সেই তালিকার সফট কপি পাঠানো হয়েছে
- খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তৈরি জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র পৌঁছে গিয়েছে বিহার, সিকিমেও
- ইস্যু হয়েছে কলকাতার টালিগঞ্জ, হরিশ মুখার্জি রোড, গার্ডেন রিচ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, দমদম, সিঙ্গুর ইত্যাদি ঠিকানায়
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মের দীর্ঘ বছর পর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে খড়িবাড়ি থেকে

ইমামদের নিয়ে বৈঠকে বিজেপি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ অক্টোবর : এসআইআরের পক্ষে জনমত তৈরি করতে এবার নগেন রায়কে মাঠে নামাল বিজেপি। রবিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জিন সহ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে কোচবিহারের বড়গিলায় নিজের বাড়িতে বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন। সূত্রের খবর, সেখানে ইমাম, মোয়াজ্জিনদের বোঝানো হয়েছে যে, এসআইআর করা হলে ভারতীয় মুসলিমদের কোনও সমস্যা হবে না। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নগেন রায়ের এই উদ্যোগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিভিন্ন সময়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে নগেন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করেছেন। তাঁর সেসব কথাবার্তায় দলের সঙ্গে দূরত্বও বেড়েছিল। ফলে বিধানসভা নির্বাচনে রাজবংশী ভোট নিয়ে বিজেপি উত্তরবঙ্গে বেকায়দায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে এসআইআর প্রসঙ্গে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে নগেনের এমন বৈঠক নজিরবিহীন।

স্বভাবতই এসআইআরের পক্ষে প্রচার নিয়ে নগেনের ভূমিকা, মুসলিম সমাজে তাঁর কতখানি প্রভাব- এসব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন নগেন। কেবল বলেছেন, ‘মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। আমাদের ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হল।’

এরপর দশের পাতায়

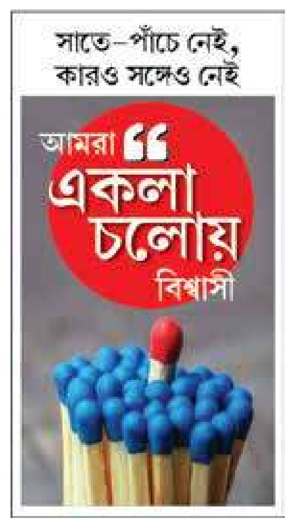

শিলিগুড়ির একটি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের কর্মসূচি।

এসআইআর নিয়ে প্রচারে মহামঞ্চ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : এসআইএর-কে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত। নানা শিবিরের নেতৃত্বের মন্তব্য-পালটা মন্তব্যের আড়ালেই শহর ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায় এসআইআর-এর মাধ্যমে বিশেষ করে হিন্দুদের একজোট করতে বিজেপির ‘বি’ টিম হিসেবে পরিচিত বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ নীল নকশা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এসআইআর-এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আমজনতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য সংগঠনের তরফে মহিলাদের নিয়ে চারটি দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে মহিলাকে রাখা হয়েছে। প্রতিটি দলের জন্য আলাদা নামের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই দলের সদস্যরা আবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কখনও মন্দিরে যাচ্ছেন আবার কখনও চায়ের দোকানে বসছেন। সে জায়গাগুলিতে বৈঠক করছেন। যেখানে বৈঠক করা হচ্ছে সেখানে কথায় কথায় সবার সামনে এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে ধরা হচ্ছে। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে গত দু’সপ্তাহে এধরনের ১২টি বৈঠক সারা।

সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বললেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টাকে সামনে রেখে আমরা নিয়মিত লড়াই করে চলেছি। বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এসআইআর আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই এব্যাপারে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বৈঠক-আলোচনার মাধ্যমে বোঝানোটাই আমাদের লক্ষ্য।’

বঙ্গীয় মহামঞ্চের তরফে চারটি টিমের নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে ‘বঙ্গ বীরাঙ্গনা’, ‘বঙ্গমাতা বাহিনী’, ‘মণিকর্ণিকা’ ও ‘টিম নারায়ণী’।

এরপর দশের পাতায়

আসরে মহিলারা

- এসআইআর-এর গুরুত্ব বোঝানোর পাশাপাশি আমজনতার সঙ্গে মিশতে মহিলাদের চারটি দল
- প্রতিটি দলে ১৫ জন করে মহিলাকে রাখা হয়েছে, দলগুলির আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে
- কখনও মন্দিরে আবার কখনও চায়ের দোকানে বসে বৈঠক, ইতিমধ্যে ১২টি বৈঠক সারা
- যেখানে বৈঠক করা হচ্ছে, সেখানে কথায় কথায় এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে ধরা হচ্ছে

সময়ের কথা

শুধু মুনাফার খোঁজ নয়, নিতে হবে দায়িত্বও

তন্ময় গোস্বামী

পূর্ব হিমালয়ে প্রকৃতি নিজেকে ঢেলে সাজিয়েছে। উঁচু বরফে ঢাকা পাহাড়, সবুজ অরণ্য, ঝরনা, বরফগলা জলে পুষ্ট নদী, পাহাড়ি হ্রদ কোনওকিছুর খামতি নেই। আমরা পাহাড় ঘুরতে, বরফশৃঙ্গের ছবি তুলতে, অচেনা বাঁকের পর নতুন গন্তব্যের সন্ধান করতে ভালোবাসি। তাই পর্যটকদের চাহিদার তাগিদে পাহাড়ি গন্তব্যস্থল বেড়েছে। ‘অফবিট’-এর খোঁজে দার্জিলিং ছাড়িয়ে সিটং, লামাহাটা, রামধুরা বা তিনচুলের মতো কত শত অচেনা পাহাড়ি গ্রামে পর্যটকরা পৌঁছে গিয়েছেন। দৌড়ে পিছিয়ে নেই সিকিমও। একদা গ্যাংটক আর পেলিংয়ের মধ্যেই পর্যটকদের ঘোরাঘুরি সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন রাবাংলা, নামচি, লাচেন, লাচুং, জুলুক এবং আরও বহু গ্রামে বিস্তৃত।

হোটেল, হোমস্টে, লজ, বিলাসবহুল রিসর্ট সব ধরনের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা রয়েছে সিকিম এবং দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাজুড়ে। মানতে অসুবিধা নেই, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন গ্রামের মানুষ। কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন, কেউ হোমস্টে, কেউ রান্না করছেন, কেউ গেস্টদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন তাঁদের জায়গা, গাইড করছেন ঘুরতে আসা মানুষকে। কিন্তু কীসের বিনিময়ে? একটু ভাবার দরকার।

কুড়ি-তিরিশ ঘরের একটা গ্রামে এখন একশোজন পর্যটক আসছেন, থাকছেন। *এরপর দশের পাতায়*

অপহরণের চেষ্টা রুখলেন বন্ধু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শহরের বুকে ফের অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ। আর তাকে কেন্দ্র করে যা ঘটল তা যেন কোনও সিনেমার স্ক্রিপ্ট। অভিযোগ, শনিবার রাতে কয়েকজন মিলে শিলিগুড়ির সেবক রোডে একটি শপিং মলের পাশের গলি থেকে এক তরুণকে গাড়িতে তুলে অপহরণের চেষ্টা করে। গাড়িটি ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে শালুগাড়ার দিকে যেতে থাকে। যাঁকে অপহরণ করা হচ্ছিল তাঁর বন্ধু একটি স্কুটারে করে ওই গাড়িটিকে ধাওয়া করেন।

শালুগাড়া এলাকায় গিয়ে তিনি স্কুটারটি সেই গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে সেটিকে আটকে দেন। গাড়িটির কাচ লক্ষ্য করে ঢিল

মারতে থাকেন। চোখের সামনে এসব ঘটতে দেখে আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। গাড়িচালককে জোর করে টেনে বাইরে বের করা হয়। মহম্মদ শাহিদ নামে যে তরুণকে অপহরণ করা হয়েছিল তিনি বাইরে বের হয়ে চিৎকার শুরু করলে আরেক দফা উত্তেজনা ছড়ায়। তবে গাড়িতে থাকা আরও তিনজন সুযোগ বুঝে ওই গাড়িটি নিয়েই পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

শাহিদের অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ললিত ছেত্রী নামে ওই গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি গ্যাংটকের বাসিন্দা। অপহরণের কাজে যে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি সিকিম নম্বরের বলে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সূত্রে জানতে পেরেছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের পাশাপাশি গাড়িটির খোঁজ পেতে ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলার পর তদন্তকারীরা তাঁর পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানান। বিচারক ধৃতের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এরপর দশের পাতায়

ধৃত গাড়িচালক

- শনিবার রাতে কয়েকজন মিলে সেবক রোডে এক তরুণকে গাড়িতে তুলে অপহরণের চেষ্টা করেন
- ওই তরুণের বন্ধু স্কুটারে করে গাড়িটিকে ধাওয়া করেন, শালুগাড়া এলাকায় গাড়িটিকে দাঁড় করান
- সঙ্গীরা পালালেও বাসিন্দারা গাড়িচালককে আটক করেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চালাচ্ছে

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মাল্লাগুড়িতে পুড়ল আসবাবের ৪টি দোকান

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : রবিবার রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মাল্লাগুড়ি এলাকায় কাঠ ও বেতের আসবাবপত্র তৈরির চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাঁদের প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় চেষ্টা চালিয়ে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পিছনে শর্টসার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা দমকল খতিয়ে দেখছে।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, দলের যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি, বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি পরে ঘটনাস্থলে যান। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো হবে বলে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়ক বলেন, ‘কীভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো যায় তা অবশ্যই দেখা হবে।’ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের আশ্বাস, ‘ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের একজনের মেয়ের বিয়ে রয়েছে বলে জানতে পেরেছি। তাঁকে সহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায় তা দেখা হচ্ছে।’

এদিন রাত ১০টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে।

এরপর দশের পাতায়

ছন্দহীন জলবায়ু ও ডলোমাইটে সর্বনাশ

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ পঞ্চম পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্সের চা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

শুধু পাহাড় নয়, তরাই ও ডুয়ার্সে বনজঙ্গলের পাশাপাশি সবুজ চা বাগান বরাবরই পর্যটকদের টানে! পর্যটকের চোখে হাঁসুয়া হাতে শংকর ওরাওঁয়ের চা গাছের ঝোপ কাটা কিংবা চা গাছের মাথা থেকে নিপুণ হাতে বিসনি চিকবড়াইকদের দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলা- সকলই শোভন। আইফোনে ভিডিও রেকর্ড করতে করতে মেট্রো সিটি থেকে আসা কোনও পর্যটক মেমসাহেবের মুখে অজান্তেই উচ্চারিত হয়, ‘ওয়াও!’ ছবি তোলার জন্য স্যর ততক্ষণে হয়তো এসআরকে পোজ দিয়েছেন।

দুজনে বলাবলি করছেন, চা শ্রমিকদের জীবন কত সহজ-সরল। কতটা উদ্বেগহীন। বাইরে থেকে আসা ওই স্যর, ম্যাডামরা জানেন না, পরিস্থিতি কতটা কঠিন। বছরখানেক ধরে বাগানটায় শ্রমিকদের মজুরি অনিয়মিত। এরকম বা অন্যরকম সংকটে তরাই, ডুয়ার্সের অনেক বাগান। বাগান পরিচালকদের সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সংকটের অন্যতম কারণ উৎপাদন কমছে হুহু করে।

গবেষকরা বলছেন, অনিয়মিত বা কম বৃষ্টি, তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে কোপ পড়েছে তরাই-ডুয়ার্সের চা

উৎপাদনে। রেইন ফ্ল্যাশের পর পাতা তোলা হয় জুন মাসে। কিন্তু তরাই, ডুয়ার্সে এবছর জুন মাসে চা পাতা উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে উদ্বেগজনকহারে। বেশি কোপ পড়েছে ডুয়ার্সে।

টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডুয়ার্সে গত বছরের জুন মাসে ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১৮ কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল। এবছরের জুন মাসে হয়েছে ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার ১২২ কেজি। অর্থাৎ গত বছরের জুন মাসের চেয়ে এবছরের জুন মাসে ডুয়ার্সেই শুধু ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৫৬ কেজি কম উৎপাদন হয়েছে। তরাইয়ে কমেছে ১ লক্ষ কেজির বেশি।

চা চাষে প্রচুর বৃষ্টি প্রয়োজন। অথচ ডুয়ার্সে যেমন মোট বৃষ্টিপাত কমেছে, তেমনই বৃষ্টির দিনের সংখ্যা কমেছে। গত বছরের জুন মাসে ডুয়ার্সে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১২১৪ মিলিলিটার। এবছরের জুন মাসে হয়েছে ৫০৫ মিলিলিটার। তরাইয়ে এবছরের জুন মাসে হয়েছে ৩২৯ মিলিলিটার, যা গত বছরের জুন মাসের চেয়ে অর্ধেকেরও কম। গত বছরের জুন মাসে ডুয়ার্সে ২৫ দিন বৃষ্টি হয়েছিল। এবছর হয়েছে মাত্র ১৮ দিন।

আবার তরাই ও ডুয়ার্সে আচমকা প্রচুর বৃষ্টিপাতের ঘটনা বাড়ছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টিতে তরাই, ডুয়ার্সের প্রচুর বাগান বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। বৃষ্টির জেরে হড়পা নেমেছিল পাহাড়ি নদী এবং ঝোরাগুলিতে। তছনছ হয়ে গিয়েছে প্রচুর চা বাগান। লোকসান হয়েছে কোটি কোটি টাকার।

ডুয়ার্সে এবছর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়েছে ২ ডিগ্রি। বাড়াই স্বাভাবিক। বৃষ্টি কমাও স্বাভাবিক। পর্যটক টানতে ক্ষতি করা হচ্ছে জঙ্গলের। লাগামছাড়াভাবে বন লাগোয়া এলাকায় হোটেল, রিসর্ট তৈরি করতে ব্যাপকভাবে চলছে বৃক্ষচ্ছেদন। *এরপর দশের পাতায়*

মাছ ধরে ঘরে ফেরা। মাথাভাঙায় মানসাই নদীর রেলসেতুর কাছে। রবিবার। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

দুই শিশুকে কামড় শিয়ালের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ অক্টোবর : সোনালি শিয়ালের আক্রমণে এবার রক্ত ঝরল হরিশ্চন্দ্রপুরে। দুই শিশুর পাশাপাশি জখম হলেন এক বৃদ্ধ। রবিবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ণাহী গ্রামে। শীতের সময় হরিশ্চন্দ্রপুরে শিয়ালের উপদ্রব নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও, যেভাবে বন্যপ্রাণীটির হানাদারি ঘটছে, তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে বিভিন্ন গ্রাম। বনাঞ্চলে খাদ্যসংকট দেখা দেওয়াতেই এমন পরিস্থিতি, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণের মধ্যে সতর্কতামূলক সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর।

সাতসকালে উঠোনে খেলতে গিয়ে শিয়ালের আক্রমণে জখম হল দুই ভাইবোন। দুই শিশুর মধ্যে তিন বছরের বরকাতুল্লাহর গালের মাংসপিণ্ডের অনেকটাই খসে পড়েছে, শিয়ালের কামড়ে চার বছরের কারিমার জখম হয়েছে মাথা ও গলা। প্রতিবেশী ৬০ বছরের সিরাজুল ইসলামের পায়ে আঁচড় দিয়েছে একটি শিয়াল। গ্রামবাসীর তৎপরতায় প্রত্যেককে প্রথমে ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় ওই দুই শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেফার করে দেওয়া হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই দুই শিশুর বাড়ির পিছনে রয়েছে ফাঁকা মাঠ ও চাষের জমি। হঠাৎই উঠোনে খেলতে থাকা দুই শিশুকে আক্রমণ করে শিয়ালের দল। দুই শিশুর কান্না ও চিৎকারে পরিবারের লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন বেশ কয়েকটি শিয়াল। অনেক কষ্টে

ছবি : প্রতীকী (এআই)

তাঁরা শিয়ালগুলিকে এলাকাছাড়া করেন। পালিয়ে যাওয়ার আগে একটি শিয়াল আক্রমণ করে সিরাজুলকে।

বর্ণাহী গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, তেমনভাবে শীত না পড়লেও শিয়ালের উপদ্রব শুরু হয়েছে। মূলত সাতসকাল এবং সন্ধ্যাবেলায় বন্যপ্রাণীটির হানাদারি চলছে। যার জন্য সন্ধ্যার পর অনেকেই বাড়ির বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছেন বলে জানান। কিন্তু সমস্ত কিছু জানার পরেও কোনও পদক্ষেপ করছে না বন দপ্তর। স্থানীয় শহিদুল ইসলাম বলেন, 'কয়েকদিন আগে গ্রামের এক বৃদ্ধা শিয়ালের কামড়ে গুরুতর আহত হন। তারপরে আবার এই ঘটনা। আমরা চাই বন দপ্তর পাহারার ব্যবস্থা করুক। জখমদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।' এ প্রসঙ্গে বন দপ্তরের করিয়ালির ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকার বলেন, 'বন দপ্তর থেকে এলাকায় সচেতনতা শিবির করা হবে। পাশাপাশি, এলাকায় টহলদারির ব্যবস্থা করা হবে। যারা শিয়ালের আক্রমণে আহত হয়েছে, তারা যাতে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পায়, সেটাও দেখা হবে।' পেশায় বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক স্বর্ণকমল চক্রবর্তী বলেন, 'এই সময় শিয়ালের প্রজনন ব্যাপক মাত্রায় ঘটে। কিন্তু সেই তুলনায় এলাকায় বনভূমি কমে আসছে, খাবারে টান পড়েছে। খাবারের খোঁজে লোকালয়ে এসে মানুষকে আক্রমণ করছে।'

পরীক্ষামূলক গাড়ি চলাচল সফল

দুধিয়ায় সেতুতে যাতায়াত, খুশি মুখ্যমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৬ অক্টোবর : দিনভর টালবাহানার পর অবশেষে রাস্তা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করল পূর্ত দপ্তর। রবিবার বিকেলে সেতুতে গাড়ি চালিয়ে মহড়াও হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই দুধিয়ার বালাসন নদীর ওপরে হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী রাস্তা পুরোপুরি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় মজুমদার বলেন, 'অস্থায়ী রাস্তা তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। পরীক্ষামূলক গাড়ি চালিয়ে দেখাও হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারবে।' সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুক পেজে দুধিয়া সেতু চালু হওয়ার খবর দিয়ে জানান, দুধিয়ায় সফলভাবে ৭২ মিটার হিউমপাইপ সেতু সহ মোট ৪৬৮ মিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে সমস্ত যানবাহন চলাচল শুরু করবে। দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ শেষ করায় মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

৪ অক্টোবর দুর্যোগের পর দুধিয়ায় বহু পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর ওই ভাঙা সেতুর কিছুটা দূর দিয়ে নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে। ১৫ দিনের মধ্যে এই রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উৎসবের মরশুমে পর্যাপ্ত শ্রমিক ঠিকভাবে না পাওয়ায় কাজ সম্পূর্ণ করতে দেরি হয়েছে। তবে, হিউমপাইপ পেতে নদীর ওপরে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পরেই গত শুক্রবার থেকে মানুষ পারাপার হতে পারছেন।

রাস্তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় রবিবার সকালে থেকে দু'চাকার যানবাহন নিয়েও মানুষ পারাপার হতে শুরু করেছেন। কিন্তু সুরক্ষার জন্য অস্থায়ী রাস্তার দু'পাশে রেলিং দেওয়া এবং রাস্তা সমান্তরাল করার কাজ বাকি ছিল। পারাপার শুরু হওয়ায় কাজ শেষ করতে বেগ পেতে হয় পূর্ত দপ্তরকে। দুপুরে পুলিশ এবং পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা ঘুরে দেখেন। পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য ছিল, এত মানুষ এবং যানবাহন পারাপার শুরু করায় বাকি কাজটুকু করা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে এই কাজে কর্মরত

> অস্থায়ী রাস্তা তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। পরীক্ষামূলক গাড়ি চালিয়ে দেখাও হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারবে।
>
> **জ্যোতির্ময় মজুমদার**
> সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত দপ্তর

বেশিরভাগ শ্রমিক সোমবার এবং মঙ্গলবার ছটপুজোর ছুটি চেয়ে বসেন। ফলে রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল পিছিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তরের শীর্ষস্তর থেকে যেনতেনপ্রকারেণ এদিনই কাজ শেষ করার নির্দেশ আসে। সেইমতো দুপুরেই অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে নির্মাণকাজ করা হয়। সন্ধ্যার মধ্যেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করা হয়েছে। এরপরেই সেই রাস্তায় পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক এবং যাত্রীবাহী গাড়ি চালিয়ে মহড়া দেওয়া হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকায় সোমবার সকাল থেকেই মিরিকের লাইফলাইন পুনরায় চালু হচ্ছে বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে।

প্রার্থী হচ্ছেন না প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকুমার

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২৬ অক্টোবর : বাম আমলে ইটাহার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সিপিআই দলের তিনবারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না। দলীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি সংগঠনের দায়িত্বে থাকলেও, ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধে সরাসরি ব্যাট হাতে ক্রিজে থাকছেন না তিনি। শ্রীকুমার নিজেও সেকথা জানিয়েছেন।

১৯৯৬ সালে প্রথম ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী হিসেবে ভোটে জিতে বিধায়ক নির্বাচিত হন খড়্গপুর আইআইটি-র ছাত্র তথা মালদা কলেজের গণিতের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। সেবারই তাঁকে বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। এরপর ২০০১ ও ২০০৬-এর নির্বাচনে ইটাহার থেকেই নির্বাচিত হয়ে ২০১১ পর্যন্ত একই দপ্তরের মন্ত্রীপদ সামলান তিনি। বাম সরকারের পতনকালে তাবড় বাম প্রার্থীদের মতো তিনিও প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী অমল আচার্যর কাছে পরাজিত হন। তার পরের দুই নির্বাচনে একই প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ইটাহারের মানুষ আর তাঁকে ভোটে জেতাননি। এবার ষাটোর্ধ্ব শ্রীকুমারকে সরিয়ে ইটাহার কেন্দ্রে তরুণ মুখ এনে দাঁড় করাতে চাইছে সিপিআই। ইটাহারে কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে শ্রীকুমারের অবদান সহ একাধিক সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা দলমতনির্বিশেষে কেউই অস্বীকার করেন না। এহেন একজন নেতাকে দল এবার প্রার্থী করছে না কেন? শ্রীকুমার বলেন, 'আমি নিজেই প্রার্থী হতে চাইনি। তাছাড়া আমি এখন কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক। দল আমাকে সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছে। এই সংগঠনকে মজবুত করার কাজটাই মন দিয়ে করছি।'

ভুলের খেসারতে কুশপুতুল দাহ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : কথায় বলে মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই। যেন সেই প্রবাদেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল কামাখ্যাগুড়িতে। কামাখ্যাগুড়ির সুপার মার্কেট এলাকার দাস পরিবার তো এমনিতেই গত শুক্রবার থেকে শোকার্ত হয়ে রয়েছে। সেই পরিবারের রবীন্দ্রনাথ দাসের ঝুলন্ত দেহ মিলেছে একটি ধাবা থেকে। কিন্তু মৃতের পরিবারের যন্ত্রণা সেখানেই শেষ হয়নি। ময়নাতদন্তের পর মেলেনি দেহ। তাই বাবার প্রতীকী দেহ বানিয়ে সৎকার করলেন খোকন দাস।

কঞ্চির ওপর গাছের ডাল, পাতা ইত্যাদি জড়িয়ে বানানো হয়েছিল সেই প্রতীকী দেহ। কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি হল কেন? কেন বাবার দেহ হাতে পেলেন না খোকন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে গত দু'দিনের ঘটনার কথা জানতে হবে। কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকার বাসিন্দা এই দাস পরিবার। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তেঁতুলতলা এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি ধাবা থেকে ৪৫ বছরের রবীন্দ্রনাথের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে

বাবার প্রতীকী দেহ সৎকার করছেন দুই ছেলে। রবিবার। -সংবাদচিত্র

> বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া যা কিছু আছে, পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী করতে চাই। যা হয়েছে তা খুবই বেদনাদায়ক। আমি যদি আমার বাবার দেহটা পেতাম তবে রীতি অনুযায়ী ভালো করে শেষ কাজটা করতে পারতাম।
>
> **খোকন দাস**

যশোডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। কিন্তু সেই দেহ হাতে পাননি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির লোকজন। হাসপাতাল থেকে তাঁদের একটি দেহ দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু তা অন্য এক ব্যক্তির। সেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসার পর যখন সবকিছু বোঝা যায়, ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেহের সঙ্গে মর্গেই আরেকটি দেহ অদলবদল হয়ে গিয়েছে। আর যে পরিবার রবীন্দ্রনাথের দেহ ভুল করে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তা দাহ করে ফেলেছে। তাই খোকন আর বাবার দেহ পাননি।

তাই পুরোহিতের কাছে 'বিধান' খুঁজেছেন খোকনরা। সেইমতো সৎকারের জন্য প্রতীকী দেহ বানানো হয়েছে। সেটিকেই বাঁশের মাচায় করে রবীন্দ্রনাথের দুই ছেলে ও আত্মীয়স্বজন সহ প্রতিবেশীরা সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যান। ঘটনার অভিঘাতে রবীন্দ্রের বড় ছেলে খোকন এখনও বিহ্বল। বলছিলেন, 'বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া যা কিছু আছে, পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী করতে চাই। যা হয়েছে তা সত্যিই খুবই বেদনাদায়ক। আমি যদি আমার বাবার দেহটা পেতাম তবে রীতি অনুযায়ী ভালো করে শেষ কাজটা করতে পারতাম।' এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও গাফিলতির অভিযোগ কি করবেন? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি তাঁরা। খোকন কেবল বলেন, 'এইমুহূর্তে আমি এসব কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।'

রবিবার কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল, শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে সহ পুলিশকর্মীরা কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। আইসি শমীক বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

কর্মখালি

Required the following candidate in Siliguri for Real Estate Company:- a. Marketing, b. Accountant, c. Data Entry, d. Purchase. Contact No. 9609901134 or mail to : project.25@myyahoo.com (C/118820)

•

বাগডোগরায় অবস্থিত Retail Medicine দোকানের জন্য স্থানীয় ছেলে চাই। 9609682966. (C/118842)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/12/2025-26, Dt. 18/10/2025 (APAS), Last date and time for bid submission- 13/11/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

গয়েরকাটার একটি পুকুরের ধারে ছাতা লাগিয়ে মাছ শিকার। রবিবার। -সংবাদচিত্র।

টিকিট কেটে মাছ ধরার 'উৎসব' গয়েরকাটায়

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ২৬ অক্টোবর : ছুটির মরশুমে টিকিট কেটে পুকুরে মাছ ধরার হিড়িক পড়েছে গয়েরকাটায়। সপ্তাহান্তে বেড়ানোর পাশাপাশি খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত মাছ নিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। পাশাপাশি ছুটির দিনে মাছ ধরার টিকিট বিক্রি করে ভালো আয় করছেন গ্রামীণ এলাকার মাছচাষিরা। ছিপ, চারার চাহিদাও বেশ ভালো।

এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি শিকার! ছুটিতে সময় কাটানোর পাশাপাশি দিনের শেষে রুই, কাতলা, চায়না পুঁটি ঝুলিতে ভরে ঘরে ফেরার সুযোগ পাচ্ছেন আমজনতা। 'প্রবেশমূল্য দিয়ে বসে পড়ুন, যত খুশি মাছ ধরুন'- ছুটির দিনে সময় কাটানোর এই অনন্য ব্যবস্থায় খুশি মাছপ্রেমী থেকে শখের মৎস্যশিকারিরা।

দুর্গাপুজোর পর থেকেই বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা, আংরাভাসা সহ বিভিন্ন এলাকার ছোট ছোট পুকুরগুলিতে চলছে এভাবে টিকিট কেটে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা। সকাল থেকে ছিপ হাতে পুকুরপাড়ে মাছ ধরতে জড়ো হচ্ছেন ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি সহ বিভিন্ন প্রান্তের শখের মৎস্যশিকারিরা। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলছে এই মাছ শিকারের আয়োজন।

জানা গিয়েছে, মাছ ধরার জন্য এলাকার পুকুর মালিকরা ছিপ প্রতি প্রবেশমূল্য ধার্য করছেন। পুকুরে মাছের সহজলভ্যতার ওপর টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ধীরে ধীরে পুকুরে মাছ কমতে থাকলে ওই পুকুরে প্রবেশমূল্য কমতে থাকে। পুকুরের মালিকরা টিকিটের পাশাপাশি ছিপ এবং চারা বিক্রি করছেন।

আংরাভাসা এলাকার এক পুকুর মালিক রৌশন বেগ জানান, তাঁর পুকুরে প্রথম দিন টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছিল ১,৩০০ টাকা। এখন এন্ট্রি ফি ৪০০ টাকা করা হয়েছে। প্রত্যেকে টিকিট মূল্যের বেশি মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন বলে দাবি তাঁর। বরাবর মাছ চাষ করলেও এ বছরে প্রথম তাঁর এই উদ্যোগ।

ময়নাগুড়ির বাসিন্দা নরেশ দাস বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে টিকিট কেটে মাছ ধরছি। ভালোই মাছ পাওয়া যাচ্ছে। ছুটির দিনে বাড়িতে বসে না থেকে এভাবে সময় কাটাচ্ছি। বেশ ভালো লাগছে। সময় কাটানোর পাশাপাশি যথেষ্ট পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করতে পারছি। ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো। প্রতি এলাকায় এমন ব্যবস্থা চালু হলে ভালো হয়। এতে অন্য নেশার আসক্তি কমবে।'

এই নিয়ে বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জাফর আলি বলেন, 'নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। আগামীতে অন্যরাও মাছ চাষে আগ্রহ দেখাবেন। এই নিয়মে দু'তরফই লাভবান হচ্ছে।'

আজ টিভিতে

রূপমতী প্রতিদিন রাত ৮.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ আমি যে কে তোমার, দুপুর ১.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ কুমারী মা, সন্ধে ৭.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.৪৫ চ্যাম্প

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.০০ শুভ দৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ দান প্রতিদান, দুপুর ১২.০০ বাবা তারকনাথ, ২.৩০ সতী বেহুলা, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.৩০ জাতিস্মর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গরীবের সম্মান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০৪ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, দুপুর ১.১৮ হম তুম শবানা, বিকেল ৩.২৩ আ থার্সডে, ৫.৩২ বরফি, রাত ৮.০০ কাবিল, ১০.১৮ টিকরম

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৩ বিবাহ, বিকেল ৪.১০ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৫২ ভজে বায়ু বেগম

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২২ ভেঙ্কি মামা, দুপুর ১.২৮ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.১৮ কালীবীরা, সন্ধে ৬.১৯ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড, রাত ৮.০০ বাদল, ১০.১৫ ফরেনসিক

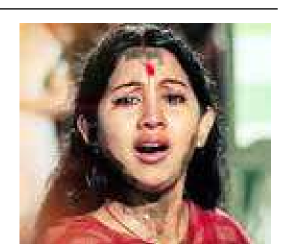
বাবা তারকনাথ দুপুর ১২.০০ জি বাংলা সিনেমা

ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ওয়াইল্ড সন্ধে ৬.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫৬ রুস্তম, বিকেল ৪.৩০ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.৪৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, রাত ৯.০০ শর্মাজি নমকিন, ১১.০২ ব্লার

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৫ লিগ অফ গডস, বিকেল ৩.২৮ এলিমেন্টাল, সন্ধে ৭.০২ রাইজ অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ১০.৫৫ কোনান দ্য বারবেরিয়ান

ঠেকুয়া এবং খরপুরিয়া তৈরি শেখাবেন মমতা শা।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের সম্পর্ক হঠাৎ টালমাটাল হয়ে উঠতে পারে। সংসারের কোনও সদস্যের জন্য দুশ্চিন্তা বাড়বে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে অহেতুক সমালোচনার শিকার হতে পারেন। ব্যবসাক্ষেত্রে জটিলতা বাড়বে। মিথুন : প্রেমের সঙ্গী আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। শরীর নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। কর্কট : অতি সাহসে বড় ক্ষতি হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ মিটবে। নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। প্রযুক্তিবিদদের জন্য শুভ। কন্যা : সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা পাবেন। তুলা : দিনের মধ্যভাগে ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগম হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কমবে। কন্যার বিবাহ স্থির হবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তির ব্যাপারে পুরোনো বিবাদের মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি। ধনু : বিপন্ন ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিরোধীর সংখ্যা বাড়তে পারে। মকর : জমি কেনার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় সুফল পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কুম্ভ : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মীন : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আটকে থাকা ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৫ কার্তিক, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫, ৯ কাতি, সংবৎ ৬ কার্তিক সুদি, ৪ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।০। সোমবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৩।৩১। মূলানক্ষত্র দিবা ১০।৪৯। অতিগণ্ডযোগ প্রাতঃ ৬।৮। কৌলবকরণ দিবা ২।৫১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।৩১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৪৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৩।৩১ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ২।১১ গতে ৩।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৬ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ১০।৪৯ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৪৯ গতে জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নাড়ীষষ্ঠী। প্রতিহারষষ্ঠী। শ্রীশ্রী ছটপুজো (বিহার) বা শ্রীশ্রীসূর্যপুজো। স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিবস (২৭ অক্টোবর ১৯০৪)। সাধক রামচন্দ্র দত্তের আর্বিভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেই মাকনাকে জঙ্গলে ফেরাতে ছুটল কালঘাম

ময়নাগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : যেন তাণ্ডবই সেটির প্রথম পছন্দ। শনিবার সকালে ময়নাগুড়িতে হামলা চালানো মাকনাটিকে বনকর্মীরা সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথে ফেরানোর চেষ্টা করলেও সেই তাণ্ডব চালানোর উগ্র বাসনাতেই সেটি শহরের দিকে ফিরে চালার চেষ্টা চালাতে থাকে। বনকর্মীরাও নাছোড়বান্দা ছিলেন। শেষমেশ রাত ১২টা নাগাদ সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়। তবে এলাকায় হাতির হানায় যেন বিরাম নেই। শনিবার রাতেই হাতির পাল লাটাগুড়ির ঝাড় মাটিয়ালিতে ফের হামলা চালায়। সারারাত গ্রামে দাপট চালিয়ে জমির ধান ও বাঁশ বাগান নষ্ট করে। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ানোর পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষোভও ছড়িয়েছে।

শনিবার সকালে ময়নাগুড়ি শহর ও গ্রামে দাপিয়ে বেড়ানো মাকনাটিকে জঙ্গল ফেরত পাঠাতে বন দপ্তরকে বেগ পেতে হয়েছে। হাতিটি সন্ধ্যা পর্যন্ত খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নামাতাপাড়ায় একটি বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ সেটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু করলেও সেটি বারবার শহরের দিকে ফেরত আসতে চাইছিল। সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বনকর্মীদের রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায়। এরই মাঝে ১৫-১৬টি করে দুটি হাতির পাল লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লাটাগুড়ি রামশাইগামী ক্যানাল রোড পার করে রাত ৯টা নাগাদ লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড় মাটিয়ালি গ্রামে ঢুকে পড়ে। একটি দল কলোনিপাড়ায়, আরেকটি দল গুয়াবাড়ি ধানখেতে ঢুকে পড়ে। বনকর্মীরা যে সময় ময়নাগুড়িতে হামলা চালানো হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত। তাই বাসিন্দারা নিজেরাই ফসল বাঁচানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে এরই মাঝে হাতির দলটি জ্যোতিষ রায়ের বিঘাখানেক জমির ধান পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়।

আরও হানাদারি

- শনিবার সকালে ময়নাগুড়িতে হামলা চালানো মাকনাটি সহজে জঙ্গলে ফিরতে চাইছিল না
- সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বনকর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়, অবশেষে সেটি জঙ্গলে ফেরে
- এরই মাঝে ১৫-১৬টি করে দুটি হাতির পাল লাটাগুড়ির ঝাড় মাটিয়ালি গ্রামে হানা দেয়

এলাকাবাসী মানবেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'বনকর্মীরা ময়নাগুড়িতে হামলা চালানো হাতিটিকে নিয়ে ব্যস্ত আছে বলে আমরা জানতাম। তাই তাঁদের জন্য অপেক্ষা না করে হাতি তাড়ানোর কাজে আমরাই নেমে পড়ি। হাতিগুলি রাতভর গ্রামে থাকলেও বাসিন্দারা সজাগ থাকায় সেগুলি সেভাবে ফসল নষ্ট করতে পারেনি। তবে সেগুলি বেশ কয়েকটি বাঁশ বাগানের ক্ষতি করেছে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ধান পাকতে শুরু করায় প্রতিবছরের মতো এবারও এলাকায় হাতির হানা শুরু হয়েছে। বন দপ্তরের কাছে তাঁরা কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ময়নাগুড়িতে হামলা চালানো মাকনা বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছিল। রাত ১১টা নাগাদ আমগুড়ি ভাতিরডাঙ্গা এলাকায় সেটির দেখা মেলে। বনকর্মীরা ফের সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালান। হাতিটি রেললাইন পেরিয়ে খাওটিয়াপাড়া কালীরহাট দ্বারিকামারি হয়ে বেদকারা জলঢাকার বাঁধ দিয়ে জলঢাকা নদীর চর হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'হাতিটি বারবার ফিরে আসার চেষ্টা করায় সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে আমাদের যথেষ্টই বেগ পেতে হয়।'

টোটো টানে ঘানি

কোচবিহারের হরিণচওড়া এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বাংলাদেশে পালানোর পথে ধৃত

সীমান্ত টপকে ভারতে ঢুকেছিলেন দুজন

মালদা, ২৬ অক্টোবর : প্রায় ৫-৬ মাস আগে সীমান্ত টপকে ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন দুই বাংলাদেশি। তারপর থেকে কখনও কলকাতা, কখনও চেন্নাইয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন মহম্মদ রাসেল মিয়াঁ (৩৩) ও মহম্মদ রিফত (২০) নামে ওই দুই তরুণ। তবে অনেক জায়গায় ঘুরেও কাজ জোটাতে না পেরে শেষে মালদা হয়ে ফের বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছিলেন। কিন্তু ইংরেজবাজারের সুস্থানি মোড়ের কাছে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যান তাঁরা।

তবে পুলিশি জেরায় বিভিন্ন সময় বিভিন্নরকম বিভ্রান্তিকর বয়ান দিয়েছেন ধৃত দুই বাংলাদেশি। প্রাথমিক জেরার পর তদন্তকারী অফিসারদের অনুমান, ধৃতরা প্রায় ৫-৬ মাস আগে আলাদা আলাদাভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছিলেন। মূলত কাজের খোঁজেই তাঁরা ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন। প্রথমে কাজের জন্য কলকাতায় বেশ কিছুদিন সময় কাটিয়েছিলেন দুজনে। সেখানেই দুজনের পরিচয় হয়। তারপর তাঁরা কাজের জন্য চেন্নাইয়ে চলে যান। বাংলাদেশের এক নাগরিক তাঁদের ভারতে ইলেক্ট্রিকের কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁদের কাজ জোটেনি। দেশজুড়ে বাংলাদেশি ধরপাকড়ের মধ্যেই প্রায় ১০-১২ দিন আগে তাঁরা মালদায় পালিয়ে আসেন। তবে তাঁরা কোন এলাকা দিয়ে এদেশে ঢুকেছিলেন, তা এখনও জানা যায়নি।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে ইংরেজবাজারের সুস্থানি এলাকায় টহল দিচ্ছিল পুলিশের একটি পেট্রলিং ভ্যান। সেসময় দুই তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়। জেরায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানতে পারে, দুই তরুণই বাংলাদেশি।

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃতদের।

কী অভিযোগ

- প্রায় ৫-৬ মাস আগে সীমান্ত টপকে ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন দুই বাংলাদেশি
- তারপর থেকে কখনও কলকাতা, কখনও চেন্নাইয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন রাসেল ও রিফত নামে ওই দুই তরুণ
- কাজ জোটাতে না পেরে মালদা হয়ে ফের বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছিলেন
- কিন্তু সুস্থানি মোড়ের কাছে ধরা পড়ে যান

প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। রাসেলের বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানা এলাকায়। রিফত বাংলাদেশের রংপুর জেলার গোপীনাথপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশি ভোটার কার্ডও। রবিবার ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। আদালত পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করে ৩ নভেম্বর ধৃতদের পুনরায় আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে।

কাজের খোঁজে অবৈধভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিক ধৃত বাংলাদেশিদের মুখে এমন কথা শোনা গিয়েছে। কখনও পণ্যবাহী লরিতে লুকিয়ে, কখনও রাতের অন্ধকারে বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে এদেশে প্রবেশের কাহিনী সামনে এসেছে।

সুকনায় ১১০ নম্বর জতীয় সড়কে রেলিং চুরি

রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ঠিক এক বছর আগে সুকনায় ১১০ নম্বর জতীয় সড়কের একপাশে ফুটপাথ তৈরি করে লোহার রেলিং দেওয়া হয়েছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই লোহার রেলিং ভেঙে পড়ছে। অনেক জায়গায় রেলিং চুরিও হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এই অবস্থায় পূর্ত দপ্তরের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, রাস্তা চওড়া করার নামে উঁচু করে ফুটপাথ তৈরি করা হয়েছে। রাস্তার পাশের গাছ কাটার অনুমতি না পাওয়ার পরেও অযথা সরকারি টাকা খরচ করে এই কাজ করা হয়েছিল। যা মানুষের কোনও কাজেই আসছে না। তার ওপরে ইদানীং রেলিং ভেঙে চুরি হয়ে যাচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে, পূর্ত দপ্তরের অপর এক আধিকারিকের সাফাই, 'ওই রাস্তাটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে চলে গিয়েছে। যা বলার তারা বলবে।'

১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে শালবাড়ি পেরিয়ে একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে থেকে সুকনা পর্যন্ত তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য পূর্ত দপ্তরকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। রাস্তা চওড়া করার জন্য বাঁদিকে প্রচুর গাছ কাটতে হত। কিন্তু বন দপ্তর গাছ কাটার অনুমতি দেয়নি। অর্থাৎ টাকা ফেরত যাওয়ার কথা। কিন্তু টাকা ফেরত না দিয়ে গাছগুলিকে মাঝখানে রেখেই রাস্তার বাঁদিকে উঁচু করে ফুটপাথ তৈরি করা হয়। সেই ফুটপাথের পাশ দিয়ে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা হয়। এই কাজ নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল।

এভাবেই পড়ে রয়েছে ফুটপাথের রেলিং। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সুকনা, শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য ছিল, গাছগুলির মাঝখান দিয়ে ফুটপাথ তৈরি করে কার লাভ হবে? ওই ফুটপাথে তো হাঁটাই যাবে না। কিন্তু তারপরেও পূর্ত দপ্তর কোটি কোটি টাকা খরচ করে ওই কাজ করেছে। বর্তমানে ওই ফুটপাথ কার্যত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। বাইক, স্কুটার পার্কিং করে আড্ডা দিচ্ছেন অনেকে।

রবিবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল কংক্রিটের ঢালাই আলগা হয়ে রেলিং ভেঙে পড়ে রয়েছে। একটি জায়গায় আবার রেলিংই নেই। সুকনার বাসিন্দা সুরেন প্রধান বললেন, 'এই ফুটপাথ তৈরির যৌক্তিকতা কী সেটাই এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। এভাবে সরকারি টাকা অপচয় করাটাই ঠিক হয়নি। রেলিং ভেঙে পড়ে রয়েছে। সেই রেলিং চুরিও হয়ে যাচ্ছে।'

বর্তমান অবস্থা

- এক বছর আগে সুকনায় ১১০ নম্বর জতীয় সড়কের একপাশে ফুটপাথ তৈরি হয়
- সেখানে লোহার রেলিংও দেওয়া হয়েছিল
- কিন্তু প্রথম থেকেই এই ফুটপাথ তৈরি নিয়ে প্রশ্ন ছিল
- তৈরির পর থেকে এই ফুটপাথ কেউ ব্যবহার করতে পারেননি
- এখন এটি অঘোষিত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে
- তাছাড়া রেলিং ভেঙে চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ

এই রাস্তাটি বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে জাতীয় নির্মাণকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে চলে গিয়েছে। ফলে পূর্ত দপ্তরও এখন পুরো বিষয়টি থেকে হাত তুলে নিতে চাইছে। তারপরেও প্রশ্ন থাকছে সরকারি টাকায় তৈরি করা ফুটপাথের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

বেড বাড়ছে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : অবশেষে বেডের সমস্যা মিটতে চলেছে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ৩০টি বেডের অনুমোদন থাকলেও জায়গার অভাবে এতদিন মাত্র ২৪টি বেড ছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ফলে নানা সমস্যা তৈরি হত। বেড না পেয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের করিডরে রোগীকে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, তেমনই একটি বেডে ২-৩ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে।

একাধিকবার এমন সমস্যায় কর্তৃপক্ষের সাফাই ছিল, জায়গার অভাব রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে কোভিড ওয়ার্ডকে ইন্ডোর ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেইমতো কয়েকমাস আগে কাজ শুরু হয়। সেই কাজ শেষের পথে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নভেম্বরের শুরুতেই বেশ কয়েটি বেড পাতা হবে কোভিড ওয়ার্ডে। এমনকি ইন্ডোর ওয়ার্ডে থাকা কয়েকটি বেডকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

চোপড়ার বিএমওএইচ ডাঃ রণজিৎ সাহা বলেন, 'ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে করিডর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেড পাতা হবে।'

পুজো প্রস্তুতি

বাগডোগরা, ২৬ অক্টোবর : ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত বাগডোগরা হিন্দু মিলন মন্দিরে আগামী ৩০ অক্টোবর জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হবে। সেই উপলক্ষ্যে নানান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশ্রমের তরফ জানানো হয়েছে, ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় আচার্য বরণের পর ভক্তিমূলক ভজন, পুজো ও আরতি হবে। তারপর ৩০ অক্টোবর অঞ্জলি ও নবমীপুজো অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও থাকবে দীক্ষাদান পর্ব। এদিকে বাগডোগরা বিহার মোড় সংলগ্ন সুকান্তপল্লির রায়বাড়িতেও পারিবারিক পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুজোর সঙ্গে যুক্ত রায় পরিবারের সদস্য অর্ক রায় বলেন, 'একসময় আমার ঠাকুমা স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজোর সূচনা করেন। পারিবারিক পুজো হলেও বহু মানুষ এখানে অংশ নেন।'

সম্মেলন

বাগডোগরা, ২৬ অক্টোবর : শালবাড়ি কল্যাণ আশ্রমে রবিবার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন আয়োজিত হয়। উদ্দেশ্য, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। সম্মেলনের স্লোগান ছিল, 'এক ছাতা, এক নিশান, এক বিধান।' ওই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি ও পঞ্চানন বর্মার অনুগামীরা যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, তিমিরকুমার বর্মা প্রমুখ।

পদযাত্রার ডাক

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : পুজো শেষ হতেই মানুষের দাবি নিয়ে ফের পথে সিপিএম। এসআইআর থেকে পুরনিগমের ব্যর্থতা তুলে ধরে ১৫ নভেম্বর পদযাত্রায় ডাক দেওয়া হয়েছে। ১০ কিলোমিটার এই পদযাত্রা স্বস্তিকা যুবক সংঘের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরে হাসমি চকে শেষ হবে। তারপর সেখানে পথসভা করা হবে। এই কর্মসূচির প্রচারের জন্য রবিবার ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে পোস্টার লাগানো শুরু হয়েছে। এদিন রাজীব মোড়ে পোস্টার লাগানো হয়।

শিশুর মৃত্যু, ফার্মাসিস্টের চেম্বার ভাঙচুর

ক্রান্তি, ২৬ অক্টোবর : ফের ভুল চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর অভিযোগ। এই ঘটনায় যুক্ত এক ফার্মাসিস্টের চেম্বার ভাঙচুর করা হল। ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা এলাকার ঘটনা। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ওই ফার্মাসিস্টকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই শিশুর ভুল চিকিৎসা করা হয়নি বলে আটক ফার্মাসিস্টের দাবি। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা বলেন, 'শিশুর পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাসুসুবা মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিকাশ রায় ও সাবি রায়ের তিন বছরের ছেলে জিসান রায় গত বুধবার থেকে পেটের সমস্যায় ভুগছিল। বিকাশ জানান, বাসুসুবা বাজারে নিজেকে ফার্মাসিস্ট পরিচয় দেওয়া নুর আলমের কাছে তাঁরা তাঁদের শিশুর চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তি শিশুটিকে বেশ কয়েকটি ওষুধ দিলেও তার শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে বিকাশ ও তাঁর স্ত্রী মিলে তাঁদের শিশুকে ফের ওই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যান। নুর আলম সেখানে ওই শিশুকে একটি ইনজেকশন দেন। তাতে শিশুর শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। বিকাশরা বিকেলে তাঁদের সন্তানকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। শিশুটি সেখানেই মারা যায়।

ওই শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে হাসপাতালের ডেথ সার্টিফিকেটে চিকিৎসক 'শক উইথ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল হেমারেজ ইন কেস অফ ডায়াবিটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস' লিখেছেন। অর্থাৎ ডায়াবিটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের কারণে রোগীর শরীরে তীব্র শক (রক্তচাপ খুব নীচে নেমে যাওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত না পৌঁছানো) হয় এবং তার সঙ্গে পাচনতন্ত্রে রক্তক্ষরণ।

নুর আলম এদিন সকালে তাঁর চেম্বার খুললে উত্তেজিত জনতা সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ওই চেম্বারে ভাঙচুর চালানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহাদেব রায় বলেন, 'নিজেকে সার্জন বলে নুর আমাদের কাছে পরিচয় দেন। কারও হাত-পা কেটে গেলে তিনি চেম্বারেই রোগীকে ওষুধ, স্যালাইন দেন।' বিক্ষোভের খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়।

নুরের দাবি, 'চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি। শিশুটিকে ঠিক ওষুধই দিয়েছিলাম। তা খেয়ে ও কিছুটা সুস্থও হয়ে উঠেছিল।' মাল মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপঙ্কর করের বক্তব্য, 'চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনও ফার্মাসিস্ট নিজে থেকে কাউকে ওষুধ দিতে পারেন না। ওই ফার্মাসিস্ট কীভাবে চেম্বার খুলেছেন তা জানা নেই।'

শিশুমৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ বাসুসুবায়। রবিবার।

চাহিদা রেডিমেড ঠেকুয়ার

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে ড্রাই ফ্রুটস ও কেশর ছড়ানো হোক বা সুগার ফ্রি বাহারি ঠেকুয়ার চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে অনলাইনেও এর চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট।

ছট অবাঙালিদের পুজো হলেও ঠেকুয়ার জনপ্রিয়তা এতটাই যে, তা বাঙালি-অবাঙালি সকলেরই পছন্দের তালিকায় থাকে। বাড়িতে ঠেকুয়া বানিয়েও বিক্রি করছেন অনেকে। ছটের প্রসাদ বিলির জন্য অনেকেই কিনছেন এই ঠেকুয়া।

যাঁরা ছটপুজো করেন তাঁরা সাধারণত 'আপনা হাত জগন্নাথ' বাণীতেই ভরসা করে বাড়িতে ঠেকুয়া বানিয়ে থাকেন। তবে এই বাণীতে অনেককেই 'অবাধ্য' হতে 'বাধ্য' করছে সময়ের অভাব। শুধুমাত্র পুজোতে দেওয়ার জন্য অল্প কিছু ঠেকুয়া বানিয়ে বাকিটা কিনে নেন। অনেকে আবার লোভ সামলাতে না পেরে পুজোর আগেই দোকান থেকে কিনে উদরতুষ্টি করেন। চাহিদা থাকায় রেডিমেড ঠেকুয়া বিক্রিতে ভালো সাড়া পাচ্ছেন বিক্রেতারা।

এসএফ রোডে একটি মিষ্টির দোকানের ম্যানেজার মনোজ মিত্তাল বললেন, 'ঠেকুয়া খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। সেজন্য বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। দোকানে চার-পাঁচ রকমের ঠেকুয়া রয়েছে। এছাড়াও ছটপুজো স্পেশাল কম্বো বক্সও রয়েছে।'

কর্মব্যস্ততার জন্য এখনকার দিনে বেশিরভাগ মানুষেরই ভরসা রেডিমেড জিনিসে। লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু, মুড়কি থেকে যে কোনও পুজোর ভোগের থালা কয়েকটি ক্লিকেই বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়। বাদ নেই ছটপুজোর ঠেকুয়াও। নিয়ম রক্ষায় অল্প ঠেকুয়া বানিয়ে বাকিটা অনলাইনে অর্ডার করেছেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ছোট্টু পাসোয়ান। তাঁর কথায়, 'পুজোর পরে অনেককে প্রসাদ পাঠাতে হয়। এত ঠেকুয়া ঘরে বানানো সম্ভব নয়। তাই তিন কেজি ঠেকুয়া অর্ডার দিয়েছি।'

শুধু ছোট্টু নয়, প্রসাদ দেওয়ার জন্য অর্ডারেই ভরসা করছেন প্রধাননগরের অনুষা প্রধান। তিনি জানালেন, তাঁর বাড়ি দার্জিলিংয়ে। কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকেন। পুজো করলেও ঠেকুয়া বানিয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁর কাছে রেডিমেড ঠেকুয়াই ভরসা।

ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গোল, চ্যাপ্টা আকারের বিভিন্ন স্বাদের ঠেকুয়া তৈরি করছেন সুকান্তপল্লির বাসিন্দা রিনি দাস। তিনি বললেন, 'ছটপুজো উপলক্ষ্যে ঠেকুয়ার অনেকটা অর্ডার আসায় দু'দিন আগে থেকেই তৈরি শুরু করে দিয়েছি। স্বাদ ও স্বাস্থ্যকর - দুটো দিকই যাতে বজায় থাকে সেদিকে নজর দিয়েই এগুলি তৈরি করা হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার-এর একজন বাসিন্দা দেবরতন কয়াল-কে 30.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 63C 60153 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রমাণ করেছে যে অল্প কিছু পরিমাণ টাকা দিয়েও যে কেউ তাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারে। এক কোটি টাকার এই বহু পরিমাণ আর্থিক জয় আমার পরিবারের জন্য আনন্দ এবং স্বস্তির ঢেউ এনেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমি ও আমার পরিবার আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্লাস্টিকমুক্তির ঘোষণাই সার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে মাসছয়েক আগে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল রাজগঞ্জ ব্লক অফিসের তরফে। বলা হয়েছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে প্রতি সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি থেকে সেই প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হবে। সেই প্লাস্টিক পঞ্চায়েত অফিসের পিছনে জমিয়ে রেখে ১৫ দিন অন্তর সেগুলি মান্তাদারি এলাকায় নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার। এই কাজের খরচ বাবদ ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করারও কথা জানিয়েছিলেন প্রধান। এমনকি মাইকে করে এলাকায় প্রচারও চলেছিল।

প্রধান এত কথা বললেও বাস্তব ছবিটা পুরো আলাদা। এলাকা থেকে আজ অব্দি একটা প্লাস্টিকও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

চিকা মোড়ের বাসিন্দা মমতা মণ্ডলের কথায়, 'মাসখানেক আগে এলাকায় একবার প্রচার শুনেছিলাম। তারপর বেশকিছুদিন বাড়িতে প্লাস্টিকগুলো জমিয়েও রেখেছিলাম। কিন্তু কেউ সেগুলি নিতে আসেনি, তাই বাধ্য হয়ে বাইরে ফেলতে হয়েছে।'

ফকদইবাড়ি রোডের বাসিন্দা সবিতা দাস তো জানালেন, এমন প্রচারের কথা তিনি নাকি শোনেননি। বললেন, 'কোনও প্রচার হয়নি। আর কেউ কোনওদিন প্লাস্টিক নিতেও আসেনি।' একই অভিযোগ হাতিয়াডাঙ্গা, জলেশ্বরী, শান্তিনগর, চয়নপাড়া সহ অন্য এলাকাগুলির বাসিন্দাদেরও।

বিষয়টি নিয়ে প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি একটু উলটো কথায় বলেন, 'প্লাস্টিক জমিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ প্লাস্টিকের সঙ্গে আরও বহু আবর্জনা তুলে দিচ্ছিলেন। তাই এখন বাড়ি থেকে নয় বরং এলাকার রাস্তাগুলো থেকেই কর্মীরা টোটোতে করে প্লাস্টিক তুলে নিয়ে আসছেন। পাপিয়াপাড়া, শান্তিনগর সহ আরও বেশ কয়েক জায়গায় রাস্তা থেকে প্লাস্টিক তোলা হচ্ছে। সেগুলো জমিয়ে মান্তাদারিতে পাঠানো হবে। তবে এখন পুজোর মরশুম তাই কাজ বন্ধ রয়েছে। কয়েকদিন পর থেকে ফের কাজ শুরু হবে।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা মজেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'ব্লক অফিসের এই নির্দেশের বিষয়ে আমার জানা ছিল না। তবে এলাকা থেকে প্লাস্টিক তোলার কোনও কাজ কখনও নজরে আসেনি।'

GOODRICKE GROUP LIMITED
"Camellia House", 14, Gurusaday Road, Kolkata 700 019

TENDER NOTICE 2025 FOR SALE OF LOGS FROM SHADE / HIGH VALUE TREES

Sealed tenders are invited from reputed timber merchants for clearing and purchase of logs from shade trees of Group Gardens viz. **Danguajhar, Meenglas, Aibheel, Hope, Jiti, Gandrapara, Lakhipara, Kumargram** and **Sankos** after obtaining requisite Government approvals. The terms and conditions can be downloaded from our website viz., **www.goodricke.com** or collected from the Group Gardens as listed above. Interested Timber merchants are advised to download / collect the Tender Document and to visit the concerned Garden after prior appointment with respective Garden Managers. Physical inspection and assessment of the standing trees in the specified area is to be done prior to submitting the tender. The tender should be addressed to concerned Garden Manager only and should be sent in sealed cover, super scribing the words **"Tender for Clearing and Purchase of Logs from Shade Trees 2025"** to the concerned Garden.

Tenders, in due compliance to the terms and conditions, will be acceptable upto **3.00 p.m.** on **10.11.2025** by registered post, courier or by hand delivery at the respective gardens and will be opened at the **Advisor's Office, Aibheel TE** on **12.11.2025** at **10.00 a.m.** in presence of the registered timber merchants or their authorized representatives.

Dated : **27th October 2025**

বাগডোগরা হাটে উপচে পড়া ভিড়

বাগডোগরা ও চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : ছটপুজোর আগে রবিবার বাগডোগরায় সাপ্তাহিক হাটে ভিড় উপচে পড়ল। সোমবার সন্ধ্যা এবং মঙ্গলবার ভোরে ছটপুজোয় শামিল হবেন ব্রতীরা। সেকারণে পার্শ্ববর্তী শিবমন্দির, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া থেকে বহু ক্রেতা এদিন পুজোর উপকরণ কিনতে হাটে আসেন। কার্যত পা রাখার জায়গা ছিল না। রাত পর্যন্ত হাটে ভিড় লক্ষ করা যায়। এশিয়ান হাইওয়ের উড়ালপুলের নীচে এবং সার্ভিস রোডের উপরও অনেক বিক্রেতা পুজোর উপকরণ সাজিয়ে বসেন। ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এবছর জিনিসপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে দাম বেশি হলেও পুজোর নিয়ম মেনে সব কিনতেই হয়েছে। পুষ্পাদেবী যাদব নামে এক ক্রেতা বললেন, 'একটা ছোট আকারের নারকেল ৭০-৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। একটু বড় নারকেল ১০০ টাকা। এককেটি আখ ৪০-৫০ টাকা, আনারসের দাম শুরু ২০ টাকা থেকে। লাউয়ের দাম দ্বিগুণ। সবজির দামও চড়া।'

নারকেল বিক্রেতা শিবকুমার শা বললেন, 'আমাদের মূলত অসম থেকে নারকেল আমদানি করতে হয়। অসমেই দাম বেশি। এজন্য বেশি দামে বিক্রি করতে হয়।' এদিকে, ছট উপলক্ষ্যে বাগডোগরার হুলিয়া নদীর ঘাট সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কমলপুরঘাট, হরেকৃষ্ণপল্লিঘাট, ক্ষুদিরামপল্লিঘাট, মসজিদপাড়া, ভুজিয়াপানি ঘাটে বহু সংখ্যক ছটব্রতী পুজো দেবেন। আপার বাগডোগরার জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক অম্বুজ রায় বলেছেন, 'পুজো করার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। বাঙালি, নেপালি, মাড়োয়ারি আদিবাসীরা পুজো করছেন। আমরা কমলাপুরে গত বছর ৫১০টি ঘাট তৈরি করেছিলাম এবছর ৫৮০টি তৈরি করেছি।' অন্যদিকে, সোমবার ছটপুজো। তার আগে রবিরার নিরাপত্তার জন্য চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করল প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন। সোনাপুর এলাকার মহানন্দা ও সদর চোপড়া এলাকার ডোক নদীতে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ব্যারিকেড ও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, ডোকে জল বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে।

অজগর উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নরেশ মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি কারখানা থেকে রবিবার প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার হয়। এদিন কারখানা খোলার পর কারখানার মালিক অজগরটিকে দেখতে পান। এরপর বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা ওই কারখানায় গিয়ে কিছুক্ষণের চেষ্টায় অজগরটিকে উদ্ধার করেন। সেটিকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : বিয়ের এক বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম সুফিয়া বেগম (২০)। রবিবার ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার মিঠাপোখর এলাকায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের বাপের বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলত। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশে অভিযোগ হয়নি।

বৈঠক

চোপড়া, ২৬ অক্টোবর : সদর চোপড়ায় দলীয় কার্যালয়ে রবিবার যুব কংগ্রেসের একটি বৈঠকে ৬০ জনকে নিয়ে ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের অঞ্চল সভাপতিদের হাতে শংসাপত্র দেওয়ার পাশাপাশি দায়িত্বভারও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, চোপড়া থানার উদ্যোগে রবিবার একটি রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবির হয়েছে।

এসআইআর শুরু হলে নজরদারি করবেন কারা, উঠছে প্রশ্ন

পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই, ছন্নছাড়া তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) বিজ্ঞপ্তি জারির মুখে। এসআইআরে যাতে একজন ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ না যায় সেটা দেখার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সমস্ত জেলাকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে বিষয়গুলি দেখবে কে? এখানে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি না থাকায় নেতা-নেত্রীরা ছন্নছাড়া হয়ে রয়েছেন। পদ না থাকায় কোর কমিটির বাইরে কোনও নেতা-নেত্রীই সেভাবে দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। এই অবস্থায় দ্রুত জেলা কমিটি তৈরির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে দু'দিন আগে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির প্রস্তাবিত তালিকা কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হবে। তবে দলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'এসব দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। জেলা কমিটি হলে জানতেই পারবেন।'

লোকসভা ভোটে দলের ফলাফল ভালো না হওয়ায় দার্জিলিং জেলা কমিটির সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন জেলা কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসাবে সঞ্জয় টিব্রুয়ালের নাম ঘোষণা করা হলেও জেলা সভাপতির নামের জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। ২ অগাস্ট দার্জিলিং জেলায় ৯ সদস্যের কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তার পরও প্রায় তিন মাস হতে চলেছে। কিন্তু এখানে দলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি হয়নি। ফলে শহর এবং শহরতলিতে অধিকাংশ নেতা-নেত্রীই দলের কাজকর্মে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁরা পুরোপুরি বসে গিয়েছেন। কোর কমিটি তৈরি হওয়ার পর দলের তরফে সেভাবে মিটিং, মিছিল বা অন্য কোনও বড় কর্মসূচি নেওয়া হয়নি।

হালহকিকত

- ২ অগাস্ট দার্জিলিং জেলায় ৯ সদস্যের কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে
- তারপর প্রায় তিন মাস হতে চলেছে, কিন্তু দলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি হয়নি
- ফলে শহর এবং শহরতলিতে অধিকাংশ নেতা-নেত্রীই দলের কাজকর্মে মাথা ঘামাচ্ছেন না
- কোর কমিটি তৈরির পর দলের তরফে সেভাবে মিটিং, মিছিল বা কোনও বড় কর্মসূচি নেওয়া হয়নি

দার্জিলিং জেলা সমতল

আগের জেলা কমিটিতে থাকা তৃণমূলের শহর এবং গ্রামের বেশ কিছু নেতা-নেত্রীর কথায়, 'জেলা কমিটি এখনও তৈরি হয়নি। ব্লক এবং অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিও তৈরি হয়নি। দল যদি কোনও পদ না দেয় তাহলে শুধু শুধু রাস্তায় নেমে কী হবে?' আগে জেলা কমিটি তৈরি হোক। সেখানে নাম থাকলে তার পরেই দলের কাজে নামবেন, এমনটাই জানাচ্ছেন তাঁরা।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এসআইআর হলে একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় সেটা দেখার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনও কমিটি নেই। তাহলে এসব কাজ কীভাবে তদারকি করা হবে?

এবিষয়ে দলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এসআইআর হলে একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায় সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। যেখানেই বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হবে সেখানেই আন্দোলন হবে।' তাঁর সংযোজন, 'কমিটি বড় বিষয় নয়, দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী এবং কর্মী একত্রিত হয়ে কাজ করছেন।'

চেনা ছন্দে দার্জিলিং। নেমেছে পর্যটকের ঢল। ছবি : রাহুল মজুমদার

মর্গে বেওয়ারিশ লাশের স্তূপ

২৯টি দেহ নিয়ে বিপাকে

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৬ অক্টোবর : মালদা মেডিকেলের মর্গে বেওয়ারিশ মৃতদেহের পাহাড় জমে গিয়েছে। সেসব দেহ কবরস্থ করার মতো পর্যাপ্ত টাকা নেই লাওয়ারিশ মুর্দা দাফন-কাফন কমিটির। ফলে ২৯টি দেহ নিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন কমিটির কর্মকর্তারা।

অন্য মাসে যেখানে ২ থেকে ৪টি দেহ কবরস্থ করার চাপ সামলাতে হয়, সেখানে একসঙ্গে ২৯টি দেহ নিয়ে সমস্যায় পড়েছে কমিটি। কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, একটি দেহ কবরস্থ করতে সরকারি অনুদান মেলে মাত্র ৭৫ টাকা। আর খরচ ৫ হাজারেরও বেশি। ২৯টি দেহ কবরস্থ করতে খরচ হবে দেড় লক্ষ টাকা।

কিন্তু এত টাকার জোগান আসবে কোথা থেকে? তা নিয়েই উদ্বেগে রয়েছে কমিটি। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থও হতে চলেছেন কমিটির সদস্যরা।

মালদা শহরের বিবিগ্রাম জামে বড় মসজিদে রয়েছে বেওয়ারিশ মুসলিম মৃতদেহ কবরস্থ করার সংগঠন লাওয়ারিশ মুর্দা দাফন-কাফন কমিটি। মূলত রাস্তাঘাটে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেকেই মারা যান। তাঁদের অনেকেরই নাম-পরিচয় জানা যায় না।

এইসব দেহ মালদা মেডিকেলের মর্গে মাসের পর মাস পড়ে থাকে। ধর্মীয় আচার মেনে সেইসব দেহ কবরস্থ করতে এই কমিটি গঠন হয় ১১০ বছর আগে। মসজিদে আসা মানুষের দানের অর্থে এই কাজ সম্পন্ন হয়।

সংস্থার সম্পাদক হক জাফর ইমাম বলেন, 'মাসে দু'-চারটে বেওয়ারিশ মুসলিম মৃতদেহ কবরস্থ আমরা প্রায়শই করে থাকি। সরকার আমাদের মুসলিমদের দেহ সৎকারের জন্য ৭৫ টাকা করে দেয়। আমরা জানি এই টাকা আমাদের কোনও কাজে আসে না। চলতি মাসে মর্গে বেওয়ারিশ মৃতদেহ অনেক জমেছে। কবর দিতে হবে ২৯টি দেহ। এই দেহগুলি ধীরে ধীরে কবরস্থ করার কাজ করতে হবে। যার খরচ দাঁড়াবে অন্তত দেড় লক্ষ টাকা। এই মুহূর্তে এত টাকা সংস্থার হাতে নেই। কবরস্থ করার খরচের অর্ধেকও যদি সরকারিভাবে আমাদের দেওয়া হয়, তাহলে বাকি টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে তুলতে পারব।'

সংস্থার কার্যনির্বাহী সদস্য মির আরসাদ বলেন, 'কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ২৯টি বেওয়ারিশ দেহ। আগামী এক মাসের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে দেহগুলি কবরস্থ করার জন্য আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। একসঙ্গে এত দেহ কবরস্থ করার মতো টাকা আমাদের হাতে নেই। এনিয়ে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছি আমরা। বর্তমান যুগে ৭৫ টাকায় কী হয় বলুন? সরকারি অনুদান বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানোর পাশাপাশি ২৯টি দেহের জন্য অন্তত অর্ধেক টাকা করে আমরা দাবি করব।'

কোথায় সমস্যা

- অন্য মাসে যেখানে ২ থেকে ৪টি দেহ কবরস্থ করার চাপ সামলাতে হয়, সেখানে একসঙ্গে ২৯টি দেহ নিয়ে সমস্যায় পড়েছে কমিটি
- একটি দেহ কবরস্থ করতে সরকারি অনুদান মেলে মাত্র ৭৫ টাকা। কিন্তু খরচ ৫ হাজারেরও বেশি
- ২৯টি দেহ কবরস্থ করার টাকা কমিটির কাছে নেই

বেওয়ারিশ মৃতদেহ নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'সরকারি অনুদানের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আমি এনিয়ে জেলা প্রশাসন ও ওপরমহলে কথা বলব। বেওয়ারিশ মৃতদেহ যাঁরা সৎকার করেন, তাঁরা আমার কাছে সাহায্য চাইলে পাশে থাকব।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দলবেঁধে খেলা।। আলিপুরদুয়ারের দমনপুরে ছবিটি তুলেছেন অভিষেক ঠাকুর।

দেহ বদলের দায় ঠেলাঠেলি হাসপাতালে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ অক্টোবর : ফালাকাটার পরিবার নিয়ে গিয়েছে কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দার মৃতদেহ। আর কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দার পরিজনেরা নিয়ে গিয়েছেন ফালাকাটার বাসিন্দার দেহ। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গ থেকে দেহের এই অদলবদল নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। শনিবার রাতভর শোরগোল চলেছে আলিপুরদুয়ারে। পুলিশকর্তাদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটতে হয়েছে। রবিবারও সেই নিয়ে চর্চা চলছে। প্রশ্ন হল, দেহ অদলবদল হল কীভাবে? তার উত্তর কিন্তু মিলছে না।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ আধিকারিক এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ময়নাতদন্তের পর মর্গ থেকে দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার নিয়মেই নাকি গোড়ায় গলদ! দেহ ফেরানোর সময় কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নাকি মানা হয় না। আবার শনিবারের সেই কাণ্ড নিয়ে দায় ঠেলাঠেলিও চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বলছে মৃতদের পরিবারের লোকজনের ভুল বোঝাবুঝির জন্য এমনটা হয়েছে। আর মৃতদের পরিজনেরা প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস সহ যখন কোনও দেহের ময়নাতদন্ত করতে হয়, তা নিয়ে আসা হয় জেলা হাসপাতালের মর্গে। আলিপুরদুয়ার জেলায় আর কোথাও ময়নাতদন্ত হয় না। পুলিশ হাসপাতালে দেহ নিয়ে আসে। দেহ হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে চালান নেয়। সেই মৃতদেহের তথ্য হাসপাতালের মর্গ বিভাগে রাখা হয়। এরপর ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের লোকেদের ডাকা হয় শনাক্তকরণের জন্য। পুলিশকে তখন আবার আরেকটি চালান দেওয়া হয়।

শনাক্তকরণের পর দেহ নেওয়ার অনুমতিপত্রে সই করে দেহ নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের মর্গে যে মৃতদেহগুলো আসে সেগুলোর কাগজে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে। তবে দেহগুলোতে কোনও ক্রমিক সংখ্যা বা চিহ্নিত করার জন্য কোনও ব্যবস্থা থাকে না। সমস্যা যেন না হয় সেজন্যই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শনাক্তকরণ করা হয়। শনিবার সেই শনাক্তকরণেই সমস্যা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, যে স্ট্রেচারে দেহগুলো নেওয়া হয় সেটায় ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয় না কেন? তাহলেই তো অনেক সমস্যা মিটতে পারে। ময়নাতদন্তের পর পরিজনের কাটাছেঁড়া লাশ দেখা পরিজনদের পক্ষে কঠিন কাজ তো বটেই। প্লাস্টিক দিয়ে দেহ বেঁধে দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধার পর পরিবারের সদস্যরা অনেকেই দেহ আর দেখেন না। দেহ চিহ্নিত করার পর সেটা মর্গের কর্মীরা প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে দেন। শনিবার সেই সময় কোনও ভুল হয়েছে কি না, সেটাই বা কে বলবে? জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল অবশ্য দায় ঝেড়ে বলছেন, 'ময়নাতদন্ত হওয়ার পর মৃতদেহ শনাক্ত করে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে যান। তাঁরা যদি চিনতে ভুল করেন, তাহলে তো আমাদের কিছু করার থাকে না।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গ।

আর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একজন পুলিশ কর্মীর হেপাজতে দেহ হাসপাতালে যায়। দেহ ফেরতের সময় সেই পুলিশকর্মীদের কোনও ভূমিকা দেখা যায় না কেন? ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যর কথায়, 'পুলিশের কাজ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। সেটা করা হয়েছে। দেহ ফেরত নেওয়ার সময় পরিবারের লোকেদের সতর্ক থাকতে হয়। তাতে কোনওভাবে গাফিলতি হয়েছে।' একইরকম কথা শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকেরও।

রেগুলেটেড মার্কেট খোলা নিয়ে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : রবিবার জোর করে আড়ত খোলানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হল রেগুলেটেড মার্কেটে। প্রতি রবিবারই রেগুলেটেড মার্কেট বন্ধ থাকে। প্রত্যেক শনিবার রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ট্রাকগুলো মার্কেটের বাইরেই দাঁড় করানো হয়। পরদিন মার্কেটের বাইরেই মাল বিক্রি করে থাকেন আড়তদাররা। যদিও এই শনিবার গভীর রাতে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জোর করে মার্কেটের ভেতর মাল ঢুকিয়ে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার আড়ত খুলতে হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল এজেন্ট কমিশন অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের অভিযোগ, 'রবিবার আড়ত খুলতে গেলে তিনদিন আগে থেকে একটি আবেদনের নিয়ম রয়েছে। সেই হিসেবে রবিবার আড়ত খোলার প্রক্রিয়াকরণের কাজ হয়ে থাকে। যদিও কোনওরকম আবেদন-প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই এই রবিবার আড়ত খুলতে বাধ্য করা হল।'

গোটা ঘটনায় মার্কেটের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নাম জুড়তে শুরু করেছে। অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, শনিবারই সংগঠনের নেতারা প্রতি আড়তে গিয়ে রবিবার আড়ত খোলা রাখার কথা বলে আসেন। বিষয়টা অ্যাসোসিয়েশনের কানে আসার পর রবিবার আড়ত না খোলার ব্যাপারে মার্কেটের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি শিব কুমারের। তারপরও শনিবার রাতে জোর করে মাল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

গোটা ঘটনায় অভিযোগ মানতে নারাজ শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শ্যাম যাদব। তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকজন আড়তদারই আমাদের বলেছিলেন, তাঁরা রবিবার আড়ত খুলতে চান। আমরা বলেছিলাম, আমাদের শ্রমিকরা এদিন কাজ করবেন। তাছাড়া ইসলামপুর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা মাল নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরাই বা কোথায় বসবেন?' অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের কথায়, 'ট্রাক ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণে আমাদের আড়ত খোলা রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এই রবিবার যখন মার্কেট খোলা রাখা হল, আশা রাখছি পরবর্তীতে রবিবারগুলোতেও মার্কেটের আড়ত খুলে রাখলে শ্রমিকদের কোনও সমস্যা হবে না।'

ডাকাতি রুখল পুলিশ

ইসলামপুর, ২৬ অক্টোবর : ইসলামপুর থানার পুলিশের সতর্কতায় বানচাল হল ডাকাতির পরিকল্পনা। গত শনিবার রাতে ইসলামপুর শহরের সোনাখোদা তিস্তা ক্যানালের ডাকাতির উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল ৯ জন দুষ্কৃতী। সেখানেই অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। রবিবার তাদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায় কলোনি মোড় এলাকা থেকে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজীব রাভা, রোহিত কিসকু, সুমিত রায় ও অজয় বিশ্বাস। শনিবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিএসএফের অনুমতিতে ছটঘাট হচ্ছে মহানন্দায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ অক্টোবর : অবশেষে খুশির খবর ফাঁসিদেওয়ার ছটব্রতীদের জন্য। রবিবার ছটঘাট তৈরির কাজ শুরু হল মহানন্দা নদীর ঘাটে। বিএসএফের অনুমতি না মেলায় ওই ঘাটে ছটপুজো করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরে বিএসএফের সবুজ সংকেত পেয়েই মহানন্দা ঘাটে ছটঘাট তৈরি করার জন্য ফাঁসিদেওয়া থানায় আবেদন করেছিলেন এলাকার শতাধিক ছটব্রতী।

এদিন ছটঘাট তৈরির কাজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ। অস্থায়ী গেট খুলে কাঁটাতার সরিয়ে ও নদীর ঘাট পরিষ্কার করে মণ্ডপ করা হচ্ছে। যদিও মহানন্দায় পুজোর জন্য যথেষ্ট জল না থাকায়, মহানন্দা ব্যারেজের জল ছাড়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন ছটব্রতীরা।

স্থানীয় ছটব্রতী রাজেশ ডোম বলেন, 'এদিন থেকেই কাজ শুরু হল। বিএসএফের তরফেও বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের জন্য অস্থায়ী কাঁটাতারের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে।' আরেক ছটব্রতী মণীশ প্রসাদের কথায়, 'বিএসএফ পুজো করার অনুমতি দিয়েছে। আশা করি প্রশাসনের তরফে আমরা সবরকম সহযোগিতা পাব।'

সুতরাং, সোমবার বিকেলে মহানন্দার দুই পাড়ে দুই দেশের ছটব্রতীদের ভিড় দেখা যেতে চলেছে। নদীর অন্য পাড়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার কাশেমগঞ্জের ছটব্রতীরা পুজো করবেন। সোমবার দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশের ছটঘাটে আসার কথা রয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও মোতায়েন থাকবেন।এদিন ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো হাটখোলা, ঘোষপুকুরের চেঙ্গা, মানঝা, বিধাননগর সহ সব ঘাটেই পুলিশ পরিদর্শন করে গিয়েছিল। পুজো কমিটির সদস্যদের সবরকম নিরাপত্তা বিধি মানার নির্দেশ দেওয়া হয়।

দুর্যোগে কার্যত ধ্বংস ক্ষুদ্র চা চাষ, দিশেহারা কৃষকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে হঠাৎ নেমে আসা দুর্যোগের পর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এখনও ছন্দে ফেরেনি বিভিন্ন জেলার নানা বিপর্যস্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা। মানুষের আশ্রয় চলে যাওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজও মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। যেমন জলঢাকার বিধ্বংসী প্লাবনের পর জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের একাংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই, আমগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষ এককথায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আশ্রয়, সহায়সম্বল হারিয়ে কৃষকরা এখন বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবেন। তার সঙ্গে নদীর জলে ভেসে আসা ঝোপঝাড় বিঘার পর বিঘা জমির চা গাছের ওপর আটকে গিয়েছে। ফলে এলাকায় অজস্র বিষধর সাপের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। সবমিলিয়ে এখনও এলাকাবাসীর অবস্থা সঙ্গিন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির হিসাব বলছে, ময়নাগুড়ির নয় হাজার কৃষকের মধ্যে দুই হাজার জনের পরিস্থিতি সংকটজনক। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এটি একেবারে নজিরবিহীন বিপর্যয়। গোটা বিষয়টি বোর্ডকে জানানো হয়েছে। এছাড়া আমরা রাজ্য সরকারের দিকেও তাকিয়ে রয়েছি। রাজ্যের সহযোগিতা না পেলে এতগুলি মানুষের রুটিরুজি এবং সংসার দুই-ই ভেসে যাবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ পাঠানো হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এই মুহূর্তে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া জরুরি।' গত ৫ অক্টোবর জলঢাকা যখন ভয়াবহ রূপ নিয়ে দু'পাড়ের বিস্তীর্ণ জনপদে আছড়ে পড়তে শুরু করে তখনই একের পর এক ক্ষুদ্র চা কৃষকদের বাগানে জল ঢুকছিল। জল কমার পরে দেখা যায় বিঘার পর বিঘা জমিতে ডলোমাইট মেশা পলির পুরু আস্তরণ পড়ে রয়েছে। এতে চা গাছের বৃদ্ধি তো দূরের কথা নতুন পাতাও আর বেরোবে না। অন্যদিকে, কিছুদিন পরেই বাগানে শীতকালীন পরিচর্যা তথা গাছ ছাঁটাইয়ের (প্রুনিং) কাজ শুরু করার কথা থাকলেও সব পরিকল্পনাই আপাতত বিশবাঁও জলে।

বিধ্বংসী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র চা বাগান। ময়নাগুড়ির রামশাইয়ে। -সংবাদচিত্র

রামশাই, আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার মিলিয়ে ৫০০ হেক্টর চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চর চূড়াভাণ্ডার এলাকার অধন্য মণ্ডল নামে এক কৃষক বলেন, 'আমার অন্তত ৯ বিঘা জমির চাষ নষ্ট হয়েছে। কীভাবে সংসার চলবে জানি না।' অন্যদিকে চূড়াভাণ্ডারের রাধেশ্যাম মণ্ডল, চারেরবাড়ির ধনঞ্জয় রায়দের মতো কৃষকরাও সরকারি সহযোগিতা না পেলে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব বলে মনে করছেন। রামশাইয়ের চতুর লোহরার কথায়, 'আমরা কাঁচা পাতা বিক্রি করে সংসার চালাই। অন্তত এক বছর আর পাতা পাব না।' অন্যদিকে কালামাটি ফাল্গুনী স্মল টি গ্রোয়ার্স সেল্ফ হেল্প গ্রুপের এক কর্তা তপন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা মৃতপ্রায় গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।' অন্যদিকে, পূর্ব ডোববাড়িতে জলঢাকার ভাঙা বাঁধ মেরামত জরুরি বলে রামশাইয়ের আরেক কৃষক শান্তস্বরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

উৎসব বয়কট

বীরভূমের দুবরাজ পুরসভার ১১ জন কাউন্সিলার ও তাঁর প্রতিনিধিরা পুরসভা আয়োজিত ৫০ বছর পূর্তি উৎসব বয়কটে সিলমোহর দিলেন। পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ।

সিভিকের মৃত্যু

কালীপুজোর মেলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারের ত্রুটি মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। কর্তব্যরত অবস্থায় কেন মেরামতে গিয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভাঙড়ে বোমা

ভাঙড়ে ফের তৃণমূল ও আইএসএফের বচসা। আইএসএফের স্থানীয় বুথ সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ। তৃণমূল আইএসএফকে দুষেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আইসি'র নাচ

থানায় বক্স বাজিয়ে 'চিকনি চামেলি' গানে নাচ বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারের। ইতিমধ্যেই শোকজ করা হয়েছে তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

এসআইআর প্রস্তুতি দুই ফুলের

বিএলএ-দের গুচ্ছ নির্দেশিকা তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : সোমবার ভোটার তালিকায় এসআইআর ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। কমিশন এদিন বিকালে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছে। তার আগেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর এই রাজ্যে ১ কোটিরও বেশি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে বিজেপি। তাই ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া রুখতে বুথ লেভেল এজেন্টদের আরও সক্রিয় করতে চায় তৃণমূল। রাজ্যে প্রায় ৮৪ হাজার বুথে এজেন্ট নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মূলত জেলা সভাপতিদের নেতৃত্বে ব্লক সভাপতিরা ওই বুথ লেভেল এজেন্টদের মনিটরিং করছেন। এরই মধ্যে বুথ লেভেল এজেন্টদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ওই বুথ লেভেল এজেন্টদের করণীয় বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার কপি ধরে ধরে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় এই এসআইআর-এর নাম করে বিজেপি ভোটার তালিকায় ব্যাপক গোলমাল করেছিল। তার ভিত্তিতেই তারা বিধানসভা নির্বাচনে ওই দুই রাজ্যে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু এরাজ্যে ভোটার তালিকায় এই কারচুপি আমরা করতে দেব না। তাই বুথ লেভেল এজেন্টদের যাবতীয় নির্দেশ আমরা দিয়েছি। কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনকে তার দায় নিতে হবে।' যদিও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নয়। তবে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ পড়ে যাবে এই আশঙ্কা করছে তৃণমূল। কারণ এঁদের ভোটেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম কোনওভাবেই ভোটার তালিকায় রাখা হবে না।'

তৃণমূলের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা ভোটারদের বাবা, মা অথবা অন্য আত্মীয়দের নাম খুঁজে বের করে রাখতে হবে। এসআইআরের ফর্ম পূরণের সময় সেই উল্লেখ করে আধার কার্ড ও অন্য একটি পরিচয়পত্র জমা করে দেওয়া হবে। এছাড়াও ১৯৮৭ সালের পর জন্মানো ভোটারদের বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখতে হবে। তবে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ জনেরই বার্থ সার্টিফিকেট নেই। তাই তাঁদের জন্য বিকল্প হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও আধার কার্ড সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। বুথ লেভেল অফিসাররা যখন সমীক্ষা চালাবেন, তখন তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টদের পুরো প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি আরও কঠোরভাবে করতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করবে বিজেপি। তাই ওই এলাকার দিকে আরও বিশেষ নজর রাখতে চাইছে তৃণমূল। পরিযায়ী শ্রমিকদের অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থা করেছে কমিশন। তাই কোনও পরিযায়ীর নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডকে তদারকি করতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকা

- ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা ভোটারদের বাবা, মা অথবা অন্য আত্মীয়দের নাম খুঁজে বের করে রাখতে হবে
- ১৯৮৭ সালের পর জন্মানো ভোটারদের বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখতে হবে
- গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ জনেরই বার্থ সার্টিফিকেট নেই। তাই তাঁদের জন্য বিকল্প হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও আধার কার্ড সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে

ম্যাপিংয়ে উচ্ছ্বসিত পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরের ম্যাপিংয়ে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার নাম মিলছে না। দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এতেই উদ্দীপ্ত তিনি। এদিন দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে এক সভায় শুভেন্দু বলেন, 'জোট বাঁধুন, তৈরি হন, এই সিট জিততেই হবে।'

বিজেপি কর্মীদের সভায় বিরোধী দলনেতা বলেন, সূত্র মারফত এখন পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি, তাতে ভবানীপুরে ৪২ শতাংশের মতো ভোটারের নাম ম্যাপিংয়ে এসেছে। এছাড়াও এদিন সভা থেকে বিএলও-দের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, কমিশন আপনাদের সঙ্গে আছে। ভয় পাবেন না।

এসআইআর শুরুর আগে এরাজ্যে ম্যাপিং করছে কমিশন। যাঁদের নাম ২০০২-এর তালিকায় নেই অথচ বর্তমান ভোটার তালিকায় রয়েছেন, তাঁরাই মূলত এসআইআর-এর আওতায় থাকবেন। এসআইআর শুরু হলে এই চিহ্নিত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলও-রা তথ্য যাচাই করতে। সম্প্রতি বিহার এসআইআর-এর খসড়ায় (ম্যাপিংয়ে) ৬১ শতাংশ মিল পেয়েছিল কমিশন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছিল প্রায় ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম। এরাজ্যে এসআইআর হলে ১ কোটিরও বেশি নাম বাদ যাবে বলে ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন শুভেন্দু। সেই নিরিখে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র ভবানীপুরে ম্যাপিংয়ের এই ফল দেখে উদ্দীপ্ত বিজেপি।

অতীতে ভবানীপুর কেন্দ্রে ভালো ফল করলেও কেন্দ্রটি জেতার দাবি করার স্পর্ধা দেখায়নি বিজেপি। কিন্তু এবার ভবানীপুর জেতাই লক্ষ্য শুভেন্দুর। সেই আবহে ভবানীপুরের ভোটার তালিকার এই 'তথ্য' বিজেপির কাছে বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'ভবানীপুরের ২৬৭টি বুথে মোট ভোটার বর্তমানে ২ লক্ষ ৫ হাজার ৮২৩ জন। আমার কাছে খবর, কমিশন যে ম্যাপিং করেছে, সেখানে ২৬৬টি বুথের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হওয়ার পর দুই ভোটার তালিকায় ৮৫ হাজার ৩৯৯ জনের নামের মিল পাওয়া গিয়েছে। শতকরা হিসেবে যা প্রায় ৪২ শতাংশ।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'নাম যা বাদ যাওয়ার তো যাবেই, এখানে বাঙালি, গুজরাটি, মারওয়াড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ যাঁরা ২০০২-এর তালিকায় ছিলেন না তাঁদের নাম এবার ভোটার তালিকায় তুলব।' ভবানীপুর বিধানসভায় শিখ, জৈন, মারওয়াড়ি, গুজরাটি ও বড় সংখ্যায় হিন্দিভাষী মানুষ রয়েছেন। এই অংশের ভোটই ভবানীপুরে বিজেপির সহায়।

আলো আঁধারি... রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার বৃষ্টিতে। ছবি : পিটিআই।

হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে মরিয়া চেষ্টা বিজেপি'র

সিএএ শিবিরে আহ্বান শুভেন্দু-সুকান্তর

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : এসআইআর-কে হাতিয়ার করে ভোটার তালিকায় হিন্দু ভোটার বাড়াতে তৎপর বিজেপি। উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, বিজেপি নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য ভোটার তালিকায় এসআইআর-এর ফলে বাদ পড়তে পারে এমন সম্ভাব্য হিন্দুদের সিএএ শিবিরে এনে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করানো। বিজেপির দাবি, সিএএ আবেদনকারী হিসেবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেবে না কমিশন। যদিও বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মতে, এটা হল ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দু উদ্বাস্তু ভোট দলের ঝুলিতে ভরতে আর একটা নতুন ধোঁকা।

কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনায় তৃণমূলকে অভিযুক্ত করে রবিবার কাকদ্বীপ বাসন্তী ময়দানে প্রতিবাদ সভা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মূর্তি ভাঙার জন্য স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার ও বিধায়ক ও মন্টুরাম পাখিরাকে কাঠগড়ায় তোলেন সুকান্ত। সম্প্রতি এসআইআর বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছিলেন বাপি। এদিন ওই সভা থেকে বাপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'এখন কী করবেন? এসআইআর তো শুরু হচ্ছে। বলেছিলেন, এসআইআর হলে কমিশনের হাত কাটবেন? কাকদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়েই চ্যালেঞ্জ করছি এসআইআর আটকে দেখান।' সুকান্তর দাবি, কাকদ্বীপের ম্যাপিংয়ে ৫৮ শতাংশ মিল পেয়েছে কমিশন। অর্থাৎ বর্তমান তালিকায় থাকা ৪০ শতাংশ ভোটারকে তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে। এদিন সুকান্ত বলেন, '২০০২-এ ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে অবশ্যই তাঁরা আমাদের সিএএ শিবিরে আসুন। যাঁরা শরণার্থী তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিএএ করেছেন। আবেদন করলেই আপনার নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাবে।' তবে একই সঙ্গে সুকান্ত মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা একশো শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম বাদ যাবে ভোটার তালিকা থেকে। এদিন দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের সভাতেও সিএএ শিবিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'দু-ধরনের লোক এসেছে। এক ধরনের মানুষ হল শরণার্থী। তাঁদের নাম থাকবে। সিএএ-তে আবেদন করুন। কিন্তু নাম থাকবে না বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের।'

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে মমতার কৌশলে এনআরসি, সিএএ নিয়ে বেকায়দায় পড়েছিল বিজেপি। এবার তাই কৌশলে কমিশনের মাধ্যমে সিএএ-র নামে এনআরসি করতে চলেছে বিজেপি বলে প্রচারে নেমেছে তৃণমূল। এদিন শুভেন্দুর কথায় ফিরেছে সেই আশঙ্কা।

৩৫০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তহসিন আহমেদ।

ধৃত নেতা-পুত্রের পুলিশি হেপাজত

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ২৬ অক্টোবর : আসানসোলে ৩৫০ কোটি টাকার প্রতারণা কান্ডে ৫০০ গ্রাম গয়না সহ গ্রেফতার হওয়া তৃনমুল কংগ্রেসের নেতার ছেলে তহসিন আহমেদকে রবিবার সকালে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পুলিশ তাকে ১৪ দিনের হেপাজতে নেওয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করে। সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পরে ধৃত তহসিনের আইনজীবী সৈয়দ ফারুক রেহান বলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরে ৫৪ লক্ষ টাকার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে রেকর্ড বলছে তহসিন ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়েছেন। এ ছাড়াও, পরে নগদে আরও ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।' তিনি গ্রেপ্তারের সময় তহসিনের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া গয়না নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

তার দাবি, পুলিশ কি তহসিনকে প্রমাণ করতে বলেছিল যে গয়নাগুলি কার মালিকানাধীন। তিনি আরও দাবি করেন যে তাহসিনের কাছ থেকে উদ্ধার করা গয়নাগুলি তার পরিবারের মহিলা সদস্যদের। যা তিনি সাধারণ মানুষের টাকা পরিশোধ করার জন্য বিক্রি করার চেষ্টা করছিলেন। সৈয়দ ফারুক রেহান পুলিশের দেওয়া বিবৃতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, এদিন বিচারক তহসিনের জামিন নাকচ করে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে মারধর শুল্ক আধিকারিককে

অটো চালকের সঙ্গে বচসার জের

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : সোনারপুরে কেন্দ্রীয় শুল্ক আধিকারিকের ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল এক অটোচালকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি।

শুক্রবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় অটোচালকের সঙ্গে বচসা বাধে শুল্ক আধিকারিক প্রদীপ কুমারের। এই বচসায় শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে গড়ায়। স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় তখনকার মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও থেমে থাকেনি। অভিযোগ, প্রতিশোধ নিতে ৪০-৫০ জনকে নিয়ে সোনারপুর মেগাসিটি এলাকায় প্রদীপের বাড়িতে পৌঁছে যায় অভিযুক্ত অটোচালক। প্রদীপকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের ওপরও আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। রবিবার তার সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশের ভূমিকার প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ কারোর জন্য আর সুরক্ষিত নয়। পুলিশ লঘু ধারায় মামলা করেছে।'

প্রদীপ জানান, তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে বেশ কয়েকজন ঢুকে পড়েছিল। মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও প্রথমে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। পুলিশ দাবি করেছে, ঘটনায় জড়িত সকলকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই আবাসনের নিরাপত্তাও বাড়ানো

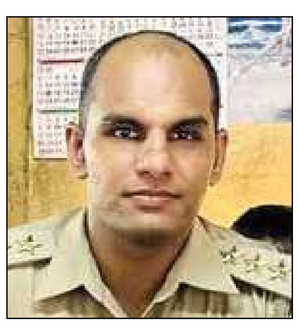

আক্রান্ত আধিকারিক প্রদীপ কুমার।

হয়েছে। এই ঘটনায় শনিবারই মূল অভিযুক্ত আজিজুল গাজি সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই দিনই আজিজুল জামিন পেয়ে যান।

এদিন আরও তিনজনকে তথ্য প্রমাণের অভাবে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। সোনারপুর রাজপুরের ঘটনায় দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সোনালি রায়। তিনি বলেন, 'দুষ্কৃতীরা কোনও না কোনও তৃণমূল নেতার ছত্রছায়ায় রয়েছেন। কেউ কেউ পদ পেয়ে নিজেকে দলের উর্ধ্বে ভাবছেন। এখানে মাৎস্যন্যায় চলছে। লোকে ভয়ে আছে।'

খড়দায় শব্দবাজির প্রতিবাদ করায় পুলিশের অফিসারের স্ত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। বহিরাগত কয়েকজন তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়িতে অসুস্থ ব্যক্তি থাকায় আবাসনের নীচে নেমে প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়। ওই সময় পুলিশ আধিকারিক কলকাতায় কর্তব্যরত ছিলেন। ওই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিযোগ উঠলেও ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে বিপরীত চিত্রই ফুটে উঠেছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক মহিলাকে চড় মারছেন পুলিশ আধিকারিকের মেয়ে। তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকের স্ত্রী। স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক সনৎ দাসের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ আধিকারিকের পরিবার। পালটা সনৎ দাসের দাবি, কোনও মারধর বা চাঁদার জন্য জুলুম করা হয়নি।

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ভাবনা

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে দল। তবে বিধানসভা ভোটের আগে তাঁকে বহিষ্কার করে 'শহিদ'-এর মর্যাদা দিতে রাজি নন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। বরং তাঁকে ধীরে ধীরে সেন্সর করা ও তাঁর এলাকায় বিকল্প নেতা তুলে ধরাই তৃণমূলের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই হুমায়ুনকে নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই তাঁকে নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বৈঠকে বসবে। তাঁকে নিয়মমাফিক শোকজের নোটিশ পাঠানোর পর তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা করা হবে। তাঁর লিখিত বক্তব্য পাওয়ার পর দলনেত্রীর নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করবে দল।

শোভনদেব বলেন, 'হুমায়ুন কবীর কী বলছেন, তা আমাদের সকলেরই নজরে রয়েছে। এই নিয়ে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা হয়েছে। দল সঠিক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, জানিয়ে দেবে। তবে তাঁর বক্তব্যকে আমরা খুব গুরুত্ব দিচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে দলের এই পদক্ষেপকেও যে তিনি গুরুত্ব দিতে রাজি নন, তা জানিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'এর আগে আমাকে দু-বার শোকজ করা হয়েছিল। আমি দু-বারই উত্তর দিয়েছি। কিন্তু দলের পক্ষ থেকে ওই শোকজের জবাবের পর আর কিছু জানানো হয়নি। তাই আমি এই নিয়ে আর ভাবছি না। আগে দল কী করে দেখি। তারপর আমি পদক্ষেপের কথা জানাব। আমি ৪০ বছর রাজনীতি করছি। তাই আমাকে এসব ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।'

ভালোমানুষ ভেবেছিলাম, বয়ান কিশোরীর

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : অভিযুক্তকে ভালো মানুষ ভেবে তাঁর সঙ্গে শৌচালয়ের দিকে গিয়েছিল নাবালিকা, এসএসকেএম কাণ্ডে শৌচালয় থেকে বেরোনোর পর এই দাবি করতে থাকে ১৪ বছরের ওই কিশোরী। চিকিৎসকের পোশাক পরে সাহায্যের নামে তাকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাকে কোথায়, কেন, কী উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা বুঝতে পারেনি। ওই কিশোরীর চিৎকার শুনে লোক জড়ো হওয়ার পর অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। শৌচালয় থেকে বেরিয়ে আসার পর তার পরিবারের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন সে অচেনা তরুণের সঙ্গে শৌচালয়ের দিকে গিয়েছিল। সে উত্তরে বলেছিল, 'আমি ওকে ভালো মানুষ ভেবেছিলাম।'

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা ও ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্ত কীভাবে ডাক্তারি পোশাক পেল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, পুলিশ হাসপাতাল ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কাজ করার সুবাদে এই পোশাক তাঁর কাছে ছিল। যদিও এই ধরনের পোশাক পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না বলেই জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্তাদের একাংশ। বিভিন্ন হাসপাতালের বাইরের দোকানে বা খোলা বাজারেও এই পোশাক বিক্রি হয়। অভিযুক্ত এসএসকেএমের দালাল চক্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। নাবালিকাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার নামে তাকে ট্রমা কেয়ারের স্টাফ টয়লেটে নিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে নাবালিকার মা ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন, ওই সময় মেয়েকে ফোন করার জন্যই সে বেঁচে গিয়েছে, নয়তো অভিযুক্ত খুনও করতে পারত।

পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে এক চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক বিজেপি কর্মীর ছেলেকে। বিষয়টির নিন্দা জানিয়ে তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'এই অপরাধ মানুষের মনকে স্বাভাবিকভাবে নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ন্যায় বিচারের বদলে মামলা ধামাচাপা দিতে স্থানীয় প্রধান নাকি শিশুটির পরিবারকে টাকা দিতে চেয়েছেন।'

জগদ্ধাত্রীকে বরণের প্রথা শুধু পুরুষদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

ভদ্রেশ্বর, ২৬ অক্টোবর : সাধারণত জগদ্ধাত্রী, দুর্গা বা যে কোনও পুজোয় মা-কে বরণ করেন বিবাহিত মহিলারা। কিন্তু ভদ্রেশ্বরে তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রীপুজোয় প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো প্রথা অনুযায়ী মা-কে বরণ করেন পুরুষরা। শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমাকে বরণ করে নেন এলাকার পুরুষরা। প্রায় তিনশো বছরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এই ব্যতিক্রমী প্রথা দেখতে দশমীর দুপুর থেকে ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলায় ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ। এমনিতেই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয় তেঁতুলতলার পুজো 'ছোট মা' বলে পরিচিত। নবমীতে এখানে হাজার হাজার মানুষ অঞ্জলি দিতে অষ্টমী থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেন। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তা মনে করছেন পুজো কমিটির কর্তারা।

কিন্তু এই ব্যতিক্রমী নিয়ম কেন? স্থানীয় লোকজন বলেন, 'প্রায় ৩০০ বছর আগে দুই বিধবা বৃদ্ধা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বিধবারা মায়ের বরণ করতে পারেন না। একমাত্র সধবারাই এই বরণ করার অধিকারী। কিন্তু ওই দুই বিধবা বৃদ্ধা পাড়ার কয়েকজন বিবাহিত তরুণকে বরণ করার অনুরোধ করেছিলেন। সেই মতো তাঁরা তখন সধবা মহিলাদের মতো সেজে মা-কে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেই প্রথার আর বদল ঘটেনি।' পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা বলেছেন, শুধু এই এলাকার নয়, ভিনরাজ্যের বহু মানুষ এখানে মানত করে পুজো দিতে আসেন। তাই অষ্টমী থেকেই জিটি রোডে যান চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। নবমীর সকাল থেকে পুজো শুরু হয়ে শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কয়েকশো বলিদান হয়। এই কারণেই এই ব্যতিক্রমী পুজোয় মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি।

পঞ্চমীতেই মা-কে আসল বেনারসী কাপড় পরানো হয়েছে। প্রতিমার আকার বড় হওয়ার কারণে তিনটি বেনারসীর প্রয়োজন হয়। কয়েকশো ভরি সোনার গয়না ষষ্ঠীর সকালে পরানোর রীতি রয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। হাজার হাজার মানুষ গয়না পরানো দেখতে প্রতি বছরই মণ্ডপের সামনে ভিড় করেন।

ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা

ওসি বদল

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : চেতলায় মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওয়ার্ডে প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থানার ওসি বদল করা হল। এতদিন চেতলা থানার ওসি ছিলেন সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হল অমিতাভ সরখেলকে। অমিতাভবাবু আলিপুর থানার অতিরিক্ত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। শনিবার রাতে ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুন করা হয়। ওই অবস্থাতেই রাস্তা দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার দৌড়ে যান অশোক পাসোয়ান। এই ঘটনার পরে থানার ওসি বদলের ঘটনাকে নিয়মমাফিক রুটিন বদল হিসেবে দাবি করেছে পুলিশ।

হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের পর ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত বলে দাবি করলেন কল্যাণ। আইনি হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'শুভেন্দু কাদের চাকরি দিয়েছেন তার তালিকা দিয়ে দেব। সবচেয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ। পাঁচ-সাতদিন সময় দিন, সব ফাঁস করে দেব।'

পালটা শুভেন্দু বলেন, 'উনি মদ্যপ। যেভাবে কথা বলেন, যে ভঙ্গি ব্যবহার করেন তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। ওর কথা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন মহুয়া মৈত্র ও কাঞ্চন মল্লিক।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৭ সংখ্যা, সোমবার, ৯ কার্তিক ১৪৩২

যুদ্ধবিরতি যেন প্রহসন

মিশরের শার্ম আল শেখে গাজা শান্তি শীর্ষ সম্মেলনের পর দু'সপ্তাহও কাটেনি। এর মধ্যেই সেই শান্তির স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস অনুপস্থিত থাকলেও তিনদিনের ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের তিরিশটি দেশের প্রতিনিধিরা। মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে যৌথ পৌরোহিত্যে সম্মেলন শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, আলোচনায় গৃহীত বিশ দফা শান্তি পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে ইজরায়েল ও হামাস।

বাস্তবে শীর্ষ সম্মেলনের আগেই যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইজরায়েল ও হামাসের ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইজরায়েলি মন্ত্রীসভায় তা অনুমোদিতও হয়। বিশ্বের ইতিহাসে বহু শান্তি চুক্তি অল্প সময়ের মধ্যে ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল-হামাসের মতো এত কম সময়ে শান্তি সমঝোতা বানচাল হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরেও গাজায় ইজরায়েলের বোমাবর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র হানা, গোলাগুলি অব্যাহত। রোজই নিহত হচ্ছেন বহু মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ সত্ত্বেও ত্রাণ পৌঁছোচ্ছে না লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন, বুভুক্ষু মানুষের কাছে। যুদ্ধবিরতির কারণে রাফা সীমান্ত বন্ধ থাকায় গাজায় আটকে থাকা প্রায় বিশ হাজার মানুষকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে অন্যত্র সরানোর নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কেননা, ক্ষেপণাস্ত্র হানা, বোমাবর্ষণে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে গাজার অধিকাংশ হাসপাতাল। যে দু-একটি হাসপাতাল কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলিতে চিকিৎসার পরিকাঠামোই নেই।

বহু শিশুর শরীরে গুলি ঢুকে আছে। হাসপাতালে অপারেশনের পরিকাঠামো নেই বলে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছে তাদের। তারই মধ্যে চলছে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর হামাস-বিরোধী হুংকার। নেতানিয়াহুর সুরে সুর মেলাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। গাজায় চলতি অশান্তি নিয়ে হামাস এবং ইজরায়েল পরস্পরের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে।

হামাসের অভিযোগ, ইজরায়েলি সেনা নিরস্ত্র গাজাবাসীকে হত্যা করে চলেছে। অন্যদিকে তেল আভিভ কখনও বলছে, হামাস জঙ্গিরা আক্রমণে উদ্যত হচ্ছে বলেই ইজরায়েলি সেনা গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছে। আবার কখনও বলছে, হামাস নিজেই গণহত্যা চালিয়ে তেল আভিভের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। যুদ্ধবিরতি কে প্রথম ভেঙেছে, জানার উপায় নেই। এনিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। দুর্ভাগ্যজনক যে, কিছু দেশের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও গাজায় শান্তি ফেরানো গেল না।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিদের ওপর ইজরায়েলের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, দু'বছর পরেও তার আগুন নেভেনি। হামাসের হামলায় ওইদিন ১১৩৯ জন ইজরায়েলি নিহত হন। অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, ইজরায়েলি হানায় গত দু'বছরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮১০০। প্যালেস্তাইনে হিংসার বলির এই পরিসংখ্যান মেনে নিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

ট্রাম্প মার্কিন মসনদে দ্বিতীয়বার বসার পর ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেন। আট-নয় মাস বাদে সেই যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে চুক্তি হল ঠিকই, কিন্তু বাস্তবায়ন হল না। কী এর কারণ? প্রথমত, বারবার আলোচনা হলেও ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন বিরোধের মূল বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্দি বিনিময় ছিল যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায়। কিন্তু গাজার ভবিষ্যৎ প্রশাসন, দীর্ঘমেয়াদি শান্তি, নিরস্ত্রীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, সার্বিক রাজনৈতিক সমাধানের কোনও দিশা নেই শান্তি চুক্তিতে। হামাস ছাড়াও প্যালেস্তাইনে সক্রিয় আরও কিছু গোষ্ঠী। অথচ ইজরায়েল বরাবর কথা বলেছে শুধু হামাস নেতৃত্বের সঙ্গে। অন্যান্য গোষ্ঠীকে কখনও আলোচনায় ডাকেনি ইজরায়েল সরকার। তাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি মানার দায় নেই তাদের। আসলে স্থায়ী সমাধানের কোনও দিশাই নেই চুক্তিতে। আপাতত কাজ চালানোর মতো জোড়াতালি ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। যার ফলে আকাশে ওড়া দূরের কথা, রানওয়েতেই যেন মুখ থুবড়ে পড়ল বিমান।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

ধর্ম, খাদ্য ও সময়ের রুচি

খাবারকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের দীর্ঘদিনের ধ্যানধারণা বদলে চলেছে। উদ্ভিদভিত্তিক খাবারে ঝোঁক বাড়ছে।

ডঃ কোহিনূর কর

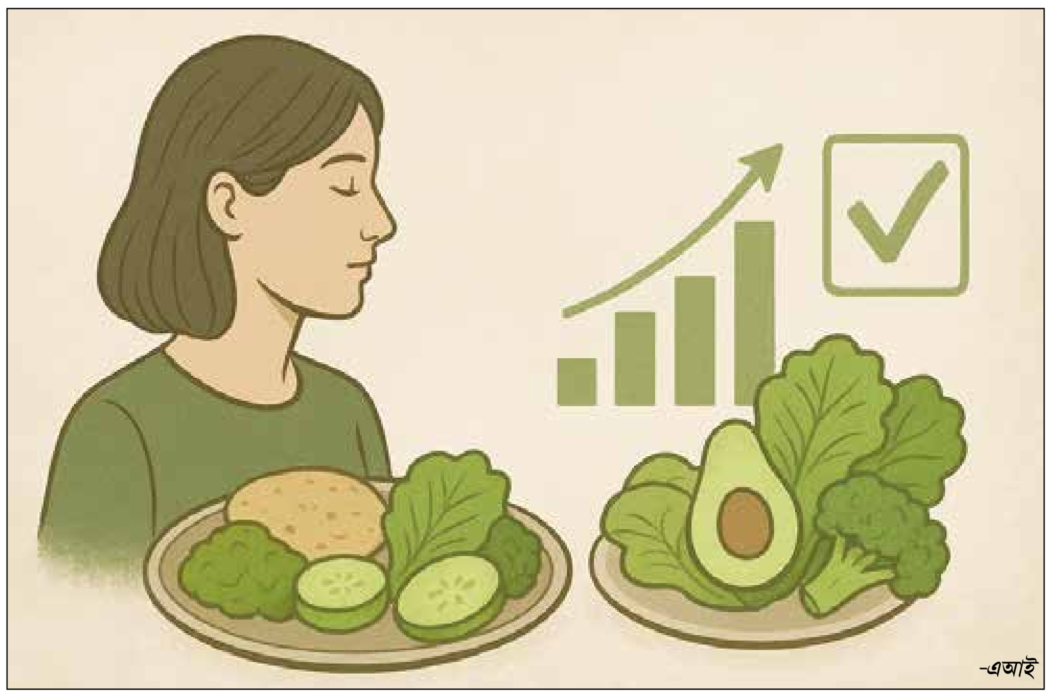

-এআই

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে কেন মাছমাংস খেতেন সেটা তাঁদের বোধগম্য হয় না বলে অনেক উচ্চশিক্ষিত আজও প্রশ্ন তোলেন। প্রকারান্তরে অনেক বাঙালি সন্ন্যাসীর এই আমিষ খাওয়ার রীতিকে তাঁরা বেশ নীচু চোখেই দেখেন। প্রকৃত সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা একদমই থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছেন, 'In India religion has entered into the cooking pot.' স্বামী বিবেকানন্দ খাদ্যাভ্যাসকে কঠোর কোনও শাস্ত্রের বিধানের চেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগ, আধ্যাত্মিক বিকাশ ও সহ্যক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। তিনি বলতেন যে খাদ্যাভ্যাস ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব চাহিদা আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে করা উচিত যার লক্ষ্য থাকা উচিত বিশুদ্ধ মন এবং শক্তিশালী শরীর গড়ে তোলা। এব্যাপারে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব খাবার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। সেইসঙ্গে খাবার ব্যাপারে অন্যের পছন্দের সমালোচনা করা একদমই পছন্দ করতেন না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, একজন ভক্ত শুয়োরের মাংস খেয়েও যদি ভগবানের চিন্তায় সুনিবিষ্ট থাকে, সে একজন কামাচ্ছন্ন নিরামিষাশীর তুলনায় বহুগুণে নিষ্ঠাবান। ১৬শো শতকের সন্ন্যাসিনী মীরাবাই যথার্থই বলেছেন, সবজি-ফল খেলেই যদি ভগবানকে দেখা যেত, হরিণ বা ছাগল কেন ভগবানকে দেখতে পায় না? সুতরাং, পুষ্টিকর আর শরীরে গ্রহণযোগ্য নির্বাচিত খাবার যেমন আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্যের সহায়ক হতে পারে, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা আসার ক্ষেত্রে খাবার জিনিস মুখ্য বিবেচনার বিষয় মোটেই নয়।

এখন দেখা যাক খাবার উপাদান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো শাস্ত্রে কী বলা আছে। স্বাস্থ্যকর রসালো পেটের পক্ষে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য খাবারই একমাত্র শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্যের জন্যে বাঞ্ছনীয়। অত্যধিক তেতো, টক, নোনতা, ঝাল, শুকনো, কড়া গন্ধযুক্ত কিংবা পোড়া খাবার পরিত্যাজ্য। হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব মতাবলম্বীরা নিয়ম মেনে নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। অন্যদিকে শাক্ত হিন্দুরা মাছ, মাংস এমনকি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা সুরাও সেবন করতে পারেন। হিন্দুরা এটা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর সব জীবের মধ্যেই আছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতায় গোরুর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি ছিল। গোরুর দুধ পুষ্টিকর খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হত। দুধ থেকে তৈরি মাখন বা ঘি খুবই প্রচলিত ছিল।

ভারতীয়দের নিয়ে বিদেশিদের মধ্যে বিশেষ করে পাশ্চাত্যে বেশ কিছু ভুল ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন ভারতীয়রা নিরামিষাশী, বিফ তো দূরের কথা মাছ বা মাংসও ছোঁয় না। আমেরিকায় রেস্টুরেন্টে গেলে আমাদের দেখে প্রথমে আন্দাজ করে আমরা নিরামিষাশী, কিম্বা আমাদের পর্ক চলে না। পাশ্চাত্যে এধরনের ভুল ধারণাও অনেকে পোষণ করে যে, হিন্দুরা গোরুকে দেবতার মতো পুজো করে বলে বিফ খায় না। এতক্ষণ আমরা সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যাভ্যাস দেখলাম। এবার দেখা যাক ভারতীয়দের মধ্যে গত প্রায় ২০ বছরে খাদ্যাভ্যাসের কতটা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে কোনও স্বাস্থ্যকর খাবার একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণে সক্ষম।

কথায় বলে 'আপ রুচি খানা...।' সত্যিই তো ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ কী খাবে বা না খাবে সেটা বিচারের অধিকার বাকিদের কে দিয়েছে? তাই আজকাল অনেকেই নিজের নিজের মতো করে খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে আগ্রহী। ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের একটা সমীক্ষার সারাংশ প্রকাশিত হয় বছর তিনেক আগে। সমীক্ষাটি করা হয়েছিল ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি মহিলা এবং ১৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সি পুরুষদের নিয়ে। সমীক্ষায় প্রশ্ন রাখা হয় মোট নয় ধরনের খাবার সম্পর্কে, যার মধ্যে দুটো নিঃসন্দেহে অস্বাস্থ্যকর খাবার। খাবারগুলো হল দুগ্ধজাত খাবার (ডেয়ারি), সবুজ শাকসবজি, ফল, ডাল বা বিন জাতীয় শস্য, ডিম, মাছ, মুরগি বা অন্য কোনও মাংস, ভাজাভুজি আর সোডা বা কার্বোনেটেড পানীয়।

সমীক্ষায় ভারতের ২৮টা রাজ্য এবং ৮টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহিলা ও পুরুষের খাদ্যাভ্যাসের প্রবণতার একটা ধারণা করা যায়। দেখা যাচ্ছে জাতীয় স্তরে ভারতে প্রায় সব রাজ্যেই দৈনিক দুগ্ধজাত খাবারের পরিমাণ বেড়েছে। এক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে ওপরে আছে লাক্ষাদ্বীপ, জম্মু-কাশ্মীর ও কেরল। যেসব রাজ্যে কমেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিকিম, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব। দৈনিক সবুজ শাকসবজি খাওয়ার প্রবণতা জাতীয় স্তরে কমেছে। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ু আর পুদুচেরিতে মারাত্মকভাবে কমেছে। ফল খাওয়ার অভ্যাস এখনও সারা ভারতে খুব কমই আছে। এর মধ্যে চণ্ডীগড় ও লাক্ষাদ্বীপে মহিলাদের ক্ষেত্রে কমেছে, কিন্তু ওখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বেড়েছে। ওদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে ফল খাওয়ার মাত্রা একটু বেড়েছে।

ভারতে আমিষ প্রোটিন তুলনামূলকভাবে কম চললেও, আমিষ ও নিরামিষ মিলিয়ে যে কোনও ধরনের প্রোটিন খাওয়ার অভ্যাস ৫০ শতাংশ মানুষের মধ্যে আছে। যে কোনও প্রোটিন খাবারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ঝাড়খণ্ড ও দিল্লিতে। ভাজাভুজি খাবার প্রবণতা জাতীয় স্তরে এক জায়গায় স্থির আছে বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও মিজোরামে অনেকটাই কমেছে। ক্ষতিকর এই খাবারের অভ্যাস গোয়াতে শুধু মহিলাদের মধ্যে কমেছে, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে বেড়েছে। সোডা বা কার্বোনেটেড পানীয়ের প্রবণতা জাতীয় স্তরে বাড়েনি বলা চলে। এধরনের পানীয়ের অভ্যাস ওড়িশা, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, গোয়া, পঞ্জাব ও দিল্লিতে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

ভারতে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের আগ্রহ বাড়ছে, আর এইসব খাবারের জোগান বাজারেও সমানে বেড়ে চলেছে। ভারতীয়দের মধ্যে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের অভ্যাস করা তুলনামূলকভাবে সহজ বলে মনে হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বর্ধিত স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিবেশ ও প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়াস, সর্বোপরি বহু যুগ ধরে নিরামিষ খাওয়ার রীতি। তবে বাজারে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের সরবরাহ পর্যাপ্ত হতে একটু সময় লাগবে।

সবশেষে দেখা যাক উদ্ভিদভিত্তিক (ভেগান) খাবারের ব্যবহার। আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই বেশ কয়েক দশক ধরে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের চল আর এর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। ভেগান শব্দের সৃষ্টি হয় ব্রিটেনে ১৯৪৪ সালে। এরপর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রথম ভেগান সোসাইটি গড়ে ওঠে। জাতীয় স্তরে আমেরিকান ভেগান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬০ সালে।

ভারতে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের আগ্রহ বাড়ছে, আর এইসব খাবারের জোগান বাজারেও সমানে বেড়ে চলেছে। ভারতীয়দের মধ্যে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের অভ্যাস করা তুলনামূলকভাবে সহজ বলে মনে হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বর্ধিত স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিবেশ ও প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়াস, সর্বোপরি বহু যুগ ধরে নিরামিষ খাওয়ার রীতি। তবে বাজারে উদ্ভিদভিত্তিক খাবারের সরবরাহ পর্যাপ্ত হতে একটু সময় লাগবে। যেমন ধরুন বড়ো শহরের বাইরে গোরুর দুধের বিকল্প যেমন সয়াবিন বা কাজুর দুধ, মাংস বা মাছের কাছাকাছি স্বাদের বিকল্প খাবারের উপকরণ পাওয়া এই মুহূর্তে বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে ২০২৩ সালে প্রকাশিত এক বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা অনুসারে অর্ধেকের বেশি ভারতীয় অদূরভবিষ্যতে উদ্ভিদভিত্তিক খাবার অভ্যাস করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। সময়ের পাশাপাশি খাবারকে কেন্দ্র করে আমাদের রুচি এভাবেই বদলে চলেছে

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

আজ

১৯০৪

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা তরুণ কুমার।

আলোচিত

বাংলার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ শুভেন্দু অধিকারী। আমার দয়ায় এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। যত দাগি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ঢুকিয়েছিল। সব প্রমাণ করে দেব।

-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

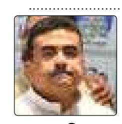

উনি যে ভঙ্গি ও ভাষায় কথা বলেন, তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। কল্যাণবাবুর কথার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন মহুয়া মৈত্র ও কাঞ্চন মল্লিক। ওঁরা জানেন, উনি কী, কেন বলেন।

-শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

সকালে মেয়েদের ঘুম থেকে তোলা যাচ্ছিল না। তাই ব্যান্ড ভাড়া করেন মা। একজন ঢোল আরেকজন ট্রাম্পেট নিয়ে মেয়েদের ঘরে ঢুকে পড়েন। জোরে সে সব বাজাতে থাকেন। মায়ের কীর্তিতে হতবাক মেয়েরা। হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

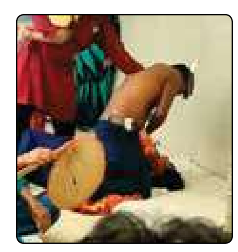

হাসপাতালে বাংলাদেশের দম্পতির মল্লযুদ্ধ। তরুণী রেগে গিয়ে স্বামীকে গালিগালাজ করেন, চড় মেরে বসেন। স্বামীর ডান হাতে স্যালাইনের চ্যানেল করা ছিল। তিনি বাঁ হাতে কষিয়ে চড় মারতেই দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তরুণীকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেন স্বামী।

জনমন

জনমত

উত্তরবঙ্গের উন্নতি নিয়ে ভাবুন

উন্নয়নের স্বপ্নে প্রতি ভোটেই আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে সাংসদ, বিধায়ক নির্বাচিত করি। কিন্তু কোনওকালেই দু'-চারটে ব্রিজ বা রাস্তা ছাড়া বিবিধ জনজাতির উন্নয়নে, সাধারণ মানুষের উন্নয়নে বা এ বঙ্গের পরিকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন কোনও ছবি দেখতে পাচ্ছি না।

এখানে নেই পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো তেমন পরিকাঠামো। উত্তরবঙ্গের সাংসদ, বিধায়করা এসব পরিকল্পনার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না বা ভাবার অনুভূতিটাও তাঁদের নেই। আর তারই জন্য উত্তরবঙ্গ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। আমরা কি শুধুই ভোটার?

এখানকার বড় শিল্প চা শিল্প এবং বনজ সম্পদ, যা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। মাঝেমধ্যেই একাধিক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চা বাগানের শ্রমিকরা খাবার জোগাতে পারছেন না। গাছের মূল ও চা পাতার ফুল খেয়ে বা না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় কোনওরকমে তাঁদের দিন কাটছে। তার ওপর জঙ্গলের গাছ ক্রমাগত কাটা হচ্ছে, বনের পরিমাণ কমছে আর বনজ প্রাণীদের প্রাণের দফারফা হচ্ছে।

তাই বলব, উত্তরবঙ্গের সাংসদ, বিধায়করা উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধি হয়ে শুধু বিলাসিতায় জীবন না কাটিয়ে এখানকার বিভিন্ন জনজাতি, উপজাতি সর্বোপরি সব মানুষের কল্যাণকল্পে একটু তাকান। একটু স্বপ্ন দেখুন।

জ্যোতির্ময় রায়
নিউ আলিপুরদুয়ার।

মনোগ্রাহী প্রতিবেদন

২৪ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত রূপায়ণ ভট্টাচার্যের 'মুছেই যাচ্ছে কেরি সাহেবের গ্রাম' শীর্ষক লেখাটি মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। এমন এক অনালোচিত অথচ ঐতিহাসিক বিষয়কে সামনে আনার জন্য লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমরা অনেকেই হয়তো জানতাম না, একদিন ব্রিটিশ নীলকুঠির ম্যানেজার হিসেবে উইলিয়াম কেরি এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের সেই মদনাবতী গ্রামে। এখানেই তিনি প্রথম ব্রিটেন থেকে নিয়ে এসেছিলেন ছাপাখানার যন্ত্রপাতি, যে যন্ত্রের অক্ষরে একদিন বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস লেখা হয়েছিল।

লেখাটি পড়তে পড়তে একদিকে যেমন গর্বে বুক ভরে উঠল, তেমনি আজ সেই ঐতিহাসিক স্থানের অবহেলা ও অবক্ষয়ের কথা জেনে মর্মাহত না হয়ে পারলাম না। আমাদের প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের ইতিহাসের প্রতি এই উদাসীনতা সত্যিই বেদনাদায়ক। কিন্তু এটাই যেন আজকের রূঢ় বাস্তবতা।

তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, লেখাটির সঙ্গে যদি দু'-একটি প্রাসঙ্গিক ছবি যুক্ত থাকত, তাহলে পাঠের অনুভব আরও জীবন্ত হয়ে উঠত। তবু এই লেখা নিঃসন্দেহে ইতিহাসপ্রেমীদের মনে আলো জ্বালাবে।

পিনাকীরঞ্জন পাল
পূর্ব অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দৃশ্য-শ্রাব্য দলিল সংরক্ষণ আবশ্যিক হোক

আজ বিশ্ব অডিও ভিজুয়াল ঐতিহ্য দিবস। ইতিহাসকে সযত্নে ধরে রাখতে এই দিনটির ভূমিকা অনেক।

মলয় চক্রবর্তী

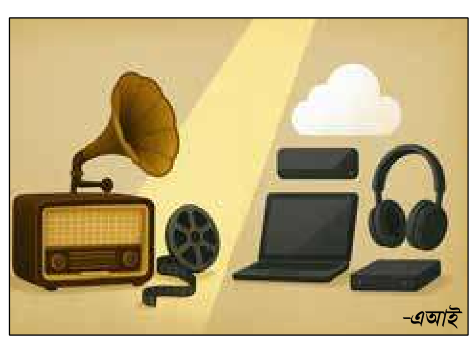

-এআই

২৭ অক্টোবর- বিশ্ব অডিও-ভিজুয়াল ঐতিহ্য দিবস। মানব সভ্যতার অমূল্য দৃশ্য-শ্রাব্য দলিল সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে ইউনেসকো ২০০৫ সালে এই দিন চালু করে। আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন অসংখ্য শব্দ ও দৃশ্যের নথি ধারণ করা হয়, যা কেবল তথ্য নয়, মানব সভ্যতার যাত্রাপথের জীবন্ত সাক্ষী। যাকে বলা যেতে পারে- 'বিশ্বের জানলা', যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অতীতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতিফলন দেখতে পারে। কিন্তু এই অমূল্য সমস্ত সম্পদ আজ মারাত্মক সংকটে। বিগত শতাব্দীর চলচ্চিত্র, রেডিও রেকর্ডিং, গ্রামোফোন ডিস্ক, ভিডিও টেপ, কিংবা ক্যালসিয়াম-নাইট্রেট ফিল্ম - এসব অ্যানালগ মাধ্যমগুলো ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ক্ষয়, অব্যবহার ও প্রযুক্তির বিবর্তনের ধারায় পিছিয়ে পড়ার কারণে। পুরোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে সেগুলো আর চালানো যায় না; মেরামতও প্রায় অসম্ভব।

একদিকে যেমন প্রযুক্তি এগিয়েছে, অন্যদিকে এই অগ্রগতি পুরোনো সম্পদের উপর যেন এক অদৃশ্য ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। ডিজিটাল যুগেও সমস্যা নেহাত কম নয়- বিশাল আকারের ডেটা সংরক্ষণ, সার্ভারের স্থায়িত্ব এবং ডিজিটাল ফর্ম্যাটের পরিবর্তনের কারণে তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। অনেক দেশে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব এবং প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিকর্মীর অভাবে বহু মূল্যবান নথি নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই নথিগুলোই মানুষের অস্তিত্বের প্রতিফলন- আমাদের গল্প, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সত্য। এই পরিস্থিতিতে, বিশ্ব অডিও-ভিজুয়াল ঐতিহ্য দিবস আমাদের এক গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়- স্মৃতির প্রতি মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র- সকলেরই কর্তব্য এই অমূল্য নথিগুলো রক্ষা করা। সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্কাইভ, গ্রন্থাগার, জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটাতে হবে।

একজন সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্রের মধ্যেই সে পূর্ণতা পায়। তাই এই নথি সংরক্ষণ মানে কেবল তথ্য বাঁচানো নয়, বরং সভ্যতার আত্মা তথা প্রবহমানতাকে রক্ষা করা। যে জাতি নিজের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক স্মৃতি, অতীত ঐতিহ্য হারায়, সে নিজের পরিচয় হারায়।

চারদিকে প্রযুক্তির নামে এতশত আস্ফালন তবুও আশার আলো রয়েছে- মানুষের ভেতর এখনও স্মৃতি সংরক্ষণের গভীর মানবিক তাগিদ বেঁচে আছে। যেমন কোচবিহারের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা অধ্যাপক ডঃ অলোক সাহা, যিনি আজও ছয়ের ও সাতের দশকের রেডিও, ট্রানজিস্টার, গ্রামোফোন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড সযত্নে সংরক্ষণ করে চলছেন। ডিজিটাল যুগেও তিনি বিশ্বাস করেন, গ্রামোফোন রেকর্ড কিংবা অন্যান্য দৃশ্য শ্রাব্য দলিল সংরক্ষণের মাধ্যম শুধু যন্ত্র নয়, এ এক যুগের অনুভব, এক শ্রুতিমধুর ঐতিহ্য, যা আমাদের স্মৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই দিবস তাই শুধুমাত্র একটি সাধারণ 'অবজার্ভ ডে' নয়, এক সংকল্প- যা আমরা আজ ধারণ করছি, তা আগামী প্রজন্মের উত্তরাধিকার। আমাদের হাতে আজ যে রেকর্ড, গান, সিনেমা বা ভাষা- সেগুলোই একদিন ইতিহাসের মুখপত্র হয়ে উঠবে। তাই দৃশ্য-শ্রাব্য দলিল সংরক্ষণ এখন অন্যান্য মানবিক কর্তব্যের মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব হোক।

(লেখক শিক্ষক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। রামায়ণের এক রাক্ষসীর চরিত্র ৪। দুধ থেকে মাখন তোলার কাঠের দণ্ড ৫। বেদচর্চা করেন যে ব্রাহ্মণ ৭। ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ ৮। নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্র ৯। সূর্য পরিবারের সদস্য ১১। কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ১৩। ঘরের চাল তৈরির জন্য পোড়ামাটির ফলক ১৪। যে জিনিস পরিপাকে সাহায্য করে ১৫। নখ কাটার অস্ত্র।

উপর-নীচ : ১। বোনের শ্বশুর ২। ট্রেনের বগি ৩। যা এখনও নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয় ৬। জোড়া ফুল বা পদ্মফুল যা ৯। অত্যধিক আদরে গা ঘেঁষা ১০। বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার ১১। জমি মাপার কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মী ১২। কেরোসিন তেলের বাতি।

সমাধান ■ ৪২৭৫

পাশাপাশি : ১। বায়নামা ৩। মড়ক ৫। কণ্ঠিবদল ৭। ইজাফা ৯। তকমা ১১। বনমোরগ ১৪। ময়ূর ১৫। তিমিঙ্গিল।

উপর-নীচ : ১। বালুশাই ২। মাশুক ৩। মনিব ৪। কচাল ৬। দশক ৮। জামিন ১০। মাইফেল ১১। বয়াম ১২। মোহর ১৩। গলতি।

বিন্দুবিসর্গ

মদ্যপ চালকরা জঙ্গি, মত পুলিশকর্তার

হায়দরাবাদ, ২৬ অক্টোবর : অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিল হায়দরাবাদ পুলিশ। পুলিশ কমিশনার ভিএস সজ্জনারের সাফ কথা, 'মদ্যপ চালকরা সন্ত্রাসবাদী। নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন করলে তাঁদের কোনওভাবে ক্ষমা করা হবে না।' গত ২৪ অক্টোবর হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে কুর্নুলে এক বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল বাসটি। আগুন লেগে বাসের মধ্যেই বেশ কয়েকজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। বাইক চালক মত্ত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছিল। রবিবার সেই দাবিতেই সিলমোহর দিয়েছেন কুর্নুল পুলিশের ডিআইজি কেয়া প্রবীণ।

তিনি জানান, দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাইকের চালক ও তাঁর সঙ্গী দু'জনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

কুর্নুল কাণ্ডে গ্রেপ্তার বাসচালক

ভোররাতে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের কিছুক্ষণ আগে চিন্না টেকুরু গ্রামের কাছে বাইকটি আরও একবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল। বাইক চালকের নাম শংকর। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বাইকে শংকরের পিছনে থাকা ব্যক্তির নাম স্বামী। ফরেন্সিক তদন্তে স্বামী ও শংকরের মত্ত থাকার কথা জানা গিয়েছে। স্বামীকে ইতিমধ্যে হেপাজতে নিয়ে জেরা করছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সেদিন অন্ধকার ও বৃষ্টির কারণে ভালো করে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলেন না বাসচালক। শংকরদের বাইকটি রাস্তার একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনায় সম্ভবত শংকরের মৃত্যু হয়েছিল। স্বামী শংকরের দেহটি টেনে এনে রাস্তার ধারে রেখেছিলেন। কিন্তু বাইকটি রাস্তার ওপরেই পড়ে ছিল। সেই অবস্থায় বাইকে ধাক্কা মারে বাসটি। বাইকের জ্বালানি ট্যাংক ফেটে দ্রুত বাসে আগুন লেগে যায়। রবিবার বাসচালক মিরিয়ালা লাখমাইয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা ছিলেন তিনি।

নাচের তালে : *মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চমক ভালোবাসেন। রবিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দরে সবাইকে চমকে দিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে নাচে পা মেলালেন ট্রাম্প। হাতের ভঙ্গিমাতেও উঠে এল নাচের ছন্দ। ট্রাম্প ছিলেন খুশি খুশি মুডে। হাত নাড়লেন বিমানবন্দরে উপস্থিত জনতার দিকে। হাসতে হাসতে দর্শকদের কাছ থেকে দুটি পতাকা তুলে নিয়েও নাড়লেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে করমর্দনের পর তাঁর নাচ দেখে উচ্ছ্বসিত উপস্থিত দর্শকরা। তাঁরাও উল্লাসে ফেটে পড়েছেন। ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরাও। আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ট্রাম্পের মালয়েশিয়া সফর। মালয়েশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।*

কমিশনের ঘোষণায় জল্পনা

বঙ্গে এসআইআর

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সহ সারাদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার বিকাল ৪টে ১৫ মিনিটে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে নির্বাচন কমিশন একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছে। তাতে সভাপতিত্ব করতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। ওই সাংবাদিক বৈঠকের বিষয় জানানো না হলেও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসমের মতো যে সমস্ত রাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা ভোট রয়েছে সেই রাজ্যগুলির এসআইআর কবে থেকে শুরু হবে, কতদিনের মধ্যে তা শেষ হবে সেই নির্ঘণ্ট সোমবার প্রকাশ্যে আনতে পারে কমিশন। সূত্রের খবর, ভোটমুখী রাজ্যগুলি সহ মোট ১০ থেকে ১৫টি রাজ্যের এসআইআরের প্রথম ধাপের নির্ঘণ্ট সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরা হতে পারে। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের গোড়াতেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে।

কমিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, সোমবার ঘোষণা হয়ে গেলে মঙ্গলবার থেকেই এসআইআরের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যের সিইও-র (মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক) সঙ্গে দু-দিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন সিইসি। ওই বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠকেও বসেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে খবর, যে সমস্ত রাজ্যে স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েতের নির্বাচন চলছে বা আগামী দিনে রয়েছে সেই সমস্ত রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে। বিহারে এসআইআরের পর প্রাথমিকভাবে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কমিশন জানিয়েছিল, বিহারের ধাঁচে সারাদেশেই এসআইআর করা হবে। সেই মতো প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাপিংয়ের কাজও শুরু হয়। ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে শেষবার এসআইআর হয়েছিল। কমিশন সাফ জানিয়েছে, একজন বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় এবং অবৈধ ভোটার না থাকে সেটা সুনিশ্চিত করা হবে এসআইআরে। বিহারের সময় ১১টি নথি চেয়েছিল কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাতে যুক্ত হয়েছে আধার কার্ডও। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও নথির সংখ্যা একইরকম থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

১ নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল আধিকারিকরা (বিএলও) প্রত্যেক বাড়িতে ফর্ম নিয়ে যাবেন। নয়াদিল্লি থেকে এনুমারেশন ফর্মের সফট কপি নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিকদের পোর্টালে পাঠিয়ে দেবে কমিশন। তারপরে সেগুলি ছাপার জন্য পাঠানো হবে। প্রত্যেক ভোটারের জন্য দুটি করে এনুমারেশন ফর্ম ছাপাবে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ভোটার রয়েছেন ৭.৬৫ কোটি। সেক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ ফর্ম ছাপানো হবে। একটি ফর্ম ভোটারদের কাছে থাকবে। অন্যটি বিএলও-রা নিয়ে যাবেন। কমিশন জানিয়েছে, বিহারের মতো বর্তমান ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এমন ভোটাররাই এনুমারেশন ফর্ম পাবেন।

কানাডার পণ্যে বাড়তি শুল্ক ট্রাম্পের

তেল ছাঁটাইয়ে ভারত, চিন

ওয়াশিংটন ও কুয়ালা লামপুর, ২৬ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে বড় ধরনের কাটছাঁট করেছে ভারত। সেই পথে এগোচ্ছে চিনও। রবিবার ভোরে (ভারতীয় সময়) মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ফের একই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেন, 'রাশিয়ার প্রধান ২টি তেল উৎপাদক সংস্থার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা জারির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারত ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে তেলের আমদানি অনেক কমিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ওরা তা আরও কমাবে। চিনও রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে।' ভারত, চিন দু-দেশের সঙ্গে আগামী দিনে আমেরিকার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে আশাবাদী ট্রাম্প।

চিন-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে বলেও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। চলতি এশিয়া সফরে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের কথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ৩০ অক্টোবর সেই বৈঠক হবে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এদিন মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রার সময় ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করে কানাডার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ,

সক্রিয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট

- রাশিয়ার ২টি তেল উৎপাদক সংস্থার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা
- রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়েছে ভারত-চিন
- চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি আসন্ন
- দক্ষিণ কোরিয়ায় শি'র সঙ্গে বৈঠক
- কানাডার পণ্যে ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক
- থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া শান্তিচুক্তি

সম্প্রতি কানাডার সংবাদমাধ্যমে মার্কিন শুল্ক নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের একটি ভাষণের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ভাষণের ওই অংশটি ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে আমেরিকার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে কানাডা।

ট্রাম্পের অভিযোগের সমর্থনে বিবৃতি জারি করেছে রেগন প্রেসিডেন্সিয়াল ফাউন্ডেশন। সেকথা উল্লেখ করে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'রোনাল্ড রেগনের শুল্ক সংক্রান্ত একটি বক্তৃতা নিয়ে ভুয়ো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে কানাডা। ওরা ধরা পড়ে গিয়েছে। রেগন ফাউন্ডেশনও জানিয়েছে বিজ্ঞাপনে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।' ট্রাম্প আরও লিখেছেন, 'কানাডা সরকার ভেবেছিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ওদের রক্ষা করবে। কানাডার চড়া শুল্কের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমেরিকার রয়েছে। রেগনও জাতীয় স্বার্থে শুল্ক ধার্যের সমর্থক ছিলেন।' কানাডার পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে তাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাম্প। বলেন, 'আমি প্রতি মাসে একটা করে যুদ্ধ বন্ধ করেছি। আর একটা বাকি আছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যাও মিটিয়ে দেব।' পাক শীর্ষ নেতৃত্বের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনির দু'জনেই মহান ব্যক্তি। দু'জনকেই ভালো করে চিনি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আমরা এর (পাক-আফগান সংঘাত) সমাধান করব।'

'বন্দে মাতরম' বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : বিহারে নির্বাচন মিটলেই পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তার আগে 'বন্দে মাতরম' সংগীতের সার্ধশতবর্ষকে সামনে রেখে একই সঙ্গে বাঙালি ও জাতীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার আকাশবাণীতে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বন্দে মাতরম'- এই একটি শব্দে ভাব রয়েছে, শক্তিও রয়েছে। এই শব্দের মাধ্যমে আমরা মা ভারতীর বাৎসল্য অনুভব করি। মা ভারতীর সন্তান হিসেবে আমাদের দায়িত্ববোধের সঙ্গেও পরিচয় ঘটায় এই শব্দটি। কঠিন সময়ে বন্দে মাতরম স্লোগান ১৪০ কোটি ভারতীয়কে শক্তিতে ভরিয়ে দেয়।'

মোদি এদিন বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' লিখে মাতৃভূমি এবং তার সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ককে একইভাবে আবেগের জগতের এক মন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।' তাঁর মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম রচনার মাধ্যমে গোলামির জেরে শিথিল হয়ে যাওয়া ভারতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।' প্রধানমন্ত্রী জানান, '৭ নভেম্বর আমরা 'বন্দে মাতরম' রচনার সার্ধশতবর্ষের উৎসবে প্রবেশ করতে চলেছি। ১৫০ বছর আগে এর রচনা হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার

'বন্দে মাতরম' গেয়েছিলেন।'

এদিকে বিহারের ভোটের কথা মাথায় রেখে এদিন দেশবাসীকে ছট উৎসবের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মোদি। রবিবার মালোয়েশিয়ার কুয়ালালমপুরে আয়োজিত আশিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। ভার্চুয়াল বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির প্রধান স্তম্ভ হল আশিয়ান। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ আশিয়ান দেশগুলির বাসিন্দা। আমরা শুধু ভৌগোলিক ভাবে নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও ভাগ করে নিই।'

প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা : রাহুল

পুনে, ২৬ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল বাদানে ও প্রশান্ত বাঙ্কার নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে বাড়িতে চিকিৎসক ভাড়া থাকতেন, প্রশান্ত সেই বাড়িওয়ালার ছেলে। এদিকে গোটা ঘটনায় রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে কংগ্রেস। চিকিৎসকের আত্মহত্যাকে

চিকিৎসকের আত্মহত্যা

'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা' বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ধর্ষণ ও হয়রানির কারণে মহারাষ্ট্রের সাতারায় চিকিৎসকের আত্মহত্যা একটি ট্র্যাজেডি, যা যে কোনও সভ্য সমাজের বিবেককে নাড়া দেয়। অন্যদের সুস্থ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী একজন মেধাবী তরুণ চিকিৎসক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার শরিক অপরাধীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।'

রাহুল আরও লিখেছেন, 'যাঁদের ওপর অপরাধীদের থেকে জনসাধারণকে রক্ষার দায়িত্ব ছিল, তাঁরা এই নিরীহ মহিলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেছেন। ধর্ষণ এবং শোষণ। রিপোর্ট অনুসারে, বিজেপির সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রভাবশালী দুর্নীতি ফাঁসের আশঙ্কায় চিকিৎসককে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।' একজন পুলিশ আধিকারিক ও এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা এবং প্রভাবশালীদের দুর্নীতি যোগের অভিযোগ ওঠায় মহারাষ্ট্র সরকারের অস্বস্তি বেড়েছে। অভিযুক্তরা অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মামদানিকে কটাক্ষ ভান্সের

নিউ ইয়র্ক সিটি, ২৬ অক্টোবর : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানি একাধিক জনসভায় তাঁর মুসলিম পরিচয়ের সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়েছেন। অতি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ৯/১১-র হামলার পর মুসলিম বিদ্বেষের কারণে তাঁর আন্টি হিজাব পরে সাবওয়ে দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি হিজাব পরে নিরাপদ বোধ করতেন না। একথা বলার সময় মামদানির চোখে জল এসে গিয়েছিল। রুদ্ধ হয়ে এসেছিল কণ্ঠস্বর। মামদানিকে তাঁর আন্টির ৯/১১ পরবর্তী অভিজ্ঞতা নিয়েই কটাক্ষ করলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মামদানির বক্তৃতার অংশ শেয়ার করে ভান্স ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, জোহরানের মতে, ৯/১১-র আসল শিকার ছিলেন তাঁর আন্টি, যাঁকে মানুষ খারাপভাবে দেখছিল। ভান্সের ওই মন্তব্য সমালোচিত হয়েছে।

মামদানি ভান্সের মন্তব্যকে অনুপযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করে বিষয়টিকে ইসলামফোবিয়া তথা সস্তা রসিকতা বলে জানিয়েছেন। এই বিতর্ক নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ও বর্ণগত উত্তেজনা বাড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আসছে 'মন্থা'

অমরাবতী, ২৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার বেগে অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। এর ফলে শুধু অন্ধ্রই নয়, ওডিশা, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুতে ব্যাপক বৃষ্টি হতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি হয়েছে।

মন্থা শব্দের অর্থ মন্থন। থাইল্যান্ড এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এর ফলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বাংলায়।

মৌসম ভবনের বার্তা অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। মঙ্গলবার এটি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মন্থা মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে কাঁকিনাড়ার কাছে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানবে বলে মনে করছে আবহাওয়া অফিস। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় প্রস্তুত ওডিশা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু সরকার। তারা জানিয়েছে, জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। তিনটি রাজ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

তেজস্বীর প্রতিশ্রুতি, অশান্তি জেডিইউ-তে

পাটনা, ২৬ অক্টোবর : ভোটের মুখে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব। রবিবার আরজেডি নেতা বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যদি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে তাহলে বিহারের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। পেনশন, ৫০ লক্ষ টাকার বিমার বন্দোবস্তও করা হবে।' তেজস্বীর এই ঘোষণাকে জুমলাবাজি বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল।

এদিন ওয়াকফ আইন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তেজস্বী। মুসলিম অধ্যুষিত কাটিহারে একটি নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে ওয়াকফ সংশোধনী আইন ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা হবে।' আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব কখনও দেশের

সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী যাদব। রবিবার পাটনায়।

সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস করেননি বলেও জানান তেজস্বী।

এদিকে ভোটের আগে জেডিইউয়ে অশান্তির আঁচ চরমে। একজন বিদায়ি বিধায়ক এবং দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী সহ ১৬ জন বিক্ষুব্ধ নেতাকে রবিবার দল থেকে বহিষ্কার করেছেন জেডিইউ সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই বিক্ষুব্ধদের অনেকেই এনডিএ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী কাজকর্ম এবং দলীয় মতাদর্শ লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

ছটের পর বিহারে রাহুলের প্রচার শুরু

পাটনা, ২৬ অক্টোবর : ক্যালেন্ডারে হেমন্তকাল হলেও বিহারে বিধানসভা ভোটের পারদ ক্রমশ চরমে উঠছে। শাসক এনডিএ-র হয়ে ইতিমধ্যে প্রচার যুদ্ধে নেমে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমাররা। বিরোধী শিবিরের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ছাড়া মহাজোটের আর কোনও হেভিওয়েট নেতা বা নেত্রী এখনও পর্যন্ত বিহারে প্রচারে নামেননি। এই পরিস্থিতিতে বিহারে প্রথম দফার ভোটপর্ব যত এগিয়ে আসছে, ততই চর্চা বাড়ছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অনুপস্থিতি ঘিরে। এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল রবিবার জানিয়েছেন, ছটপুজোর পরই রাহুল গান্ধি সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিহারে প্রচার শুরু করবেন। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রচার শুরু হবে ছটপুজোর পরই। রাহুল গান্ধি ২৯, ৩০ অক্টোবর বিহারে যাবেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও প্রচারে নামবেন।'

রাহুল শেষবার বিহারে এসেছিলেন ১ সেপ্টেম্বর। সেদিন

> আমাদের প্রচার শুরু হবে ছটপুজোর পরই। রাহুল গান্ধি ২৯, ৩০ অক্টোবর বিহারে যাবেন।
>
> **কেসি বেণুগোপাল**

পাটনায় ভোটার অধিকার যাত্রা শেষ হয়েছিল। বেকারত্ব, ভোট চুরির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অন্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তীব্র সুরে আক্রমণ শানিয়ে ছিলেন রায়বেরেলির সাংসদ। ভোটার অধিকার যাত্রা এবং ভোট চুরি নিয়ে রাহুলের ঝাঁঝাল বার্তায় স্পষ্টই মনে হয়েছিল, বিহারের ভোটযুদ্ধে কংগ্রেস এবার আগ্রাসী অবস্থান নেবে। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধির এভাবে বিহার থেকে দু-মাস ধরে দূরে থাকার নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত আসনবণ্টন এবং প্রচার পরিকল্পনা নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে হাইকমান্ডের মতপার্থক্য। দ্বিতীয়ত মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলিতে দলের পুনরুজ্জীবনে অধিক নজর দিচ্ছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃতীয়ত, রাহুল গান্ধি ইস্যুভিত্তিক প্রচারে জোর দিচ্ছেন। তাই খুব বেছে বেছে তিনি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে হাইকমান্ডের এহেন অবস্থানে বিহারে কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন দলেরই একাংশ।

যমজ কন্যাকে খুন বাবার

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তির জেরে নিজের যমজ শিশুকন্যার গলা কেটে খুন করল এক ব্যক্তি। মহারাষ্ট্রের বুলধানায় মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ২১ অক্টোবর। ওইদিন স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে বাইক চালিয়ে আন্ধেরা গ্রামে যাচ্ছিল অভিযুক্ত রাহুল চহ্বাণ। রাস্তার মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধে তার। রেগেমেগে তখন রাহুলের স্ত্রী বাইক থেকে নেমে হেঁটে নিজের বাপের বাড়ি চলে যান। রাহুল মেয়েদের নিয়ে আন্ধেরা গ্রামে পৌঁছোয়। তারপর তাদের নিয়ে কাছের একটি জঙ্গলে যায় রাহুল। সেখানেই শিশুকন্যা দুটির গলা কেটে খুন করে সে। ওই ঘটনার চারদিন পর স্থানীয় থানায় গিয়ে নিজের দোষ কবুল করে রাহুল চহ্বাণ। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। শিশুকন্যাদের মৃতদেহও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছাত্রশূন্য স্কুলে এগিয়ে বাংলা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : দেশের ৮ হাজার স্কুলে একজনও ছাত্র নেই। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ২০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের একটি রিপোর্টে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রবিহীন স্কুলের তালিকার শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের ৩,৮১২টি স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ১৭,৯৬৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যখন একের পর এক প্রশ্ন উঠছে, তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এই রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে বিব্রত করবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্য সরকারকে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হয়েছে। এমনকি সরকারি স্কুলগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ার জন্যই সেখানে ছাত্র ভর্তির হার কম বলে দাবি করেছে বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই

> ছাত্রবিহীন স্কুলের তালিকার শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের ৩,৮১২টি স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। অথচ ওই স্কুলগুলিতে ১৭,৯৬৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন।

অভিযোগেই সিলমোহর পড়ল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পরই রয়েছে তেলেঙ্গানা। সেখানেও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ২,২৪৫টি স্কুলে কোনও ছাত্র ভর্তি হয়নি। অবশ্য তৃতীয় স্থানে আছে মধ্যপ্রদেশ। তবে পশ্চিমবঙ্গের থেকে সেখানে ছাত্র

রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রকের

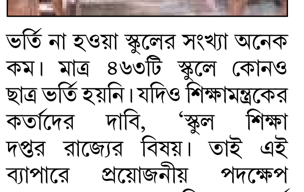

ভর্তি না হওয়া স্কুলের সংখ্যা অনেক কম। মাত্র ৪৬৩টি স্কুলে কোনও ছাত্র ভর্তি হয়নি। যদিও শিক্ষামন্ত্রকের কর্তাদের দাবি, 'স্কুল শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের বিষয়। তাই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

যদিও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'এই ধরনের রিপোর্টের কথা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে আমাকে দেখতে হবে। বিস্তারিত না জেনে প্রতিক্রিয়া দেব না।' তবে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রশূন্য স্কুলগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সেখানকার শিক্ষকদের অন্য স্কুলে বদলি করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক রয়েছেন এমন স্কুলের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার ১৯০টি। যদিও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সেই সংখ্যা কমে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৯৭১টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গোয়া, অসম, হিমাচলপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরায় কোনও স্কুল ছাত্রশূন্য ছিল না।

ইউনূস-পাক সেনাকর্তা বৈঠক

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেছেন পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা। শনিবার রাতে ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে দু'দেশের সম্পর্ক, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জেনারেল মির্জা বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'পাকিস্তান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আগ্রহী।' তিনি জানান, করাচি ও চট্টগ্রামের মধ্যে নৌপথে যোগাযোগ ইতিমধ্যে চালু হয়েছে এবং ঢাকা-করাচি উড়ান চালুর প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। কয়েক মাসের মধ্যে এই উড়ান চালু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আলোচনায় উভয়পক্ষ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে চলমান উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি ভুয়ো খবর, অপপ্রচার ও সমাজমাধ্যমের অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দু'পক্ষ। ইউনূস বলেন, 'ভুয়ো খবর ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এখন বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। এটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান।

ভোটে কমলা

ওয়াশিংটন, ২৬ অক্টোবর : মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চলেছেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি রাজনীতি ছাড়বেন না। হোয়াইট হাউসে ঢোকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কারণ তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান। স্বমহিমায় যেতে চান হোয়াইট হাউসে। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন ইঙ্গিত দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা।

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর নামার বার্তা হাবেভাবে বুঝিয়ে আত্মবিশ্বাসী কমলা বলেছেন, 'আমার কাজ শেষ হয়নি। জনগণের সেবা করেই বাঁচব। আমি স্থির বিশ্বাসে রয়েছি আমেরিকানরা একজন মহিলাকেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে।' তিনি মনে করেন, তাঁর মা শ্যামলা গোপালনের দেখানো পথ ধরেই তিনি এই অবস্থানে এসেছেন, যিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

সুস্থ থাকুন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সুস্বাস্থ্য

আমাদের শরীরে নানারকম সমস্যা ঘুরপাক খাচ্ছে- সুগার বেড়ে যাওয়া, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকা, পেটের সমস্যা, বারবার অম্বল বা কোষ্ঠকাঠিন্য সহ আরও কত কী। আগে এগুলোকে আমরা ‘বয়স হলে হয়’ বলে মেনে নিতাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ২৫-৩০ বছরের তরুণ-তরুণীরাও একই সমস্যায় ভুগছেন। এই অবস্থায় আমাদের সাহায্য করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এর সাহায্যে ছোট ছোট অভ্যাস বদলালে শরীর অনেকটা সুস্থ রাখা যায়। লিখেছেন পিজিটি জেনারেল সার্জন **ডাঃ দীপ সাটিয়ার**

শিলিগুড়ির এক কলেজ ছাত্র প্রতিদিন ফাস্ট ফুড খেয়ে ওজন বাড়িয়েছে, করণদিঘির এক স্কুল শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে হাঁটাচলা কম করে রক্তচাপ বাড়িয়ে ফেলেছেন, আলিপুরদুয়ারের গৃহবধূ ভাজাভুজি আর কম জল খাওয়ার জন্য ভুগছেন কোষ্ঠকাঠিন্যে। এগুলো আর শুধু ‘বড় শহরের রোগ’ নয়। উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক পরিবারেই এখন জীবনযাত্রাজনিত অসুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশার কথা, আমাদের হাতের ফোনটাই হয়ে উঠতে পারে এক নতুন ডাক্তার, এক নতুন সহায়ক। যেভাবে এআই আমাদের সহায়তা করতে পারে -

খাবারের হিসেব রাখা

আমাদের অঞ্চলে ভাত প্রধান খাবার। ফলে শরীরে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট ঢুকছে। ডাক্তাররা বলেন, ‘যতটা খাচ্ছেন, তার অর্ধেক খেলেই শরীর খুশি।’ কিন্তু আমরা কি তা মানি?

এখানেই কাজে আসে HealthifyMe, MyFitnessPal, Yazio-র মতো অ্যাপ। ভাত, রুটি, আলু, মাছ, ডিম - সব খাবারের ক্যালোরি, প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটের হিসেব এইসব অ্যাপ সহজে জানিয়ে দেয়। যেমন, এক কাপ ভাত প্রায় ২০০ ক্যালোরির সমান। এই হিসেব না জানলে আমরা দিনে ২-৩ কাপ ভাত বেশি খেয়েই ফেলি, আর শরীরের ওজন হুহু করে বাড়ে।

জলের গুরুত্ব

উত্তরবঙ্গে গরমকালে অতিরিক্ত ঘাম হয়, আবার শীতে ঠান্ডার কারণে অনেকে জল খেতে ভুলে যান। এতে শরীরে জলশূন্যতা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা গ্যাস্ট্রিক বেড়ে যায়।

এখন Water Reminder, Hydro Coach-এর মতো অ্যাপ আপনাকে ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দেবে ‘এক গ্লাস জল খাও’। এত সহজ একটি সতর্কতা সারাদিন শরীরকে হালকা রাখতে পারে।

হাঁটাচলা আর ব্যায়ামের রেকর্ড

আপনি কি জানেন প্রতিদিন কত পা হাঁটেন? অনেক সময়ই আমরা মনে করি, বাজারে যাই, বাড়ির কাজ করি, এতেই তো হাঁটা হল। কিন্তু বাস্তবে দিনে ২০০০ পা’ও হাঁটা হয় না অনেকের।

সেক্ষেত্রে Google Fit, Samsung Health, Fitbit মোবাইলে চালু করলেই কত পা হাঁটা হল তা গুনে কত ক্যালোরি খরচ হল জানায়। এমনকি হৃৎস্পন্দনের ওঠানামাও রেকর্ড করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে প্রতিদিন অন্তত ৫০০০-১০,০০০ পা হাঁটা জরুরি। অ্যাপের টার্গেট দেখে অনেকে খেলাচ্ছলে প্রতিদিনের হাঁটা বাড়াতে শুরু করেন।

ভাবুন তো, আপনি আর আপনার বন্ধু দুজনেই অ্যাপে কত পা হাঁটলেন তা গোনার প্রতিযোগিতা করছেন। একদিন দেখলেন, বন্ধু ৭৫০০ পা হাঁটলেন আর আপনি ৬০০০-এ থেমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কাল আমি ওকেও ছাড়াব। এভাবেই শুরু হয় নতুন স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

মানসিক চাপ কমানোই বড় ওষুধ

অফিসের চাপ, সংসারের টেনশন, পড়াশোনার বোঝা শরীরকে ভেতর থেকে অসুস্থ করে দেয়। আমরা অনেকে হয়তো বুঝিই না, স্ট্রেসই ডায়াবিটিস আর রক্তচাপের বড় কারণ।

Headspace, Calm, Meditopia-এর মতো অ্যাপ ছোট ছোট ধ্যান, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম শেখায়। পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে গভীর শ্বাস নিলে মন শান্ত হয়, রাতে ঘুমও ভালো হয়।

পেটের সমস্যা ও তার সমাধান

আমাদের অঞ্চলের অনেকেই গ্যাস, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। অনেকে বলেন, ‘দুধ খেলেই পেট খারাপ হয়’ বা ‘বেশি তেলে রান্না খেলেই পেট ফেঁপে যায়’। কিন্তু আসল কারণটা খুঁজে বের করা মুশকিল।

Cara Care, Bowelle-এর মতো অ্যাপ এখানে দারুণ কাজে দেয়। আপনি প্রতিদিন কী খেলেন আর তারপর পেট কেমন থাকল, সেটা নোট করলে কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারবেন কোন খাবারটা আসল সমস্যা করছে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজের জন্য সঠিক খাদ্যতালিকা তৈরি করা যায়।

এআই ভিত্তিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সহায়ক

সবশেষে আসি ChatGPT-র কথায়। কখনও কি ভেবেছেন, ডাক্তার ছাড়া কেউ যদি আপনাকে বাংলায় বলে দেয়, আজ আপনার ব্রেকফাস্টে কী ভালো হবে কিংবা রাতে কতটা ভাত খেলে শরীরের ক্ষতি হবে না? ChatGPT ঠিক সেটাই করতে পারে। প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে সহজ ভাষায় উত্তর মেলে। কোন খাবার স্বাস্থ্যকর, কীভাবে অভ্যাস বদলাবেন, এমনকি ক্যালোরির হিসেবও মেলে- যেন এক বন্ধু পাশে বসে সারাক্ষণ গাইড করছে।

সতর্কবার্তা

মনে রাখতে হবে অ্যাপ ও এআই আমাদের সহায়ক, চিকিৎসক নয়। ডাক্তারের পরামর্শ, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও ওষুধ চালিয়ে যাওয়াই আসল চিকিৎসা। বিভিন্ন অ্যাপ অভ্যাস বদলাতে সাহায্য করে, পথ দেখায়, কিন্তু মূল চিকিৎসার বিকল্প নয়।

আজ উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক পরিবারেই কোনও না কোনওভাবে জীবনযাত্রাজনিত অসুখ ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পথটাও আমাদের হাতেই। প্রতিদিন একটু করে অভ্যাস বদলালে, ফোনে থাকা অ্যাপের সাহায্য নিলে অনেক বড় সমস্যা থেকে বাঁচা যায়।

যা করতে পারেন

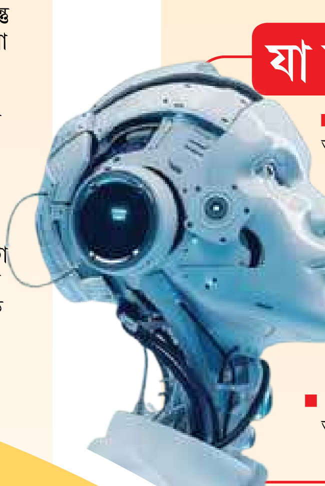

- মোবাইলে একটি ক্যালোরি কাউন্টিং অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
- হাঁটার হিসেব রাখার জন্য Google Fit চালু করুন।
- প্রতিদিন অন্তত আট গ্লাস জল খাওয়ার জন্য Water Reminder সেট করুন।
- রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে Calm-এ পাঁচ মিনিট ধ্যান করুন।
- প্রতিদিন ChatGPT-র মতো কোনও অ্যাপে জার্নালিং করুন বা নিজের মনের কথা বলুন।

দেখবেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শরীর-মন বদলে গিয়েছে। জীবনযাত্রার রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যাত্রায় আপনি একা নন। প্রযুক্তি, অভ্যাস আর সচেতনতা- এই তিনে মিলেই আমাদের উত্তরবঙ্গকে আরও স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারে।

স্তন ক্যানসারের লড়াইয়ে সচেতনতাই শক্তি

অক্টোবর মাসটি হল স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস। এবছরের থিম ‘প্রতিটি গল্প আলাদা, প্রতিটি পথের মূল্য আছে’ - আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতিটি রোগ নির্ণয়ের পেছনে লুকিয়ে আছে সাহস, দৃঢ়তা ও আশার একটি ব্যক্তিগত গল্প। যদি স্তন ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তাহলে তা সবচেয়ে বেশি নিরাময়যোগ্য ক্যানসারের একটি হতে পারে। তাই সচেতনতা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা। লিখেছেন শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালসের কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ অনির্বাণ নাগ**

স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো চিনে নেওয়া জীবন বাঁচাতে পারে। লক্ষণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কিছু সতর্ক সংকেত কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়। যেমন, স্তন বা বগলে নতুন গাঁট বা শক্ত অংশ অনুভব হওয়া, স্তনের আকার বা আকৃতির পরিবর্তন, ত্বকে টান, ভাঁজ বা লালচে ভাব দেখা দেওয়া। কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ী ব্যথা, নিপল ভিতরে ঢুকে যাওয়া, নিপল থেকে অস্বাভাবিক তরল (বিশেষ করে রক্তমিশ্রিত) নির্গত হওয়া বা স্তনের অংশে ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। যদিও এসব লক্ষণ সবসময় ক্যানসার নির্দেশ করে না, তবে কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মনে রাখা দরকার, স্তন ক্যানসার যে কাউকেই প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি যাঁদের কোনও সুস্পষ্ট ঝুঁকির কারণ নেই তাঁদেরও। তবে কিছু কারণে ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন পরিবারে স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ইতিহাস থাকা, BRCA1 বা BRCA2 জিনের পরিবর্তন, দীর্ঘ সময় ধরে হরমোনের প্রভাব, স্থূলতা, অ্যালকোহল সেবন এবং অনিয়মিত জীবনযাপন। এসব ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকা সময়মতো স্ক্রিনিং ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে।

রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় সচেতনতা দিয়ে এবং তা ধাপে ধাপে এগোয়। সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে প্রথমেই শারীরিক পরীক্ষা ও রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়। এরপর করা হয় ম্যামোগ্রাফি, আল্ট্রাসাউন্ড বা প্রয়োজনে ব্রেস্ট এমআরআই। কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে বায়োপসি করে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয় ক্যানাসারের উপস্থিতি। রিপোর্টে টিউমারের ধরন, গ্রেড এবং রিসেপ্টর স্ট্যাটাস (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, HER2) উল্লেখ থাকে, যা চিকিৎসা পরিকল্পনা নির্ধারণে সাহায্য করে। ক্যানসার ধরা পড়লে আরও পরীক্ষা করে দেখা হয় এটি শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়েছে কি না।

গত কয়েক দশকে স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে এবং এখন তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনির্ভর। চিকিৎসা নির্ভর করে ক্যানসারের ধরন, পর্যায়, বয়স, শারীরিক অবস্থা ও রোগীর পছন্দের ওপর। সাধারণত প্রথম ধাপ হিসেবে অস্ত্রোপচার করা হয়, যার মাধ্যমে টিউমার সরিয়ে যতটা সম্ভব সুস্থ টিস্যু সংরক্ষণ করা হয়। রোগের অবস্থান ও মাত্রা অনুযায়ী ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি (ল্যাম্পেকটমি) বা মাস্টেকটমি করা হয়। প্রয়োজনে লিম্ফ নোড বায়োপসি করে দেখা হয় ক্যানসার ছড়িয়েছে কি না।

অস্ত্রোপচারের পর সাধারণত রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়, যাতে অবশিষ্ট ক্যানসার কোষ ধ্বংস হয় ও পুনরায় ফিরে আসার ঝুঁকি কমে। পাশাপাশি, সারা শরীরের ক্যানসার কোষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সিস্টেমিক থেরাপি ব্যবহার করা হয়। যেমন, কেমোথেরাপি, হরমোন থেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি (যেমন ট্রাস্টুজুম্যাব, পার্টুজুম্যাব) এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি। সাম্প্রতিক উন্নতিতে CDK4/6 ইনহিবিটর ও PARP ইনহিবিটর-এর মতো ওষুধ আরও কার্যকর এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা নিশ্চিত করছে।

চিকিৎসার পাশাপাশি সহায়ক ও উপশমকারী যত্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যা রোগীর মানসিক ও শারীরিক স্বস্তি বজায় রাখে। ক্লান্তি, বমি, হাত-পায়ে ঝিনঝিন ভাব, মানসিক চাপ ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। মনোবিদের পরামর্শ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম চিকিৎসার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসা শেষে নিয়মিত ফলোআপ ও বার্ষিক ম্যামোগ্রাম করানো অত্যন্ত জরুরি।

স্তন ক্যানসারের যাত্রা শুধুমাত্র চিকিৎসা পর্যন্ত সীমিত নয়। সারভাইভারশিপ কেয়ার বা দীর্ঘমেয়াদি যত্নের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করা হয়। নারীদের উৎসাহিত করা হয় সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা এবং পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য। পরিবার, বন্ধু ও চিকিৎসকের সমন্বিত সহায়তা একজন রোগীকে সুস্থ ও দৃঢ় করে তোলে।

এই বছরের থিমটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রতিটি গল্প ভিন্ন, প্রতিটি যাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি গল্প শোনার যোগ্য, প্রতিটি পথ সহানুভূতি ও যত্নে পূর্ণ হওয়া উচিত। স্তন ক্যানসার শুধু একটি চিকিৎসাগত সমস্যা নয়, এটি সাহস ও আশার এক গভীর ব্যক্তিগত লড়াই। আসুন, সচেতনতা ছড়িয়ে, নিয়মিত স্ক্রিনিং করিয়ে এবং একে অপরকে সহায়তা করে আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে প্রতিটি নারীর যাত্রা হবে বোঝাপড়া, শক্তি ও সুস্থ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ।

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

উৎসবের আবহে ব্রত

খরনা। ইসলামপুরে ছটব্রতে দ্বিতীয় দিনের পুজো। ছবি : রাজু দাস

ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মমতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : কোথাও বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোজপুরি সংগীতশিল্পীকে আনা হচ্ছে। আবার কোথাও বেনারসের গঙ্গা আরতির ঝলক দেওয়ার জন্য সেখান থেকে পণ্ডিতদের আনা হচ্ছে। এভাবেই চলছে ছটব্রতীদের মন জয় করার চেষ্টা। কথা হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরের ছটপুজোর ঘাটগুলিকে নিয়ে। সেখানে এখন সাজোসাজো রব। ছটপুজো কমিটিগুলির সদস্যরা হাসিমুখে জানাচ্ছেন, ছটপুজোয় যাতে সকলে আনন্দ করতে পারেন তাই এই উদ্যোগ। এবছর প্রথম এই শহরে ছটপুজোর ঘাটগুলি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার শ্রীশ্রী ছটপুজো সেবা সমিতির ঘাট ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সমিতির তরফে অত্রি শর্মা বলেন, 'কিছু মানুষ এরাজ্যে হিন্দিভাষীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ হিন্দিভাষীদের মধ্যে ভরসা বাড়াবে।'

ছটপুজোর ঘাটে রবিবার সকাল থেকেই চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। রাম জানকি ছটপুজোর ঘাটে প্যান্ডেল গড়ার কাজের তদারকি করছিলেন অভিষেক সিনহা। তিনি বলেন, 'এবছর আমাদের ঘাটে প্রায় একশো ছটব্রতী পুজো করবেন। কারও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছে।' শুধু পুজো নয়, ছটব্রতীদের আনন্দ দিতে বিভিন্ন ছটপুজো কমিটির তরফে সন্ধ্যাবেলায় ভজনের আসরও বসবে।

হরিওম ঘাট ছটপুজো কমিটির তরফে মহেশ সাহানি বলেন, 'সোমবার পুজোর পর ভজনের আয়োজন করা হয়েছে। এবছর এই ভজন সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ হলেন জনপ্রিয় ভোজপুরি শিল্পী ইন্দু সোনালি ও দীপক তিওয়ারি। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ থেকেও আমরা কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে আসব। অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেলটি লাল কেল্লার গেটের আদলে তৈরি করা হয়েছে।' শুধু বাইরের থেকেই নয়, স্থানীয় শিল্পীরাও বিভিন্ন ছটঘাটে অনুষ্ঠান করবেন। শ্রীশ্রী ছটপুজো সেবা সমিতির তরফে মণীশ বারি বলেন, 'আমরা স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।'

এসবের মধ্যে আবার প্রচার চলছে বেনারসের ধাঁচে গঙ্গা আরতি দর্শনের। এদিন শহরে গান্ধিনগর-প্রকাশনগর-হিমালি শহিদনগর ছটপুজো সেবা সমিতির তরফে এই দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রচার চালানো হয়। সেবা সমিতির সদস্য গণেশকুমার সিং বলেন, 'সোমবার বিকেল চারটা ও মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় গঙ্গা আরতির মতো এই ঘাটেও আরতির আয়োজন করা হয়েছে। এর জন্য আমরা বেনারস থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে এসেছি।' সন্ধ্যাবেলায় বিহার থেকে আসা শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে ভজনের ব্যবস্থাও থাকবে। এছাড়াও ছটঘাটে যাঁরা পুজো করতে আসবেন তাঁদের নিরাপত্তার দিকেও নজর রাখছে পুজো কমিটিগুলি। গুরুংবস্তি ছটপুজো কমিটির সদস্য বিকাশ কুমার বলেন, 'জরুরিভিত্তিক পরিস্থিতির বিষয়টি মাথায় রেখে ঘাটে অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে ছটব্রতীদের বসার জায়গা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

শেষমুহূর্তে ছটের বাজারও জমে উঠেছে। থানা মোড়ে বাজার করতে এসেছিলেন আরতি মাহাতো। আখ, নারকেল ইত্যাদি কেনার ফাঁকে তিনি বলেন, 'সন্ধ্যার পুজোর পর ঘাটে ভজন শুনতে বেশ ভালো লাগে।'

(উপরে) চম্পাসারিতে ছটের কেনাকাটা। (নীচে) ব্রতের জন্য তৈরি অস্থায়ী ঘাট ও ডালার কেনাকাটা। ছবি : সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধর

নজর কাড়তে

- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছেন ভোজপুরি শিল্পীরা
- সোমবার বিকেলে ও মঙ্গলবার ভোরে ঘাটে থাকছে গঙ্গা আরতির আয়োজন
- দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর পর ছটের মণ্ডপেও লেগেছে থিমের ছোঁয়া

অস্বাভাবিক মৃত্যু আয়ার, অভিযুক্ত ২

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শনিবার শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ভক্তিনগর এলাকায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃতার নাম প্রতিমা দত্ত (৪৫)। প্রতিমা ওই এলাকার একটি সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত স্কুলে আয়া হিসেবে কাজ করতেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, প্রতিমার মৃত্যুর জন্য তাঁর দাদা এবং বৌদি দায়ী। যদিও প্রতিমার দাদা গোবিন্দ দত্ত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রাথমিক তদন্তের পর এনজেপি থানার পুলিশের অনুমান প্রতিমা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন।

শনিবার প্রতিমার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ঘটনার পর দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর রবিবার মৃতদেহ প্রতিমার দাদা গোবিন্দর হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রতিমার দেহ তাঁর দাদা সোসাইটির স্কুলে না নিয়ে গিয়ে তড়িঘড়ি শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। শেষমেশ স্থানীয়দের চাপে পড়ে প্রতিমার দেহ স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিমার স্বামী বছর আটেক আগে তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তখন থেকে প্রতিমা তাঁর ১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। প্রতিমার মৃত্যুর প্রসঙ্গে স্কুলের সেক্রেটারি মিহির মজুমদার বলেন, 'শনিবার প্রতিমা মারা গেলেও ওর দাদা আমাকে রবিবার ফোন করে মৃত্যুসংবাদ দেয়। আমি একটা কাজে কোচবিহার গিয়েছিলাম, এদিন শহরে ফিরে এই খবর পেয়ে চমকে যাই। প্রতিমার দাদা আমাকে বলে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।' তিনি যোগ করেন, '২০১৭ সাল থেকে প্রতিমার দাদা-বৌদির ওর ওপর মানসিক নির্যাতন চালাত। যা নিয়ে বিভিন্ন সময় ঝামেলা হয়েছে। সম্পত্তি না দেওয়ার জন্য মানসিক অত্যাচার চালাত। ওরা প্রতিমার টাকাপয়সা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

অভিযোগ অস্বীকার করে গোবিন্দ বলেন, 'বোন আমার বাড়িতে দুই বছর ধরে আসত না। ভাড়াবাড়িতে ওর মৃত্যু হয়েছে। ও কীভাবে মারা গিয়েছে তা আমি জানি না। বোনের সঙ্গে আমি যে খারাপ ব্যবহার করিনি প্রতিবেশীরা তা জানেন।' তিনি যোগ করেন, 'বোনের টাকা ওর নামে ব্যাংকে জমা করা আছে। বিনা কারণে কেউ কেউ এ নিয়ে ঝামেলা করছেন। আমার নামে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যে।'

হোটেলে তরুণীর দেহ, খুনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : তরুণীকে হোটেলের ঘরে খুনের ঘটনার তদন্তে আসছে ফরেন্সিক দল। শুক্রবার রাতে এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেলের ঘর থেকে পূজা দাস (২৫) নামে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। হোটেলের রেজিস্টার অনুযায়ী, পূজা কাটিহারের বাসিন্দা। তিনি গত ২২ অক্টোবর এক শিশু ও ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে এসেছিলেন। তাঁরা একটি ঘরভাড়া নেন। তবে হোটেলে ভাড়া নেওয়ার সময় ওই ব্যক্তি নিজের পরিচয়পত্র দিলেও তরুণীর কোনও পরিচয়পত্র জমা নেওয়া হয়নি। ঘটনার পর পুলিশ ঘরটি সিল করে দেয়। রবিবার তদন্তে আসছে ফরেন্সিক দল। তবে এদিন পর্যন্ত মৃতের পরিবারের সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি। গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত।

পুলিশ সূত্রের খবর, পূজার সঙ্গে আসা ওই ব্যক্তি শুক্রবার সকালে শিশুটিকে কোলে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান। রাত হয়ে গেলেও তিনি ফিরে না আসায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। হোটেলকর্মীরা গিয়ে দেখেন, ঘরের বাইরে তালা ঝোলানো। বিষয়টি এনজেপি থানায় জানানো হয়। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে, তরুণীর দেহ বিছানায় পড়ে আছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তি পূজাকে গলা টিপে খুন করেছেন। হোটেলের রেজিস্টার দেখে মনে করা হচ্ছে, দুজন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে হোটেল কর্তৃপক্ষ পরিচয়পত্র না নিয়েই এক তরুণীকে সেখানে থাকতে দিল? যদিও পুলিশ তদন্তের খাতিরে অভিযুক্তর পরিচয় সামনে নিয়ে আসতে চাইছে না। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ওই ব্যক্তি যে ফোন নম্বর হোটেলে দিয়েছিলেন, সেটা ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে পুলিশ। রেজিস্টারে যে ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছিল, সেখানে রওনা দিয়েছে পুলিশের একটি দল। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'খুব শীঘ্রই আমরা অপরাধীকে ধরতে পারব। তদন্ত ভালোভাবে এগোচ্ছে।' এদিকে, গোটা ঘটনাপ্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। হোটেলের কর্মীরাও সেভাবে মুখ খুলতে চাননি। হোটেলের মালিক আনন্দ সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

অত্যাচার এড়াতে শহরে নাবালিকা

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : বাবা ও মা নেই। জেঠু ও জেঠিমার কাছে আশ্রয় মিললেও, অত্যাচারিত হতে হচ্ছিল প্রত্যেকদিন। এমন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ১৩ বছরের মেয়েটি চলে এসেছিল শহর শিলিগুড়িতে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁজছিল আশ্রয়। কিন্তু মেয়েটির উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো নজর এড়ায়নি প্রধাননগরের বাসিন্দাদের। শুরু হয় ওই কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ। শেষে সমস্ত ঘটনা জানার পর প্রত্যেকের চোখেই জল। যথারীতি খবর পৌঁছায় প্রধাননগর থানায়। পুলিশ মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ডেকে পাঠায় অভিযুক্ত জেঠু ও জেঠিমাকে।

অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং নতুন করে জীবন গড়ে তুলতে মেয়েটি জেঠুর বাড়ি থেকে বের হয়ে রবিবার চলে এসেছিল প্রধাননগর এলাকায়। অপরিচিত মেয়েটির উদ্দেশ্যহীন চলাচল যথারীতি নজরে পড়ে যায় স্থানীয়দের। কোথা থেকে এসেছে ওই নাবালিকা, উত্তর জানতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন কয়েকজন। ওই নাবালিকা জানায়, বাবা ও মা না থাকায় ময়নাগুড়িতে জেঠু-জেঠিমার কাছে থাকে সে। প্রায়দিনই তাঁরা তার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীর। অত্যাচার থেকে বাঁচার পাশাপাশি নতুন জীবনের খোঁজে বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে বলে জানায় মেয়েটি। কিন্তু কোথায় থাকবে, বুঝতে পারছিল না বাস থেকে টার্মিনাস এলাকায় নামার পর। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি জানার পর স্থানীয় এক মহিলা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান মেয়েটিকে। খাবার দেন। পাশাপাশি ঘটনাটি জানান প্রধাননগর থানায়। এরপর মহিলা পুলিশ এসে ওই নাবালিকাকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বাঁচার চেষ্টা

- বাবা ও মা না থাকায় ময়নাগুড়ি থেকে পালিয়ে আসে শহরে
- মেয়েটি ময়নাগুড়িতে জেঠু-জেঠিমার কাছে থাকত
- অভিযোগ, প্রায়দিনই তাঁরা তার ওপর নির্যাতন চালাতেন

অফ শপে মদের আসর নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : অফ শপের ভিতর এবং নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ, এমন নির্দেশিকা সংক্রান্ত বোর্ড রয়েছে। কিন্তু জলপাই মোড় সবজি বাজারের ভিতরে থাকা অফ শপের মধ্যেই প্রত্যেকদিন চলছে মদ্যপান। যথারীতি দিনরাত চলছে মদ্যপদের গালাগাল, হইহট্টগোল। ফলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে বাজার করতে আসা মহিলা ক্রেতাদের। নানান ঘটনায় পরিবেশ অসামাজিক হয়ে ওঠায় ক্ষুব্ধ জলপাই মোড় বাজার কমিটি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। রবিবার রাতে কমিটির তরফে খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বাজার কমিটির সম্পাদক বাপি ভট্টাচার্য বলেন, 'অফ শপের মধ্যে মদের ঠেক বানিয়ে মদ্যপান চলছে। এমন পরিবেশ মেনে নেওয়া যায় না।' বিষয়টি নিয়ে ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'নিয়মনীতি না মানা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' রবিবার দেখা যায় অফ শপটির ভিতরে অনেকেই জটলা করে মদ্যপান চলছে। অফ শপটির তরফে কোনও নজরদারি বা নিষেধ নেই। ঘটনা নিয়ে অফশপের মালিক পবনকুমার প্রসাদ বলেন, 'সকলকে আটকানো সম্ভব হয় না। ১০০ জন খদ্দের আসলে তার মধ্যে কয়েকজন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মদপান করে। কিন্তু এমনটা হতে দেওয়া যাবে না।' অফ শপের ভিতর মদ্যপান বন্ধ করতে পুলিশকে জানানো হয়েছে বলেও পবনকুমারের দাবি।

জলপাই মোড় সবজি বাজারে প্রতিদিন অনেক মহিলা ক্রেতা আসেন। রবিবার বাজার করতে এসেছিলেন শীতলাপাড়ার বাসিন্দা শম্পা দাস, সম্পৃতা দত্ত। তাঁদের বক্তব্য, সন্ধ্যার পর থেকে বাজারে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। বাজারে যদি মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া যায় না বলে জানিয়েছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। তিনি বলেন, 'বাজারে যদি পরিবেশ ঠিক না থাকে, তাহলে ক্রেতা আসবে না। সেজন্য বাজারের পরিবেশ ঠিক রাখতে আমাদের পাশাপাশি প্রশাসনকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরিবেশ কোনওভাবে বিঘ্নিত হলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে হবে।'

শহরে মালাবার গোল্ডের বর্ষপূর্তি

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : গর্বের সঙ্গে শিলিগুড়ি শহরে এক বছরের পথচলা সম্পন্ন করল মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। রবিবার সেবক রোডে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর শোরুমে সাড়ম্বরে দিনটি উদযাপন করা হয়।

প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বহুদিন আগে থেকেই মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে খাবার বিতরণ, পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া, মাইক্রো লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধন সহ নানান সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল সংস্থার তরফ থেকে।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর মার্কেটিং ম্যানেজার ভাস্কর মণ্ডল বলেন, 'মানুষের স্বার্থে আমরা সবসময়ই কিছু করতে চাই। জুন মাস থেকে আমরা প্রতিদিন প্রায় ২০০ মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করছি। সেপ্টেম্বরে ৩০০ ছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যেই ১৪টি মাইক্রো লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে, শীঘ্রই আরও ১১টি সেন্টারের উদ্বোধন করা হবে। ভবিষ্যতে আরও নানান উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।'

বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় কেক কাটা হয়। নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শোরুমে দিনটি পালন করা হয়। সংস্থার বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে এদিন শোরুমে আসা ক্রেতারাও শামিল হন।

ছবি : সূত্রধর

দখলদারি ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে বাইপাসে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ইস্টার্ন বাইপাসে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকছে সারিসারি পণ্যবাহী গাড়ি, অটো, টোটো। আশিঘর মোড় থেকে ভবেশ মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরলেই দেখা যাবে সেই ছবি। রাস্তার অনেকটা অংশ দখল করে দিনের অনেকটা সময় ধরেই অটো, টোটোগুলি দাঁড়িয়ে থাকছে। আর একটু এগোলে দেখা যাবে রাস্তার ওপরেই পড়ে রয়েছে বালি-পাথর, শুকনো আবর্জনা। নজর ঘোরালেই আবার দেখা যাবে গ্যারাজের কর্মীরা রাস্তা দখল করে গাড়ি সারাইয়ের কাজ করছেন।

ভয়ভীতি সব দূরে ঠেলে দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম রাস্তার অনেকটা অংশ এভাবেই দখলে চলে যাচ্ছে। অথচ একটু অসতর্ক হলেই এই রাস্তায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সংখ্যা কম নয়। তাই ইষ্টনাম জপ করতে করতে বহু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে থাকেন। যাঁরা দুঃসাহস দেখাচ্ছেন তাঁদের নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

এটা তো গাড়ি রাখার স্ট্যান্ড নয়, জিজ্ঞেস করতেই এক পণ্যবাহী গাড়ির চালক বলে উঠলেন, 'কিছুক্ষণ দাঁড়াব, তারপর চলে যাব।'

রাস্তায় ঢিপি করে রাখা বালি-পাথর। একটু এগিয়েই রয়েছে একটি হোটেল। সেখানে থাকা অমলা রায়কে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'জানি না কারা রেখেছে। হয়তো রাস্তার কাজ হবে তাই ফেলেছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই বালি-পাথর রাস্তায় পড়ে রয়েছে দেখছি। তবে এভাবে ফেলে রাখায় রাস্তায় চলাচলে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।' এক ব্যবসায়ী সুধীর দাস বলছিলেন, 'গতকালই সাইকেল নিয়ে বালিতে পিছলে পড়ে যান এক প্রৌঢ়। এই রাস্তায় দিনভর বড় গাড়ি চলাচল করে। রাতে অনেক জায়গায় আলো থাকে না। বড়সড়ো দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে।'

এই বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, 'রাস্তার কোনও কাজ হচ্ছে বলে জানা নেই। রাস্তার ওপর বালি-পাথর পড়ে রয়েছে এই বিষয়টাও জানা ছিল না। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে অবৈধ পার্কিং নিয়ে মিতালি মালাকার বলেন, 'পুলিশ তো ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কেন তাহলে বিষয়টা দেখে পদক্ষেপ করছেন না।' ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ-এর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাইপাসে রাস্তা আটকে নির্মাণসামগ্রী। -সংবাদচিত্র

ইষ্টনাম জপ

- আশিঘর মোড় থেকে ভবেশ মোড়ে যাওয়ার রাস্তা দখল করে অটো, টোটো দাঁড়িয়ে থাকে
- একটু এগোলে দেখা যাবে রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে বালি-পাথর, শুকনো আবর্জনা
- কোথাও কোথাও গ্যারাজের কর্মীরা রাস্তা দখল করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাজ করেন
- দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতায় ইষ্টনাম জপ করতে করতে বহু মানুষ এই রাস্তায় চলাচল করেন

WLC
WATERLINE CORPORATION
SILIGURI Cell No. : 9775922228
E mail : ankit.sarkar@gmail.com
AUTHORISED DEALER
ABB Motors & VFD
PREMIUM GEAR MOTOR
EPCOS CAPACITORS
MOTORS
wilo Booster Pump

MODERN COMMERCIAL CORPORATION
SILIGURI Cell : 94340-07238, 97759-22228
E mail : kcs.mccslg@gmail.com
AUTHORISED DEALER
SIEMENS
socomec
Finolex Cables Limited
BLUE STAR
SECURE METERS

পৃথিবীর পাঠশালা

শ্যাম্পুর বোতল বারে বারে

জার্মানি আবারও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে নিজেদের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে। এবার তারা এমন ভেন্ডিং মেশিন চালু করেছে, যেখানে লোকেরা নতুন বোতল না কিনে পুরোনো শ্যাম্পুর বোতল আবার ভর্তি করতে পারে। এই রিফিল স্টেশনগুলি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য মোকাবিলার জাতীয় কৌশলের অংশ। গ্রাহকরা খালি বোতল মেশিনে ঢুকিয়ে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার বা অন্য গৃহস্থালির তরল কম দামে ভরে নিতে পারেন। এই সিস্টেমটি দুটি জরুরি সমস্যার সমাধান করে, প্লাস্টিক দূষণ এবং অতিরিক্ত ব্যবহার। এই বৃত্তাকার অর্থনীতিতে বোতলগুলিকে ফেলে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যা প্লাস্টিকের উপর নির্ভরতা কমায় এবং পরিবেশ সচেতন আচরণকে উৎসাহিত করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই উদ্ভাবন বিশ্বজুড়ে এমন কর্মসূচিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

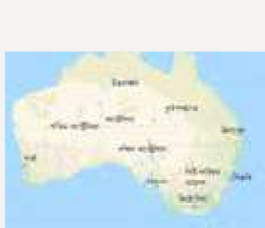

অস্ট্রেলিয়ায় রহস্যময় বস্তু

অস্ট্রেলিয়ার মাটির ১২ মিটার গভীরে সম্প্রতি এক অদ্ভুত এবং রহস্যময় বস্তু পাওয়া গিয়েছে। একটি পাথরে পরিণত হওয়া কাঠামো যা দেখতে অনেকটা বইয়ের মতো, তাতে ধাতব বাঁধাই এবং খোদাই করা চিহ্নও রয়েছে। এই বস্তুর উৎপত্তি, বয়স এবং এমনকি উপাদানের গঠনও অনিশ্চিত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা হতবাক। এর খনিজ ও ধাতুর অদ্ভুত মিশ্রণের কারণে কার্বন ডেটিং করা কঠিন এবং সেই স্থানে এমন একটি প্রত্নবস্তুর উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন কোনও পরিচিত ঐতিহাসিক বা ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াও নেই। কেউ কেউ এটিকে প্রাচীন সরঞ্জাম হিসেবে অনুমান করেন, আবার কেউ কেউ বলেন, এটি মানুষের তৈরি কাঠামোর অনুকরণকারী একটি ভূতাত্ত্বিক কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে। গভীর বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত, এটি সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে অদ্ভুত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি হয়ে থাকবে, যা প্রকৃতি এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যেকার রেখাকে ঝাপসা করে দিয়েছে।

সূর্যের আলোতেই রান্নাঘর

দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রামীণ অঞ্চলে একটি বুদ্ধিদীপ্ত উদ্ভাবন পরিবারগুলির রান্নার পদ্ধতি বদলে দিচ্ছে, তা হল সৌরশক্তিচালিত আয়না রান্নাঘর। এই সিস্টেমগুলি বড় প্রতিফলক প্যানেল ব্যবহার করে, যা সরাসরি রান্নার পাত্রে সূর্যের আলোকে ঘনীভূত করে। এতে পর্যাপ্ত তাপ তৈরি করে জল ফোটানো, খাবার ভাজা বা স্টু রান্না করা যায়, কোনও কাঠ বা গ্যাস ছাড়াই। যেসব সম্প্রদায়ের কাছে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ বা পরিষ্কার জ্বালানি নেই, তাদের জন্য এই প্রযুক্তিটি উপকারী। ঐতিহ্যবাহী রান্নায় কাঠ বা কয়লা লাগে, যা বন উজাড় করে এবং পরিবারগুলিকে বিপজ্জনক অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের মুখে ফেলে। এই আয়না রান্নাঘরগুলি সেই ঝুঁকিগুলি দূর করে, যা শুধুমাত্র সূর্যের শক্তির উপর নির্ভর করে একটি স্বাস্থ্যকর, আরও টেকসই বিকল্প প্রদান করে।

বিতর্কে এক্স-রে ক্যামেরা

১৯৯৮ সালে, সোনি প্রযুক্তি জগতে সবচেয়ে অদ্ভুত বিতর্কের মুখে পড়েছিল। সংস্থাটি কম আলোতে ছবি তোলার জন্য 'নাইটশট' ইনফ্রারেড প্রযুক্তি সহ ক্যামকর্ডার বাজারে এনেছিল। কিন্তু দেখা গেল, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিশেষত দিনের আলোয় ইনফ্রারেড ফিল্টার ব্যবহার করলে, ক্যামেরাগুলি পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেখতে পেত, যা কাপড়কে কার্যত স্বচ্ছ করে দিত। সংস্থাটি অজান্তেই এমন একটি ডিভাইস তৈরি করেছিল যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে বিপন্ন করতে পারে। এই আবিষ্কার জনসমক্ষে আসার পর দ্রুত বিতর্ক বাড়ে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৭ লক্ষ ক্যামকর্ডার প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ

মালিগাঁও, ২৬ অক্টোবর : সমস্ত ডিভিশন, ওয়ার্কশপ এবং নির্মাণ ফিল্ড ইউনিটে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই বছরের থিম হল সতর্কতা : আমাদের যৌথ দায়িত্ব। সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (সিভিসি)-এর নির্দেশ মেনে এই আয়োজন করা হচ্ছে। সমগ্র অঞ্চলে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা ব্যবস্থা দৃঢ় করার লক্ষ্যে গত ১৮ অগাস্ট থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের একটি বিস্তৃত অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী কর্মসূচিটি সেটারই অংশ। রেলওয়ের কার্যপ্রণালীর সকল স্তরে সততা, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মালিগাঁওয়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে সততার শপথ পাঠের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হবে।

তারপর একটি পথনাটক আয়োজিত হবে। নির্মাণ সংস্থার মুখ্য কার্যালয়েও একই কার্যক্রম চলবে। অন্যদিকে সমগ্র জোনে, সমস্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) তাঁদের নিজ নিজ ডিভিশনে সততার শপথবাক্য পাঠ করাবেন। সপ্তাহব্যাপী এই উদযাপনের সময় রেলের কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য সমগ্র জোনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

৪টি দোকান

প্রথম পাতার পর

ছটপুজোর জন্য মিথিলেশ শা সেই সময় ফুল কিনতে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'দার্জিলিং মোড়ে আসতেই দেখতে পাই একটি দোকান দাউদাউ করে জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়াতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দমকলকে খবর দিই।' এদিকে, মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের আসবাবপত্রের দোকানগুলিতেও ছড়াতে শুরু করে। দমকলের পাশাপাশি প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আশপাশের বাসিন্দাদের অনেকে সেখানে ভিড় করেন। বিদ্যুৎ দাস, রমেশ প্রসাদের মতো ব্যবসায়ীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারই মধ্যে রমেশ কোনওমতে বললেন, 'রাত ৯টায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলাম। দোকানে আগুন লেগেছে বলে রাত ১০টা নাগাদ খবর পাই। যতক্ষণে এখানে এসে পৌঁছাই, আগুনে দোকান পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

বিনোদকুমার ঝা-দের মতো ব্যবসায়ীদের দাবি, রাত বাড়লে এলাকায় একশ্রেণির নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা বাড়ে। ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গেলে অন্ধকারের সুযোগে তারা সেখানে নেশার আসর বসায়। তাদের সূত্রে আগুন লেগেছে বলে ব্যবসায়ীদের একটি অংশের দাবি। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কিশোরকুমার রায় অবশ্য সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নেশাগ্রস্তদের নিয়ে এখানে কোনও সমস্যা নেই। তবে অনেক সময় আমরা এখানে ভবঘুরেদের শুয়ে থাকতে দেখি। তাদের সঙ্গে এদিনের ঘটনার কোনও যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।'

চিকিৎসায় 'গাফিলতি', হাসপাতালে ভাঙচুর

আতঙ্কে পালালেন নার্সরা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৬ অক্টোবর : কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মারধর করা হল নার্সদের। অভিযোগ, হঠাৎ করেই কয়েকজন মহিলা জুনিয়ার নার্সদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতে শুরু করেন। নার্সরা ভয় পেয়ে ওয়ার্ড ছেড়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে মহিলারা সেই ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন। তারপর তাঁদের সেখান থেকে বের করে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন। এর পাশাপাশি ওয়ার্ডে থাকা চিকিৎসার বিভিন্ন নথি এবং খাতাপত্রও তাঁরা ফেলে দেন। হাসপাতালে চলে ভাঙচুরও। এই ঘটনার জেরে রবিবার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে বিকেল পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার পর হাসপাতালে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নার্সরা। হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী জানান, ভয়ংকর এই ঘটনা মনে করলেই তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠছেন।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার মধ্যরাতে। খড়গ্রাম এলাকা থেকে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে এক রোগীকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এ পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা বাড়ে। রোগীর বাড়ির লোকজন চিকিৎসায় দেরি করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে প্রথমে নার্সদের সঙ্গে বচসায় জড়ান। তারপরই ধুন্ধুমার বেধে যায়। অভিযোগ, ২০-২৫ জন হাসপাতালের ভিতরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে কর্তব্যরত নার্সদের ওপর হামলা চালান। তাঁদের মধ্যে একজন নার্সিং স্টাফের আঘাত গুরুতর। চলে ভাঙচুরও।

এই ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী ও আধিকারিকরা সেখানে চলে আসেন। তড়িঘড়ি আহতদের চিকিৎসা শুরু করা হয়। এ ব্যাপারে এদিন কান্দি হাসপাতালের সিস্টার ইনচার্জ শুক্লা সিনহা বলেন, 'ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। কোনও রোগী এলে তাঁর সঙ্গে দলবেঁধে তাঁর আত্মীয় ও পাড়াপড়শিরাও ঢুকে পড়েন। ফলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়।'

এই ঘটনায় কান্দি হাসপাতালের কার্যনির্বাহী সুপার অভীক দাস বলেন, 'যেভাবে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয়েছে আর নার্সিং স্টাফদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তার নিন্দার কোনও ভাষা নেই। ওই ঘটনায় নার্সরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে।'

যা ঘটেছে

- হঠাৎ করেই কয়েকজন মহিলা জুনিয়ার নার্সদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতে শুরু করেন
- নার্সরা ভয় পেয়ে ওয়ার্ড ছেড়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে মহিলারা সেই ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন
- তারপর তাঁদের সেখান থেকে বের করে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন

শা'কে ভয় পাই না : তেজস্বী

কিশনগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর : 'লালকৃষ্ণ আদবানিকে আমার বাবা লালুপ্রসাদ যাদব গ্রেপ্তার করেছিলেন। আমি লালুপুত্র। তাই অমিত শা-র ফাঁকা বুলিতে আমি ভয় পাই না।' ভোটের প্রচারে এসে ঝোড়ো বক্তৃতায় এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী যাদব। রবিবার বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী আলতা কমলপুর স্কুল ময়দানে আসেন কোচাধামন কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী মাস্টার মুজাহিদ আলমের সমর্থনে প্রচারে। জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের এনডিএ সরকারকে তুলোধোনা করেন তেজস্বী।

এদিন তিনি বলেন, 'বিহারের জনতা এখন পরিবর্তনের মুডে রয়েছে। জল যেমন এক জায়গায় জমে থাকলে পচে যায়, বিহারের বর্তমান সরকারেরও সেই অবস্থা।' তেজস্বীর মন্তব্য, 'আজ থেকে নয়। বহু বছর ধরে বিজেপি এবং আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়ছেন লালু। ফলে মুসলিম ভোট ব্যাংক সবসময়ই আরজেডি-র পক্ষে। আজ অমিত শা হুমকি দিচ্ছেন।'

শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই একাধিক কাঠের আসবাবপত্রের দোকান। রবিবার।

চক্রের শিকড়

প্রথম পাতার পর

চক্রের শিকড় আর কতদূর বিস্তৃত, তা নিয়ে চিন্তিত তদন্তকারীরা। তাঁদের প্রাথমিক ধারণা, এই জাল শংসাপত্রগুলো বিভিন্ন সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও কোথায়, কবে এবং কীভাবে ইত্যাদি তথ্যের হদিস পাওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই বিষয়টি যথেষ্ট বিপজ্জনক।

নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর নিয়ে দিনকয়েক আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ থেকে তিনি অভিযোগ তোলেন, পরিকল্পনা করে ভবানীপুরে বহিরাগতদের ভিড় বাড়ানো হচ্ছে। বলেছিলেন, 'আস্তে আস্তে পরিকল্পনা করে ভবানীপুরকে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। হঠাৎ করে এসে জায়গা কিনে, বাড়ি করে কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।' মমতার এই মন্তব্যের পর জোর চর্চা শুরু হয়। শংসাপত্র কাণ্ডে প্রকাশ্যে আসা নয়া তথ্য সেই আগুনে ঘি ঢালল বলেই মনে করছেন অনেকে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বলেছেন, 'ভিনদেশের নাগরিকদের ভারতে এনে সুপরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির আশপাশে জাল সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া দরকার। রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। এসআইআরের আগে ভুয়ো নথি বানিয়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্তের চেষ্টা চলছে।' রাজ্যের ওপর ভরসা রাখতে নারাজ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর দাবি, 'পুলিশ-প্রশাসন তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করবে। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত চাইছি। বড় বড় মাথারা জড়িত এই চক্রের সঙ্গে।'

পুলিশি হেপাজতে থাকা চক্রের পান্ডা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা ও অন্যতম এজেন্ট নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে দফায় দফায় জেরা করছে পুলিশ। রবিবার পার্থকে নবজিতের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেন নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার, খড়িবাড়ির ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস, নকশালবাড়ির সিআই সৈকত ভদ্র সহ অন্য আধিকারিকরা। এদিকে, তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠছে পার্থর বিরুদ্ধে।

থানায় অভিযোগ দায়েরের সঙ্গে পুলিশ জুড়ে দিয়েছিল পার্থ সাহার একটি মুচলেকা। সেই মুচলেকার সূত্র ধরে নবজিৎকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে, নেপালে আত্মগোপন করেন পার্থ। অবশেষে পুলিশ শনিবার ভোরে বাংলা-বিহার সীমানার ডাঙ্গুজোত থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঁচদিনের হেপাজতে নেয়। নবজিৎও রয়েছেন পুলিশ হেপাজতে।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার তথা জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রার ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জ এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সফিউল আলম মল্লিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খড়িবাড়ি থানায় ডাকা হয়। তলব করা হয়েছিল পার্থর মা ও স্ত্রীকে। তবে তদন্তের স্বার্থে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস শুধু জানালেন, জেরা চলছে। মুখোমুখি বসিয়ে কথা হচ্ছে। নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে সোমবার আদালতে তুলে ফের রিমান্ডের জন্য আবেদন জানানো হবে। পুলিশ আরও তথ্য সংগ্রহের স্বার্থে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

ছন্দহীন জলবায়ু ও ডলোমাইটে সর্বনাশ

প্রথম পাতার পর

বনগুলিতে আবার কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য! সঙ্গে কাঠকুড়ুনিদের উৎপাত। বনের কচি গাছ কেটে সাফ করে দিচ্ছেন কাঠকুড়ুনিরা। এই বন লুটের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তরাই, ডুয়ার্সের জলবায়ুতে। তার প্রভাব পড়ছে চা চাষে। গরমকাল দীর্ঘ হচ্ছে ডুয়ার্সে। বছর দশেক আগেও রহিমপুর চা বাগানের শ্রমিক বান্ধাইন ওরাওঁ অক্টোবর মাসে পাতা তুলতে তুলতে বলতেন, 'আজ জাড় আহে!' (আজ ঠান্ডা পড়েছে)। গত এক দশকে সেই ছবিটা পালটেছে। এবছর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহেও ছাতা মাথায় চা পাতা তুলতে হচ্ছে শ্রমিকদের। তবু ঘামছেন ওঁরা।

বছরের একটা বড় সময় চড়া রোদের প্রভাবে জ্বলে যাচ্ছে চা গাছের পাতা। জলবায়ুর পরিবর্তনে বেড়েছে লুপার কাটার পিলারের মতো পাতাখোর লালপোকা, চা মশা। চা পাতা খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে ওই পোকারা। ওদিকে, কীটপতঙ্গ দমনে খরচ বেড়েছে। পোকায় আক্রান্ত গাছ থেকে পাতা তোলা যায় না। ফলে মার খাচ্ছে উৎপাদন।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ডলোমাইট। ডুয়ার্সের চা বলয়ের একটা বড় অংশ ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা। ভুটানে পাহাড় খনন করে ডলোমাইট তোলা হয়। ভুটান থেকে নেমে আসা নদী, ঝোরার জলে মিশে থাকে সেই ডলোমাইট। নদী, ঝোরাগুলি অনেক চা বাগানের ভেতর দিয়ে বইছে। বেশি বৃষ্টিতে নদী, ঝোরার জলে প্লাবিত হয় চা বাগান। তখন চা বাগানের সর্বনাশ করে জলে মিশে থাকা ডলোমাইট।

এবছর চা বাগানের হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে জমেছে ডলোমাইটের পুরু স্তর। বাগান ম্যানেজাররা বলছেন, ওই গাছ তো মরবেই। তার ওপর ওই জমিতে বহু বছর আর চা গাছ রোপণ করাও যাবে না। অর্থাৎ ডলোমাইটে বন্ধ্যা হচ্ছে চা বাগানের জমি। জলে মিশে থাকা ডলোমাইট মাটির ভেতরে ঢুকে যায়। জল শুকিয়ে গেলেও সেই ডলোমাইট মাটির ভেতর আণুবীক্ষণিক ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়। পরে বৃষ্টি হলে কিংবা সেচের জল সেজন্য ভূঅভ্যন্তরে আর প্রবেশ করতে পারে না।

সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে চা বলয়। চা বলয়ের বর্তমান প্রজন্ম তাই খুঁজছে রুজির নতুন পথ। বন্ধ, অচল, রুগ্ন বাগানের শ্রমিক পরিবারের অনেকে, এমনকি শ্রমিকরাও দিনমজুরি করতে পাড়ি জমাচ্ছেন ভিনরাজ্যে। চা বলয়ের মহিলা, তরুণী, এমনকি কিশোরীরা বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করতে ছাড়ছেন জন্মভিটে। বাইরে থেকে দেখা সহজ, সরল জীবনের কথা কি প্রহসনের মতো শোনায় না?

ইমামদের নিয়ে

প্রথম পাতার পর

নগেন যখন এসআইআর ইস্যুতে ইমাম, মোয়াজ্জিনদের নিয়ে বৈঠক করছেন তখন পিছিয়ে নেই তৃণমূলও। রবিবার একই কায়দায় হলদিবাড়ির বক্সিগঞ্জে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভা হয়। যেখানে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় এসআইআরের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। এসআইআরের নামে বিজেপি বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে ইমাম, মোয়াজ্জিনদের বোঝানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল ও বিজেপি- দুই দলেরই এসআইআর ইস্যুতে ময়দানে নামায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের পার্থপ্রতিম অবশ্য বলেছেন, 'শান্তি ও সংহতি নিয়ে আমরা আলোচনা সভা করেছি। বিজেপি বিভ্রান্তি ছড়াতে এসআইআর নিয়ে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে। আমরা তার বিরোধিতা করছি।'

বিজেপি এসআরআইয়ের পক্ষে, আর তৃণমূল শুরু থেকেই তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু বর্তমানে কোচবিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নগেনের এই ইস্যু নিয়ে বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দলে গুরুত্ব পাচ্ছেন না বলে নগেন একাধিকবার বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন। এমনকি তিনি প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছিলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

সেই নগেনই এসআরআই নিয়ে ময়দানে নামায় বিজেপি বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে। যদিও তাতে অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। বিজেপির কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায় অবশ্য বলেছেন, 'নগেন রায় আমাদের দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ। তিনি বিজেপির পক্ষে কথা বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। জিসিপিএ নামে তাঁর একটি সংগঠন রয়েছে। উনি সেই সংগঠনেরও কাজ করেন। এখানে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

রুখলেন বন্ধু

প্রথম পাতার পর

তবে এই ঘটনায় যাঁরা জড়িত তাঁরা কেউই একে অপরের অপরিচিত নন বলে পুলিশের দাবি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'ওঁরা প্রত্যেকেই একে অপরকে চেনেন। ওই তরুণকে গাড়িতে তোলার আগে ওঁদের নিজেদের মধ্যে কোনও ঝামেলা হয়েছিল। সেটা টাকাপয়সা নিয়েও হতে পারে। আবার একমধ্যে ড্রাগস পেডলিংয়েরও কোনও ব্যাপার থাকতে পারে। সিকিমের একটি পার্টি এই ঘটনায় যুক্ত থাকাতেই আমরা এমনটা মনে করছি।' শাহিদের বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারীরাও তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

শাহিদ সেবক রোড সংলগ্ন এলাকারই বাসিন্দা। তাঁর দাবি, 'শনিবার রাতে একজন আমাকে সেবক রোডে শপিং মলের পাশের রাস্তায় আসতে বলেন।' অভিযোগ, বন্ধুর সঙ্গে শাহিদ স্কুটারে সেখানে গেলে কয়েকজন তরুণ তাঁকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নেন। গাড়ির সমস্ত কাচ তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাই সাহায্যের জন্য শাহিদ চিৎকার করলেও কেউ তা শুনতে পাচ্ছিলেন না। ললিত গাড়ি চালিয়ে প্রথমে ইস্টার্ন বাইপাসে যান। সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি শালুগাড়ার দিকে যান। গাড়িটি নিয়ে সেখানে যাওয়ার পর কী হয়েছে তা পাঠক ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। মাস কয়েক আগেই সেবক রোডে শপিং মলের সামনে থেকে এক তরুণীকে লিফট দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে সর্বস্ব লুটের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। এবারে ফের আরেকটি অপহরণের ঘটনার চেষ্টা সামনে আসায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলে অনেক কিছুই জানা যাবে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

বৃদ্ধ খুন

বহরমপুর, ২৬ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরেও বেপরোয়া বালি মাফিয়ারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ সফরে বারবার বালি মাফিয়াদের কড়াভাবে সতর্ক করলেও, পরিস্থিতির পরিবর্তন যে ঘটেনি, তা নতুন করে সামনে এল। রবিবার হিজল এলাকায় ময়ূরাক্ষী নদীর বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে নিরীহ এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। গোলাম শেখের (৭০) খুনে যুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী সহ প্রশাসনিক কর্তাদের এলাকায় ছুটে আসতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই হিজল এলাকায় ময়ূরাক্ষী নদীতে সক্রিয় বালি মাফিয়াচক্র। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে বালি পাচার হচ্ছে প্রত্যেকদিন। যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব স্থানীয়রা।

শুধু মুনাফার খোঁজ নয়, নিতে হবে দায়িত্বও

প্রথম পাতার পর

তাঁদের ব্যবহারের সিগারেট, ঠান্ডা পানীয়র বোতল, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের জলের বোতল, কেক, বিস্কুটের প্যাকেট কোথায় যাচ্ছে? পাহাড়ের কোনও গ্রামে বর্জ্য পৃথকীকরণ বা প্রক্রিয়াকরণ করার কোনও ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। দার্জিলিং বা কালিম্পং শহরেই এখনও এই ব্যবস্থা নেই, গ্রাম তো দূরের কথা। তাহলে এই যে বিপুল সংখ্যায় মানুষ ঘুরতে আসছেন, তাঁদের ফেলে যাওয়া বর্জ্য যাচ্ছে কোথায়? উত্তর খুব সোজা। পাহাড়ের ঢালে, খাদে, ঝরনার পথে। বিপুল প্লাস্টিক জমে রয়েছে আমাদের পাহাড়ে। ফলে জলের গতিপথ আটকাচ্ছে। স্বাভাবিক নিয়মে জল নীচে নেমে আসার অন্য রাস্তা খুঁজে নিচ্ছে। ফল, নিত্যনতুন জায়গায় ঝরনার সৃষ্টি, রাস্তায় জল পড়া এবং ধস।

পাহাড় ফুটো করবার জন্য চলছে বিশাল বিশাল যন্ত্র, রেলগাড়ির রাস্তা তৈরি হচ্ছে। তার আগে করা হচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ। ফলত সূক্ষ্ম কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে আর ভঙ্গুর পাহাড় ধস হিসেবে নেমে আসছে রাস্তায়, নদীতে। হিমবাহ গলা জল জমে পাহাড়ের উঁচু ঢালে রয়েছে বেশ কিছু হ্রদ। এই হ্রদগুলির পাড়ে জমে রয়েছে নুড়ি-পাথর। জল আটকে রেখেছে এই পাথরগুলি। কিন্তু জলের উচ্চতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, কখনও পাথর ছাপিয়ে দু'কূল ভাসিয়ে নীচে নেমে আসছে, অকস্মাৎ। প্রলয় সৃষ্টি করছে নীচের অববাহিকায়। যেমন ঘটেছিল ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর, উত্তর সিকিমের লোনাক লেকে। প্রয়োজন মাঝে মাঝে হ্রদগুলি থেকে কৃত্রিমভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সরু ধারার সৃষ্টি করে জল কমানো। কিন্তু তেমন কোনও কিছুই এখনও হল না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দেশের বৃহৎ এয়ারপোর্টগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আহ্বান করেছে মানুষকে আমাদের রাজ্যে আসার জন্য। এই খরচের কিয়দংশ যদি কিছু বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের কাজে ব্যবহার করা হত তাহলেও প্রকৃতি এবং পরিবেশ কিছুটা বাঁচত।

জেলা হিসেবে আজকের দিনে সবথেকে বেশি হোমস্টে রয়েছে কালিম্পংয়ে। সম্ভবত দেশের সব জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি পর্যটকদের নজর এই জেলায়। গর্বের ব্যাপার। কিন্তু রাজ্য সরকার বা পর্যটন দপ্তর কি কোনও ব্যবস্থা করেছে এই এগিয়ে যাওয়াকে একটা সামগ্রিক পরিবেশবান্ধব রূপ দিতে? নাকি কয়েকটি প্লাস্টিকের ফ্লেক্স টাঙিয়েই কাজ সেরেছে?

আমাদের পাহাড়ের মাটি নরম। গ্রামের পাহাড়ি পথ দিয়ে আগে মানুষজন আসা-যাওয়া করত। বেশিরভাগটাই হেঁটে। সেই রাস্তা এখন পিচ ঢালা। গাছ কেটে, রোলার এনে চওড়া রাস্তা বানানো হচ্ছে ঠিকই, তবে সবক্ষেত্রে বিজ্ঞান মেনে কাজ হচ্ছে না। ফলে ধস অনিবার্য হয়ে উঠছে।

পাহাড়ি নদীগুলির ধারে, কোথাও কোথাও নদীর বুকে জবরদখল করে গড়ে উঠছে ফুর্তি করার অসংখ্য দরবার। শিলিগুড়ি শহর থেকে জায়গাগুলি এমন কিছু দূর নয়। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা একটু চোখকান খোলা রাখলেই দেখতে পারবেন। অবশ্য দেখবার ইচ্ছে থাকতে হবে। সুখিয়াপোখরি থেকে কাছেই রয়েছে রামভাঙ নদী, পাহাড়ি পরিভাষায় খোলা। বছর পাঁচেক আগেও খুব একটা পরিচিতি ছিল না জায়গাটার। এখন খোলার চলার স্বাভাবিক রাস্তা বেআইনি দখল করে গড়ে উঠেছে প্রচুর হোমস্টে আর রিসর্ট। এদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই নেই।

প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। এই কয়েকদিন আগেও নিল। রাতের অন্ধকারে প্রবল বৃষ্টিতে রামভাঙ, বালাসন উন্মত্ত রূপ ধারণ করে নিজের চলার পথ পরিষ্কার করল। বেশ কিছু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন, প্রাণ গেল। এই বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। শুধু কালিম্পং জেলা ধরে যদি এগোই তাহলে একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। শুধু কালিম্পং জেলায় এগারোশোর ওপর সরকার স্বীকৃত হোমস্টে রয়েছে। স্বীকৃতি নেই এমন হোমস্টের সংখ্যা কয়েকগুণ। এর বাইরে রয়েছে নথিভুক্ত নয় এমন হোমস্টে, কালিম্পং শহরে অসংখ্য হোটেল, পর্যটকদের আনা-নেওয়ার গাড়ি, আশপাশে ঘোরানোর গাড়ি, টিকিট, সবটাই এক বিশাল ক্ষতি। দার্জিলিং এবং সিকিম মিলিয়ে ১৫ দিনে পর্যটনশিল্পে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচশো কোটির আশপাশে, যা অপূরণীয়।

বিপর্যয়ের ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই আবার পর্যটকে ভরে গিয়েছে পাহাড়। আপনারা আসুন। নিজের দুই চোখ দিয়ে উপভোগ করুন হিমালয়ের সৌন্দর্য। শান্ত হয়ে কোথাও বসে সামনের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে ভাবুন এই বিশালতার সামনে আমরা কতটা ক্ষুদ্র, আমাদের দ্বেষ, আমাদের পাওয়া, না পাওয়ার হিসেব, রাগ, কামনা বাসনার সুপ্ত চাহিদা সবটাই কতটা ছোট এই আদি অকৃত্রিম হিমালয়ের সামনে। প্রকৃতি সর্বশক্তিমান, তার সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করুন, তার কাছে ক্ষমা চান, ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হোন। প্রকৃতিও আপনাকে ভালো রাখবে।

এসআইআর নিয়ে

প্রথম পাতার পর

বঙ্গ বীরাঙ্গনা' দেখছে মূলত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকা। বঙ্গমাতা বাহিনীর আওতায় পুরনিগমের ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে। 'মণিকর্ণিকা'-কে পুরনিগমের ১, ২, ৩, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। আর টিম নারায়ণীকে পুরনিগমের ৪, ৫, ৭, ১৫, ১৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড এসআইআর-এর প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত ছয় মাস ধরে শহরের বিভিন্ন মন্দিরে এই কর্মসূচি চালানো হয়েছে। মহামঞ্চের কর্তাদের কথায়, শহর ও সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকায় চারটি মন্দিরে হিন্দু ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে প্রতিদিন গীতা পাঠ-কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। গীতা পাঠে আসার জন্য এলাকার অভিভাবকদের কাছে ছোটদের নিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যে সমস্ত অভিভাবক নিজেদের সন্তানদের প্রতিদিন গীতা শোনার জন্য পাঠাচ্ছেন তাঁদের কাছেই প্রথমে হিন্দু ভাবধারার মাধ্যমে সংগঠনের পরিকল্পনার কথা জানানো হচ্ছে। যাঁরা ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার গোপন বৈঠকের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়েছে। এরপরই এসআইআর-এর সপক্ষে জনমতে প্রচারের পারদর্শী ভূমিকা নিতে পারেন, এমন ৬০ জনকে নির্বাচিত করে এলাকার ভিত্তিতে তাঁদের চারটে টিমে ১৫ জন করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রতিবারেই ভোটে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে হিন্দু মহিলাদের মনে জায়গা করে নিতেও টিমগুলোতে শুধুমাত্র মহিলাদেরই রাখা হয়েছে। এই মহিলারা সবার কাছে গিয়ে এসআইআর নিয়ে প্রচার চালানোর পাশাপাশি একই পদ্ধতিতে দল ভারী করার চেষ্টা করছেন।

গোটা পরিস্থিতির দিকে শাসক শিবিরেরও নজর রয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক পরিবেশে কেউ কোনও কিছু নিয়ে প্রচার করতেই পারে। তবে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হলেও গোটা বাংলা গর্জে উঠবে।'

সিডনি এয়ারপোর্টের পোস্ট ঘিরে জল্পনা

সাতাশের বিশ্বকাপেও রোহিত, দাবি কোচের

সিডনি, ২৬ অক্টোবর : বিদায় অস্ট্রেলিয়া।

গতকালই সিডনিতে সেঞ্চুরি ইনিংসের পর জানিয়ে দিয়েছিলেন, আর হয়তো স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলা হবে না। এদিন অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার আগে সমাজমাধ্যমে আবেগঘন একটি পোস্টে সেই ভাবনায় সিলমোহর রোহিত শর্মার। বুঝিয়ে দিলেন, টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে এটাই শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর।

সিডনি এয়ারপোর্টে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে রোহিত লিখেছেন, 'শেষবারের মতো। সিডনি থেকে বিদায় নিচ্ছি।' তবে ভারতীয় দলের জার্সিতে এখনই বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানার কোনও ইচ্ছে নেই, গতকালই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। বলেও দেন, ক্রিকেট তার ভালোবাসা। আরও কিছুদিন যা আঁকড়ে থাকতে চান।

রোহিতের জল্পনা-পোস্টের মাঝে ছাত্রের অবসর নিয়ে বড় ইঙ্গিত হিটম্যানের ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের। তিনি বলেছেন, 'রোহিত যেভাবে ব্যাটিং করছে, দলকে জেতাচ্ছে, আমি খুশি। রোহিত ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপেও খেলবে। তারপরই অবসর নেবে। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এখনই অবসর নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা নেই ওর।'

রোহিতের ছোটবেলার কোচ দীনেশ আরও বলেছেন, 'সিডনিতে সেঞ্চুরির মুহূর্তটা অসাধারণ ছিল। অনেকে দাবি করছিলেন, রোহিত খেলতে পারছে না। এবার অবসর নেওয়া উচিত। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দুই ম্যাচেই দারুণ ব্যাট করল। প্রমাণ করল, এখনও সেরাদের অন্যতম ও। এখনও দেশকে জেতানোর ক্ষমতা রয়েছে। এই আত্মবিশ্বাসই ওর সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ।'

২৩৬ রান তাড়া করে বিরাট কোহলি-রোহিতের ১৬৮ রানের যুগলবন্দির সামনে বন্ধ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে ফেরার রাস্তা। দীনেশ আরও বলেছেন, 'বিরাটকে নিয়েও নানারকম কথা হচ্ছিল। নেতিবাচক মন্তব্য করছিলেন অনেকে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, বিরাটও রান পাবে। ওরা দুজনেই ভালো খেলবে। রোহিতের সঙ্গে বিরাটকেও ২০২৭ বিশ্বকাপ দলে দেখতে চাই।'

বিরাট বনাম রোহিত, বিতর্কেও নিন্দুকদের একহাত নেন হিটম্যানের কোচ। জানান, রোহিত আর বিরাটের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়েও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সব মিথ্যা রটনা। দুজনে ভালো বন্ধু। দেশের জন্য সেরা দিতে সবসময় তৎপর। ওদের মধ্যে নেতিবাচক কিছু থাকলে এরকম দুর্দান্ত জুটি, 'রোকো' জুটিতে এত ভালো বোঝাপড়া দেখা যেত না।

ভারতে ফেরার আগে সিডনি বিমানবন্দরে তোলা এই ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করে রোহিত শর্মা লিখলেন, 'শেষবারের মতো। সিডনি থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

ব্যর্থ হলেই বাদ, হুমকি দেন গম্ভীর

সিডনি, ২৬ অক্টোবর : মাথার ওপর খোদ হেডকোচের নিদান।

ব্যর্থ মানে দল থেকে ছাঁটাই। শেষপর্যন্ত প্রিয় কোচের ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে লেটার মার্কস সহ পাশ হর্ষিত রানা। সিডনির দাপুটে জয়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের জন্য মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন চার উইকেট।

গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার হর্ষিত। অভিযোগ, পারফরমেন্স নয়, গম্ভীরের কারণেই ভারতীয় দলে বারবার ঢুকে পড়ছেন নাইট রাইডার্সের ডানহাতি পেসার। হর্ষিতের ব্যর্থতায় তাই চাপ বাড়ছিল গম্ভীরের ওপরও। পালটা চাপ দিয়েই সেরাটা আদায়ের রাস্তায় হাঁটেন হেডকোচ। একথা জানিয়েছেন হর্ষিতের ছোটবেলার কোচ শারবন কুমার।

ছাত্রের সাফল্যের খুশি নিয়ে তিনি বলেছেন, 'ম্যাচের আগের দিন হর্ষিতকে ডেকে গম্ভীর বলেন, পারফর্ম না করলে বসিয়ে দেবে। জানিয়ে দেয়, পারফরমেন্সই শেষ কথা। এরপর হর্ষিত আমাকে ফোন করে। ওকে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেছিলাম। অনেকে অভিযোগ করছিলেন, হর্ষিত সুযোগ পাচ্ছে গম্ভীরের প্রিয় বলে। কিন্তু ও কতটা প্রতিভাবান, তা গম্ভীর জানে। তাই পাশে থাকে। শুধু হর্ষিত নয়, সবার ক্ষেত্রেই এভাবে পাশে থাকে। সবাইকে শুধু বলতে চাই, হর্ষিত সবে ২৩। আর একটু সময় দিন।'

সিডনি দ্বৈরথে চার শিকার। যার মধ্যে শেষ স্পেলে দুরন্ত বোলিংয়ে ধসিয়ে দেন অজি ইনিংসকে। সবথেকে খুশি মিচেল ওয়েনের উইকেট নিয়ে।

সফল হয়ে রোহিতকে 'গুরুপ্রণাম' হর্ষিতের!

যার নেপথ্যে রোহিত শর্মা। 'গুরুপ্রণাম' জানাতেও ভোলেননি। সতীর্থ ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কথোপকথনে হর্ষিত বলেছেন, 'সেরা উইকেট ওয়েনের। ওকে বল করার আগে শুভমান বলছিলেন স্লিপ রাখতে। ওকে বলি দরকার নেই। এরপর রোহিতভাই বলে একটা স্লিপ রেখে বল কর। মেনে নিয়ে স্লিপ নিই এবং তারপর প্রথম বলেই উইকেট!' ওয়েনকে আউটের পর রোহিতের হাত ধরে মাথা নীচু করে কুর্নিশ জানাতে দেখা যায় হর্ষিতকে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে। এক বছরের মধ্যে আবার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। সুন্দরকে হর্ষিত বলেছেন, 'কখনও ভাবিনি আবার এখানে আসব। এই অনুভূতি বলে বোঝানো মুশকিল। আমি খুশি, দারুণ খুশি। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় খেলার অভিজ্ঞতা আমাকে সাহায্য করেছে। এখানকার বাউন্স, বলের লেংথ সম্পর্কে আগাম ধারণা ছিল।'

সুন্দরও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন সতীর্থকে। স্পিন-অলরাউন্ডার বলেছেন, 'প্রতি স্পেলে যেভাবে আগুন ঝরিয়েছ, আমরা সবাই উপভোগ করেছি। তোমার দুরন্ত বোলিংয়ের কারণে অস্ট্রেলিয়াকে সম্ভাব্য স্কোরের থেকে ৩০ রান আগে থামানো গিয়েছে, যা ম্যাচে তফাত গড়ে দেয়। ৩৫ ওভারের পর তুমি যেভাবে মাথা কাজে লাগিয়েছ, তা প্রশংসনীয়।'

'চার উইকেট বড় প্রাপ্তি'

শ্রীকান্তের প্রশংসাও আদায় করে নিলেন হর্ষিত

৪ উইকেট নেওয়ার জন্য হর্ষিত রানাকে অভিনন্দন বিরাট কোহলির।

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : একটা ম্যাচ। একটা দুরন্ত পারফরমেন্স।

বদলে দিয়েছে হর্ষিত রানাকে ঘিরে পুরো আবহ। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের বিশ্বাসের ভরসা রাখার সঙ্গে প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন কট্টর সমালোচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তেরও। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ওপেনার অভিযোগ করেছিলেন, ভারতীয় দলে একজনেরই স্থায়ী জায়গা রয়েছে, সে হল হর্ষিত। গম্ভীরের স্নেহভাজন হওয়ায় যে সুবিধা পাচ্ছেন। পারফরমেন্স নয়, কোচের প্রিয়পাত্র হওয়ায় ভারতীয় দলে বহালতবিয়তে রয়েছেন। সিডনিতে হর্ষিতের ম্যাচ জেতানো বোলিং দেখার পর সেই শ্রীকান্তের গলায় একেবারে ভিন্ন সুর। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন গম্ভীরের প্রিয়পাত্রকে।

ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত এদিন বলেছেন, 'সিডনিতে দুর্দান্ত বল করেছে হর্ষিত। ওডিআই ক্রিকেটে চার উইকেট নেওয়া বড় প্রাপ্তি। ওর চার শিকারের মধ্যে আমার কাছে সেরা উইকেট মিচেল ওয়েনের। দুর্দান্ত ডেলিভারি। রোহিতও খুব ভালো ক্যাচ নিল।' হর্ষিতের প্রশংসায় এখানেই বিরতি দেননি ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ওপেনার। শ্রীকান্ত আরও বলেছেন, 'অসাধারণ লাইন-লেংথে বল করেছে। আগের ম্যাচে (অ্যাডিলেডে) ডেথ ওভারে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সিডনিতে একেবারে উলটো ছবি। ডেথেও দুর্দান্ত বল করল। শর্ট বলের পথে হাঁটেনি বললেই চলে। বাড়তি স্লোয়ার দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। যার সুফল পেয়েছে হর্ষিত। তোমার প্রচুর সমালোচনা করেছিলাম। আজ অবশ্য সমস্ত প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।'

> অসাধারণ লাইন-লেংথে বল করেছে হর্ষিত। অ্যাডিলেডে ডেথ ওভারে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সিডনিতে একেবারে উলটো ছবি। তোমার প্রচুর সমালোচনা করেছিলাম। আজ অবশ্য সমস্ত প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।
>
> **কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত**

হর্ষিতের ছোটবেলার কোচ শারবন কুমার অবশ্য শ্রীকান্তকে পালটা দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে একসুরে ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে তীর্যক মন্তব্য করেছেন। অভিযোগ, আয়ের জন্য প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন এবং যে যা খুশি বলে দিচ্ছেন। প্রাক্তনদের মনে রাখা উচিত, হর্ষিতদের বয়স কম। অযথা তীর্যক সমালোচনা, কাঁটাছেড়া নয়, প্রাক্তনদের থেকে সঠিক পরামর্শ আশা করে ওরা।

সমর্থকদের উদ্দেশ্যেও হর্ষিতের হয়ে আবেদন করলেন শারবন। দাবি, তাঁর ছাত্রের ওপর ভরসা রাখলে ঠকবেন না। আগামীদিনে ভারতীয় দলের ম্যাচ উইনার হয়ে উঠবে। সিডনির মতো আরও অনেক ম্যাচ দেশকে জেতাবে হর্ষিত। ক্রিকেটপ্রেমীদের হতাশ করবে না।

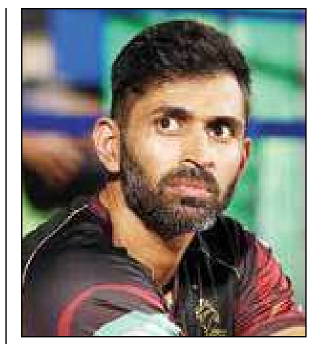

কেকেআরের নয়া কোচ হয়তো অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : সরকারি ঘোষণা হয়নি এখনও। ঠিক কবে সরকারিভাবে ঘোষণা হতে পারে, সেই তথ্যও এখনও অজানা দুনিয়ার। তবে সব ঠিকমতো চললে ২০২৬ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নয়া কোচ হতে চলেছেন অভিষেক নায়ার। অতীতে নাইটদের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন নায়ার। গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর তিনি তাঁর সহকারীও হয়েছিলেন। যদিও ভারতীয় দলে বেশিদিন থাকা হয়নি নায়ারের। জানা গিয়েছে, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের উত্তরসূরির দায়িত্ব পেতে চলেছেন অভিষেকই।

প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিষেক দীর্ঘসময় ধরে নাইটদের সঙ্গে যুক্ত। মুম্বইয়ে কেকেআরের যে অ্যাকাডেমি রয়েছে, সেখানেও কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন অভিষেক। তাছাড়া কেকেআর ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও তাঁর দারুণ সম্পর্ক। গত বছর আইপিএলের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার চাকরি হারানোর পর তিনি কেকেআরেই ফিরেছিলেন। আইপিএলের পাশে মহিলাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়র্স দলের কোচ হিসেবে কাজ করবেন নায়ার। জানা গিয়েছে, কেকেআরের নতুন কোচ হিসেবে অভিষেকের নাম ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা। রাতের দিকে নায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শতরানের পর আজিঙ্কা রাহানে।

রাহানের শতরান

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর : রনজি ট্রফির ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। চার ইনিংস মিলিয়ে ৯০ ওভারে শেষ অসম-সার্ভিসেস ম্যাচ।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শনিবারই ১০৩ রানে অল আউট হয়ে যায় অসম। সর্বাধিক ৫২ রান করেন প্রদ্যুন সইকিয়া। এছাড়া রিয়ান পরাগ করেন ৩৬। সার্ভিসেসের দুই বোলার অর্জুন শর্মা ও মোহিত জাংরা হ্যাটট্রিক করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সার্ভিসেস করে ১০৮। অসমের হয়ে ২৫ রানের বিনিময়ে একাই ৫ উইকেট নেন রিয়ান। দ্বিতীয় ইনিংসে একশোর গণ্ডিও টপকাতে পারেনি অসম। ৭৫ রানেই শেষ হয় তাদের লড়াই। জবাবে মাত্র ২ উইকেট খুইয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সার্ভিসেস।

গোটা ম্যাচে মোট ৫৪০ বল খেলা হয়েছে। ১৯৬১-'৬২ মরশুমে দিল্লি বনাম রেলওয়েজ রনজির ম্যাচ শেষ হয়েছিল ৫৪৭ বলে।

সংক্ষিপ্ততম ম্যাচে হার অসমের

রনজির ইতিহাসে এতদিন সেটিই ছিল সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে শেষ হওয়া ম্যাচ। সেই রেকর্ড ভেঙে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিল তিনসুকিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে অনুষ্ঠিত অসম-সার্ভিসেস ম্যাচটি।

ত্রিপুরা-হরিয়ানা ম্যাচও শেষ দেড় দিনে। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ১২৬ রান তোলে ত্রিপুরা। জবাবে স্কোরবোর্ডে ১৫৮ রান তোলে হরিয়ানা। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও বড় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ত্রিপুরা। ৪৭ রানেই অল আউট হয়ে যায় তারা। মাত্র ১ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের রান তুলে নেয় হরিয়ানা।

এদিকে, ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে আজিঙ্কা রাহানের শতরানে ভর করে প্রথম ইনিংসে বড় রান খাড়া করেছে মুম্বই। ১৫৯ রান করেন রাহানে। এছাড়া সিদ্ধেশ লাড ৮০ রান করেন। ৬০ রানে অপরাজিত রয়েছেন আকাশ আনন্দ। বড় রান করতে ব্যর্থ সরফরাজ খান (১)। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৮ উইকেটের বিনিময়ে মুম্বইয়ের সংগ্রহ ৪০৬ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অনিশ্চিত শ্রেয়স

সিডনি, ২৬ অক্টোবর : মুখরক্ষার সিডনি দ্বৈরথে দুরন্ত জয়। হোয়াইটওয়াশের লজ্জা আটকে অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শুভমান গিলের ভারত। সান্ত্বনার যে জয়ের মাঝে খারাপ খবর ভারতীয় শিবিরের জন্য। পাঁজরের চোটে পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অনিশ্চিত শ্রেয়স আইয়ার।

সিডনি ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার সময় পাঁজরে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক। হাসপাতালেও দৌড়োতে হয়। চোট ভালোমতোই লেগেছে, যা কাটিয়ে মাঠে ফিরতে সপ্তাহ তিনেক লাগবে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শ্রেয়সকে পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। দেশে অবশ্য এখনই ফিরতে পারছেন না। লম্বা বিমানযাত্রার ধকলের কথা মাথায় রেখে সিডনিতেই চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আরও কয়েকটা দিন শ্রেয়সকে রাখা হচ্ছে। ফলে টি২০ দলে না থাকা বাকিরা নিজেদের গন্তব্যে রওনা দিলেও অস্ট্রেলিয়াতে আরও কিছুদিন কাটাতে হচ্ছে শ্রেয়সকে।

এদিন সিডনি থেকে দেশের পথে রওনা দিয়েছেন রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলরা। বিদায়ের আগে সিডনি এয়ারপোর্টে নিজের একটি ছবিও পোস্ট করেছেন হিটম্যান। বিরাট কোহলি অবশ্য দেশে ফিরছেন না এখনই। পাড়ি দিয়েছেন লন্ডনে নিজের নতুন ঠিকানায়। সফরের আগে গত সাত মাস ইংল্যান্ডের রাজধানী শহরেই সপরিবারে কাটিয়েছেন। ফিরছেন লন্ডনেই। শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেল, অর্শদীপ সিংরা টি২০ দলের সঙ্গে ক্যানবেরায় যোগ দিয়েছেন।

লন্ডনের পথে বিরাট, দেশে রোহিতরা

টি২০ দল ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেছে। ২৯ অক্টোবর পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শুরু ক্যানবেরার মানুকা ওভালে। সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেটের তত্ত্বাবধানে সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড কয়েকদিন ধরে ক্যানবেরাতে প্রস্তুতি সারছেন। যে দলে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, রিঙ্কু সিংরাও। অবশ্য। টি২০ দলে না থাকলেও চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে হচ্ছে শ্রেয়সকে।

ওডিআই সহ অধিনায়কের চোট নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, ওর পাঁজরে ভালোমতো আঘাত লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সপ্তাহ তিনেক অন্তত মাঠের বাইরে কাটাতে হবে। তারপর বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে সাময়িক রিহ্যাবে যেতে হবে। তবে চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। তারপরই পরিষ্কারভাবে শ্রেয়সের চোটের পরিস্থিতি। বোর্ড চাইছে, সবকিছু খতিয়ে দেখেই লম্বা বিমানযাত্রার ঝুঁকি নিতে। ফলে সিডনিতেই চিকিৎসাধীন থাকবেন শ্রেয়স। চিকিৎসকদের থেকে ছাড়পত্র মিললেই ফিরবেন। সবমিলিয়ে ৩০ নভেম্বর শুরু ওডিআই সিরিজে শ্রেয়সকে পাওয়া নিয়ে ঘোর সংশয়।

মন্থর পিচ নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

বৃষ্টি কাঁটায় শঙ্কায় বাংলার ৩ পয়েন্ট

বাংলা-২৭৯
গুজরাট-১০৭/৭
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : মুখচোখে একরাশ উদ্বেগ। শরীরিভাষায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ক্রিকেটের নন্দনকানন থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কলকাতায় তখন বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। নিম্নচাপের বৃষ্টি। আগামীকাল-পরশুও কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

পূর্বাভাস মেনে যদি আগামীকাল-পরশু বৃষ্টি হয়, অথবা মন্দ আলোর জন্য খেলা বন্ধ থাকে, তাহলে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে জেতা তো দূরের কথা, তিন পয়েন্টও ভেসে যাবে বৃষ্টিতে।

অথচ, রবিবার দ্বিতীয় দিন বিকেল ৩.২০ নাগাদ মন্দ আলোর জন্য আম্পায়াররা যখন খেলা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করে বাংলার তিন পয়েন্ট পাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা। প্রায় এগারো মাস পর বাংলার হয়ে খেলতে নেমে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের (১৭/৪) ঘূর্ণিতে গুজরাট তখন রীতিমতো চাপে। শাহবাজের টানা এগারো ওভারের স্পেল শুরুর আগেই গুজরাট শিবিরে পালটা চাপের আবহ তৈরি করেছিলেন মহম্মদ সামি। সারাদিনে তিনটি স্পেলে মোট ১৪ ওভার বল করে সামি পেয়েছেন দুইটি উইকেট। তাঁর তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে পরে বাংলার নায়ক হয়ে ওঠেন শাহবাজ। এমন পরিস্থিতিতে 'কাঁটা' হিসেবে হাজির বৃষ্টি। দোসর হিসেবে ফিল্ডিংয়ের সময় পাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের হাঁটুর চোট নিয়েও রয়েছে উদ্বেগ। বিকেলেই এমআরআই হয়েছে সুদীপের। রাত পর্যন্ত সেই রিপোর্ট জানা যায়নি।

গতকালের ২৪৪/৭ থেকে শুরু করে আজ সকালে বাংলার ইনিংস শেষ হয় ২৭৯ রানে। সুমন্ত গুপ্ত (৬৩), আকাশ দীপরা (২৯) চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ইডেন গার্ডেন্সের মন্থর তথা বিরক্তিকর বাইশ গজে দলের রান ৩০০ পার করতে পারেননি। পিচ নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ রয়েছে বাংলা শিবিরের অন্দরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে গুজরাটের সংগ্রহ ১০৭/৭। এখনও ১৭২ রানে পিছিয়ে গুজরাট। ফলোঅন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন আরও ২২ রান। বাংলা কি পারবে সোমবার ছবিটা বদলে দিতে? জবাব সময়ের গর্ভে ও প্রকৃতির হাতে।

বাংলা দলের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'এই পিচের তুলনায় উত্তরাখণ্ড ম্যাচের উইকেট ভালো ছিল। ইডেনের পিচে এত ফাটল শেষ কবে দেখেছি, মনে পড়ছে না।' দ্বিতীয় দিনের খেলা স্থগিত হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজও একই কথা বলেছেন। শাহবাজের কথায়, 'ইডেনের এই পিচ বড্ড মন্থর। ব্যাটার-বোলার, কারও জন্যই সহায়তা নেই। ইডেনের এমন পিচ বড্ড অচেনা।' ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজে ঘরে মাঠের সুবিধা না পাওয়ার ক্ষোভের মাঝেই বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন সামি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিংয়ের সামনে তিন স্পেলে ১৪ ওভার বোলিং করে সামি প্রমাণ করেছেন, ফিটনেস নিয়ে আপাতত তাঁর সমস্যা নেই। অলরাউন্ডার শাহবাজও দেখিয়ে দিয়েছেন, দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি। শাহবাজের কথায়, 'গত ডিসেম্বরে বাংলার হয়ে খেলেছিলাম। মাঝে বেশিরভাগ সময়ই চোটের কারণে বাইরে থাকতে হয়েছে। এই ম্যাচের আগে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলব, এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের কোচ, অধিনায়ক ও সামিভাইয়ের পরামর্শে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিই।'

গুজরাটকে সরাসরি হারিয়ে দেওয়ার মঞ্চটা সামি-শাহবাজ তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু বৃষ্টি সেই মঞ্চে বাংলাকে সফল হতে দেবে তো? কে জানে।

৪ উইকেট নেওয়া শাহবাজ আহমেদকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের। ছবি : ডি মণ্ডল

প্রশ্নে ইডেনের নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : বাংলার ইনিংস তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। গুজরাট ব্যাটিং চলছে। বল হাতে আকাশ দীপ ও মহম্মদ সামি দ্রুত বিপক্ষের উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারির 'ডি' ব্লকের গেট খুলে এক দর্শক ঢুকে পড়লেন মাঠে। হাঁটতে হাঁটতে সোজা হাজির হয়ে গেলেন মিড অফে ফিল্ডিং করা সামির কাছে। তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। পরে ফের তিনি গ্যালারির দিকে হাঁটা দিলেন। ঢুকে পড়লেন ইডেনের 'ডি' ব্লকে। প্রশ্ন হল, নিরাপত্তাকর্মীরা কী করছিলেন। কলকাতা পুলিশের তরফে সেই দর্শককে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। পরে সন্ধ্যার দিকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে খবর। ইডেনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর অস্বস্তিতে পড়ে দ্রুত নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএবি। সচিব বাবলু কোলে বিকেলে বলেছেন, 'রনজি ম্যাচের সময় গ্যালারিতে বল চলে গেলে মাঠকর্মীরাই সেই বল ফিরিয়ে দেন। ফলে গ্যালারির কিছু গেট খোলা থাকে। আজও সেটাই হয়েছে। আমরা নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

> রনজি ম্যাচের সময় গ্যালারিতে বল চলে গেলে মাঠকর্মীরাই সেই বল ফিরিয়ে দেন। ফলে গ্যালারির কিছু গেট খোলা থাকে। আজও সেটাই হয়েছে। আমরা নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **বাবলু কোলে** *(সিএবি সচিব)*

সামির ফিটনেসের খোঁজ নিলেন আরপি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ড ম্যাচের দুই ইনিংস মিলিয়ে বল করেছিলেন মোট ৪০ ওভার। পেয়েছিলেন সাত উইকেট। হয়েছিলেন ম্যাচের সেরাও।

সেদিন তাঁকে দেখার জন্য মাঠে কোনও জাতীয় নির্বাচক ছিলেন না। যা নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। মহম্মদ সামি জানিয়েছিলেন, জাতীয় নির্বাচকদের ফিটনেস আপডেট দেওয়া তাঁর কাজ নয়। পালটা দিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও।

মাঝের কয়েকদিনে ছবি বদলে গিয়েছে। সামির বোলিংয়ের টানে চলতি বাংলা বনাম গুজরাট ম্যাচের প্রথমদিন থেকেই ইডেন গার্ডেন্সে হাজির জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য আরপি সিং। প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার আরপি আবার সামির ভালো বন্ধুও। মন্দ আলো ও বৃষ্টির কারণে আম্পায়াররা যখন দ্বিতীয় দিনের খেলা স্থগিত করার পরই ঘটল ঘটনাটা।

ইডেনের প্রেস বক্সের ঠিক পাশে বসে থাকা আরপি মাঠে হাজির হলেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে কথা বললেন। তারপরই সামিকে ডেকে নিলেন। বাংলা সাজঘরের সামনের বারান্দায় সামি-আরপির আলোচনা চলল ২০-২৫ মিনিট। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছে, জানা যায়নি। তবে একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, সামির কাছে তাঁর ফিটনেস নিয়ে যাবতীয় তথ্য জানতে চেয়েছেন আরপি। লম্বা স্পেল করতে গিয়ে তাঁর হাঁটু ও গোড়ালিতে সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেকথাও জানতে চেয়েছেন আরপি। সামিও তাঁকে যথাযথ জবাব দিয়েছেন।

গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে রবিবারের ইডেনে সামি সারাদিনে করেছেন মোট তিনটি স্পেল। প্রথম স্পেল পাঁচ ওভারের। সংগ্রহ একটি উইকেট। দ্বিতীয় স্পেল তিন ওভারের সংগ্রহ একটি উইকেট। তৃতীয় স্পেল ছয় ওভারের। এই স্পেলে সামি কোনও উইকেট না পেলেও বারবার গতি, পেস, সুইংয়ের মাধ্যমে গুজরাটের ব্যাটারদের বিব্রত করেছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার সামি যে পাঁচ-ছয় ওভারের স্পেল করতে পারছেন, বল হাতে আগের মতোই ছন্দে ফিরছেন, জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্যের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। বিকেলে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সামি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেন, 'আরপি আর আমি অনেকদিনের বন্ধু। দুই বন্ধু আড্ডা দিলাম আজ।'

জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে স্থির থাকা সামি বন্ধু আরপি-র সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার কথা বললেও বাস্তব ভিন্ন। মনে করা হচ্ছে, আগরকরের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান হল আজ। যদিও সামি জাতীয় দলে কবে ফিরবেন, আদৌ ফিরবেন কিনা, সেই প্রশ্নের জবাব এখনও জানে না দুনিয়া।

ফিটনেস নিয়ে সামির সঙ্গে আলোচনায় জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিং। রবিবার।

সেমিফাইনালেও থাকছে বৃষ্টির কাঁটা

বাংলাদেশ-১১৯/৯ (২৭ ওভারে)
ভারত-৫৭/০ (৮.৪ ওভারে)

নভি মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : মুম্বইয়ের বৃষ্টি ও ট্রাফিক বিখ্যাত। কিন্তু নিম্নচাপের কারণে এবার মহারাষ্ট্রেও অকাল বর্ষা (নেটপাড়ার নাম অ্যারাইভাল অফ মনসুন ২.০) ভোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার প্রভাব পড়ছে মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপেও।

রবিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের নিয়মরক্ষার ম্যাচ বৃষ্টির জন্য শুরু হল নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা পর। ১২.২ ওভার হওয়ার আবার বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকল। ফলে ম্যাচের ওভার কমে দাঁড়াল ২৭-এ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রং ছড়ালেন টিম ইন্ডিয়ার দুই স্পিনার রাধা যাদব ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি। শুধু রবিবার নয়, বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও বরুণদেব ভোগাতে পারে ভারতকে। সেদিন ম্যাচ ভেস্তে গেলে লিগ টেবিলে চার নম্বরে শেষ করায় টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে ভারত।

গত ম্যাচে বাঁ হাতের মধ্যমায় চোট পাওয়ায় এদিন নামতে পারেননি শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। তাঁর বদলে ওডিআই অভিষেক হয় উমা ছেত্রীর।

ভেস্তে গেল ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ

ভারতকে এদিন চিন্তায় রাখল ফিল্ডিংয়ের সময় ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালের ডান পায়ের গোড়ালি মচকে যাওয়া। যার ফলে রানতাড়ায় স্মৃতি মান্ধানার (অপরাজিত ৩৪) সঙ্গে ওপেনে নেমেছেন আমনজ্যোৎ কাউর (অপরাজিত ১৫)। এর আগে রাধা (৩০/৩) ও শ্রী চরণির (২৩/২) স্পিনে হাসফাঁস করে বাংলাদেশ। শারমিন আখতার (৩৬) ও শোভানা মোস্তারি (২৬) ছাড়া কেউ সুবিধা করতে পারেননি। বাংলাদেশ আটকায় ১১৯/৯ স্কোরে। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৭। ৮.৪ ওভারে ভারত ৫৭/০ স্কোরে পৌঁছোনোর পরই আবার বৃষ্টি নামে। এরপর আর খেলা শুরু করা যায়নি। ভারতীয় সময় রাত ১০.২০ নাগাদ ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

৩ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস রাধা যাদবের। নভি মুম্বইয়ে।

অনুশীলনে চোট পেলেন টাংরি

ডেম্পোকে নিয়ে ছক কষা শুরু বাগানের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৬ অক্টোবর : এখানে অনুশীলনের জন্য একেক দিন একেকটা মাঠ দেওয়া হচ্ছে ক্লাবগুলোকে। ফলে উতোরদার পর এদিন আবার ভেরনার মাঠে চলে যেতে হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। যদিও এই নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই কোচ বা টিম ম্যানেজমেন্ট কারও। তবে অনুশীলনে দীপক টাংরির চোট পাওয়া নিশ্চিতভাবেই চিন্তা বাড়াল মোহনবাগান শিবিরের।

> প্রথমার্ধে এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে নিজেদের খেলা খেলতে পারিনি আমরা। সেই সময় বল আটকে যাচ্ছিল বলে তুলে তুলে খেলতে হয়েছে। যেটা আমাদের দলের চরিত্রবিরোধী। পরে বৃষ্টি কমে এবং আমরা ভালো খেলতে শুরু করি। তবে তার আগেই অবশ্য জেমি প্রয়োজনীয় গোলটা পেয়ে যায়।
>
> **শুভাশিস বসু**

ইরান না যাওয়ার মেঘ কাটার জন্য যা যা দরকার ছিল, সবই মোটামুটি করে দেখাচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন-মেহতাব সিংরা। আইএফএ শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে আরম্ভ করে সুপার কাপের শুরুটা মসৃণ হওয়া, সবই এখনও ঠিকঠাক। শুধু তাই নয়, প্রধান প্রতিপক্ষের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খাওয়ায় পরিস্থিতি আরও অনুকূল হয়েছে। এখন ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ-ফুটবলার, সবারই একমাত্র লক্ষ্য সমর্থকদের খুশি করে তাঁদের পাশে পাওয়া। গত কয়েক বছর দলের পারফরমেন্স ভালো থাকায় বহু সমর্থক বাইরেও দলের খেলা দেখতে গিয়েছেন। কিন্তু এবারই দেখা গেল, কোনও মোহনবাগান সমর্থক নেই ফতোরদার জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। আর এটাই ভাবাচ্ছে শুভাশিস বসুদের। যে কোনও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ কঠিন হয়। চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারিয়ে সেই হার্ডল ইতিমধ্যেই পার করে ফেলেছে সবুজ-মেরুন বাহিনী। প্রবল বৃষ্টিতে যে খানিকটা সমস্যা হয়েছে সেটা বলছিলেন কোচ ও অধিনায়ক। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বললেন, 'আবহাওয়া এত খারাপ ছিল যে শুরুতে এই রকম অবস্থায় কীভাবে খেলা যায় সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। পরে একটু বৃষ্টির দাপট কমলে দ্বিতীয়ার্ধে দল অনেকবেশি ভালো খেলে। আমি খুশি ৩ পয়েন্ট আসায়। তবে কাজ শেষ হয়নি। এখন আমাদের পরের ম্যাচগুলোতেও ভালো খেলে জিততে হবে।' প্রায় একইকথা শুভাশিসের মুখেও, 'প্রথমার্ধে এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে নিজেদের খেলা খেলতে পারিনি আমরা। সেই সময় বল আটকে যাচ্ছিল বলে তুলে তুলে খেলতে হয়েছে। যেটা আমাদের দলের চরিত্রবিরোধী। পরে বৃষ্টি কমে এবং আমরা ভালো খেলতে শুরু করি। তবে তার আগেই অবশ্য জেমি প্রয়োজনীয় গোলটা পেয়ে যায়।' কোচের মুখে তাঁর প্রশংসাও শোনা গেল, 'জেমির কাজ গোল করা। ও সেটাই করে দলকে সাহায্য করছে। আমি খুশি ওর পারফরমেন্সে।'

এবার সামনে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো স্থানীয় দল। যারা আবার ইস্টবেঙ্গলকে আটকে দিয়েছে। কাজটা যে কঠিন সেটা বলেই গেলেন মোলিনা, 'আমরা খেলা দেখতে পাইনি। তবে ইস্টবেঙ্গলের মত দলকে আটকে দেওয়ায় এটা প্রমাণিত যে আমাদের কাজ সহজ হবে না। ম্যাচ কঠিন হতে চলেছে। ফলে আমাদের সতর্ক থেকে মাঠে নামতে হবে।' আগেরদিন যাঁরা খেলেননি তাঁরাই এদিন মূলত অনুশীলন করলেন। আর ছোট মাঠ করে সিচুয়েশন অনুশীলনের সময়েই অভিষেক সূর্যবংশীর সঙ্গে বল কাড়াকাড়িতে চোট পেলেন টাংরি। মোলিনাকেও দেখা গেল চিন্তিত মুখে দৌড়ে যেতে। তিনি বসে পড়েন। তবে পরে মাঠ ছাড়ার সময়ে হেঁটেই তাঁকে বাসে উঠতে দেখা গেল। সহকারী কোচ বাস্তব রায় জানিয়ে গেলেন, চোট খুব গুরুতর কিছু নয়।

দীপক টাংরির চোট দেখতে মোহনবাগান ফুটবলারদের ভিড়। ছবি : প্রতিবেদক

শেষদিকে গোল হজমের রোগে বিরক্ত অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৬ অক্টোবর : প্রথম ম্যাচ ড্র করে পয়েন্ট নষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই মন-মেজাজ খারাপ লাল-হলুদ শিবিরের।

পাশে থাকতে গোয়ায় এসেছেন প্রায় দশ-বারো জন সমর্থক। শনিবার ম্যাচের শুরুতে জোরালো গলার আওয়াজে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের সমর্থকরা চাপে থাকলেও ম্যাচের পর দ্রুত মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁদের। গোয়া তো বটেই মুম্বই ও আশপাশের অঞ্চলে চাকরি করা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাই উইকএন্ডে দলের জয় দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সফর তেতো হয়ে যেতে তাঁদের সময় লাগেনি। এই ম্যাচের পর বিরক্ত কলকাতায় বা অন্যান্য শহরে থাকা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাও। প্রায় প্রতি টুর্নামেন্টেই একই চিত্র। ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে সমর্থকদেরও। আইএফএ শিল্ড ফাইনাল শেষপর্যন্ত হয়নি। তবু তাঁরা পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও একটা বিদেশিহীন দলের বিপক্ষে ছয় বিদেশি নিয়েও (একসঙ্গে পাঁচ বিদেশি সবসময় মাঠে থেকেছেন) যদি শেষ মুহূর্তের গোলে জেতা ম্যাচ ড্র করতে হয় তাহলে দলের প্রতি রাগ-ক্ষোভ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে রোগ কিছুতেই সারছে না ইস্টবেঙ্গলের। ৮৯ মিনিটে গোল খাওয়ার একটাই ব্যাখ্যা অমনোযোগ। যে

ব্যাখ্যাটা দিতে চাইলেন না বলেই ম্যাচের পর কথা বলে দ্রুত মাঠ ছাড়েন অস্কার ব্রুজোঁ ও তাঁর দলবল। এর আগে আইএসএল বা অন্যান্য বহু ম্যাচেই এই রকমভাবে শেষমুহূর্তে গোলে হারতে হয়েছে বা ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল। যে সমস্যা কিছুতেই কাটছে না।

এদিন আর মাঠে নামেনি দল। শুধু হোটেলের জিমে রিকভারি করানো হয় ফুটবলারদের। তবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে না চাইলেও ফুটবলারদের উপর নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অস্কার। কারণ তিনিও বুঝতে পারছেন যা পরিস্থিতি তাতে এখন বাকি দুই ম্যাচ জিততেই হবে তাঁর দলকে। নাহলে গ্রুপ থেকেই বিদায়। চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারালেই হবে না। শেষ ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষেও জিততে হবে। কারণ তাঁর দল ড্র করলেও প্রথম ম্যাচ জিতে এগিয়ে আছে মোহনবাগান। এবার তারা যদি ডেম্পো ম্যাচও জিতে যায় তাহলে ইস্টবেঙ্গল চেন্নাইয়ের বিপক্ষে জিতলেও শেষ ম্যাচে এক পয়েন্ট পেলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলই সেমিফাইনালে যাবে। ফলে আপাতত কঠিন পরিস্থিতি নিজেরাই তৈরি করে ফেলেছেন আনোয়ার আলি-লালচুংনুঙ্গারা। যে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তাঁদেরই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

এল ক্লাসিকো রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৬ অক্টোবর : গত মরশুমে লা লিগায় জোড়া এল ক্লাসিকোয় হারের মুখ দেখেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই যন্ত্রণা রবিবার ঘরের মাঠে মেটাল তারা। এদিন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে চলতি লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল। ১০ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ২৭। হারলেও ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকল বার্সা।

জিরোনা ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এদিন বার্সার ডাগআউটে ছিলেন না কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সঙ্গে চোটের জন্য রবার্ট লেওয়ানডস্কি, গাভি, রাফিনহাকে পায়নি তারা। চাপে থাকা বার্সার বিরুদ্ধে ২২ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরান ফের্মিন লোপেজ। কিন্তু ৪৩ মিনিটে জুডে বেলিংহামের গোলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে রিয়াল। বিরতির পর এমবাপে পেনাল্টি মিস করলেও রিয়ালের জয় আটকায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে সংযুক্তি সময়ে লাল কার্ড দেখে বার্সার দুর্দশা বাড়ান পেদ্রি।

সোনা জয় গুকেশ, দিব্যার

রোডস, ২৬ অক্টোবর : দাবা ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপে ভারতকে সাফল্য এনে দিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ, দিব্যা দেশমুখ ও নিহাল সারিন। সোনা জিতলেন তিনজনই। ১৮ থেকে ২৬ অক্টোবর ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপের আসর বসেছিল গ্রিসের রোডসে। ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ১২০টিরও বেশি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যেও অপরাজিত থেকে সোনা জিতলেন গুকেশ। তাঁর দল 'সুপার চেস' ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ১৪ পয়েন্টই তুলে নেয়। ১ নম্বর বোর্ডে সোনা জেতেন গুকেশ। ৩ নম্বর বোর্ডে সোনা জিতেছেন নিহাল।

এদিকে, ভারতীয়দের মধ্যে মহিলা বিভাগে একমাত্র সোনা জিতেছেন সদ্য বিশ্বকাপজয়ী দিব্যা। 'সারকল ডেশেক ডু মন্টে কার্লো' দলের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। ২ নম্বর বোর্ডে শীর্ষে শেষ করার সুবাদে সোনা ছিনিয়ে নেন। ভারতের আরেক প্রতিনিধি বন্তিকা আগরওয়াল শেষ করেছেন সাত নম্বরে।

টানা চতুর্থ হারে আরও চাপে লিভারপুল কোচ

লন্ডন, ২৬ অক্টোবর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ছুটছে আর্সেনালের জয়রথ। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দিল ক্রিস্টাল প্যালেসকে। ৩৯ মিনিটে এবেরেচি এজে গোল করেন। ৯ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আরও কিছু দিন শীর্ষস্থানে থাকা নিশ্চিত করল। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ১-০ গোলে তাদের হারিয়ে দেয় অ্যাস্টন ভিলা। ১৯ মিনিটে ম্যাটি ক্যাশ গোল করেন।

জয়ের হ্যাটট্রিকে খেতাবি লড়াইয়ে ঢুকে পড়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ইপিএলে দুরন্ত শুরু করেছিল। কিন্তু তারপরেই টানা চার হারে ধুঁকছে রেডস। একদিকে দলের পারফরমেন্স যেন নতুন করে অক্সিজেন দিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন অ্যামোরিমকে, অপরদিকে আচমকা ছন্দপতনের কারণ খুঁজছেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট।

জিতল আর্সেনাল, হার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

শনিবার ঘরের মাঠে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৪-২ গোলে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে উচ্ছ্বসিত অ্যামোরিম। বিশেষ করে ক্যামেরুনের তারকা ব্রায়ান এমবিউমোর পারফরমেন্স পর্তুগিজ কোচকে বেশ স্বস্তি দিয়েছে। ম্যাচের পর এমবিউমোকে সরাসরি 'ওয়ার্কিং মেশিন' বলে সম্বোধন করেছেন ইউনাইটেড কোচ। অ্যামোরিম বলেছেন, 'এমবিউমো একটা ওয়ার্কিং মেশিন। ও দ্রুত নিজেকে পরিবর্তন করেছে। অ্যাটাকিং থার্ডে বেশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এমবিউমো। আমাদ ডিয়ালোর সঙ্গে ও দারুণ বোঝাপড়া গড়ে তুলেছে। যার সুফল দল পাচ্ছে।' অ্যামোরিম যখন দলের পারফরমেন্সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তখন ইপিএলে টানা চতুর্থ হারে লিভারপুল কোচ স্লট বেশ চাপে। ব্রেন্টফোর্ডের কাছে হারার পর ডাচ কোচ বলেছেন, 'দলের পারফরমেন্সে আমি আবারও হতাশ। বেশকিছু ভুলত্রুটি এখনও রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সেটপিসে আরও উন্নতি করতে হবে। আশা করছি পরবর্তী ম্যাচগুলিতে দলের পারফরমেন্সে উন্নতি হবে।' তবে ব্রেন্টফোর্ডের পাওয়া পেনাল্টি নিয়ে অসন্তুষ্ট স্লট।

গোলের সুযোগ নষ্ট করে হতাশ আর্লিং হাল্যান্ড।

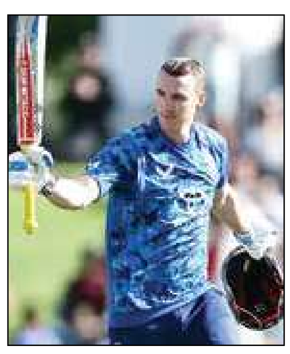
শতরানের পর হ্যারি ব্রুক।

ব্রুকের ১৩৫, হার ইংল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ২৬ অক্টোবর : বৃথা গেল হ্যারি ব্রুকের শতরান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেটে হারল ইংল্যান্ড। জাকারি ফোকস (৪১/৪), জ্যাকব ডাফির (৫৫/৩) দাপটে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে শেষ হয় ইংল্যান্ডের ইনিংস। ব্যর্থ হন জো রুট (২), জস বাটলার (৪), স্যাম কুরানরা (৬)। ব্যতিক্রম অধিনায়ক ব্রুক। ১০১ বলে তাঁর ১৩৫ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ড ২২৩ রানে পৌঁছায়। তাঁকে সংগত করেন জেমি ওভারটন (৪৬)। জবাবে ৩৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৪ রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। কেন উইলিয়ামসন (০), রাচিন রবীন্দ্র (১৭) ব্যর্থ হলেও ড্যারিল মিচেল (অপরাজিত ৭৮) ও মাইকেল ব্রেসওয়েল (৫১) জয় এনে দেন।

আর্থিক সমস্যায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় অনেক ক্লাব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৬ অক্টোবর : ডুরান্ড কাপে দল খেলতে যায়নি আর্থিক সমস্যার জন্য। স্বীকারোক্তি কেরালা ব্লাস্টার্স সিইও-র।

কেরলে যখন রমরম করে চলছে সুপার লিগ তখন আর্থিক সমস্যায় কেরালা ব্লাস্টার্স। প্রায় একই অবস্থা চেন্নাইয়ান এফসি, ইন্টার কাশী এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সহ একাধিক আইএসএল ক্লাবের। আর্থিক সমস্যায় খেলছে না ওডিশা এফসি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মরশুম শুরুর অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নেন, সুপার কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করার। সম্ভবত ফেডারেশন কর্তারা নিজেদের জেদ বজায় রাখতেই এটা করলেন। নাহলে না এআইএফএফ তৈরি, না বেশিরভাগ ক্লাব। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি ছাড়া বাকি প্রায় সব ক্লাবই এখানে এসেছে প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে। এমনকি ইন্টার কাশীর মতো দল তো সরাসরি ম্যাচের দুই দিন আগে গোয়ায় ডেকে নেয় ফুটবলারদের। আগামী আইএসএলের জন্য সবে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে এফএসডিএল। সম্ভবত তারপরেই নড়চড়ে বসেছে বেশিরভাগ ক্লাব।

গোল করলেও নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে জেতাতে পারলেন না আলাদিন আজারেই।

তবে অনেকে ক্লাবই বিদেশিহীন অবস্থায় এসেছে। এর কারণ হিসাবে নাম লেখা যাবে না শর্তে অন্তত দুইটি ক্লাবের কর্তারা বলেছেন, 'আইএসএল হবে কি না বা হলেও কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না। তাহলে শুধুমাত্র একটা নকআউট টুর্নামেন্টের জন্য ৬ জন বিদেশি নিয়ে এসে বেতন দিয়ে কী হবে? বরং জানুয়ারিতে শুরু হলে ডিসেম্বরে ডেকে নেওয়া যাবে ওদের।' ইন্টার কাশী তো এই একই কারণে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকেও আনেনি। এখানে কাজ চালাচ্ছেন অভিজিৎ মণ্ডল। এত সমস্যার মধ্যেও এদিন তাদের নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র তারিফযোগ্য। নর্থইস্টের আলাদিন আজারেই ও মিচেল জাবাকো গোল করেন। ইন্টার কাশীর গোলস্কোরার হরমনপ্রীত সিং ও কার্তিক পানিক্কার। কেরালা থেকে আসা অভিনব নামের এক সাংবাদিক বলেছেন, 'ব্লাস্টার্স কতদিন দল চালাতে পারবে সন্দেহ আছে। আর্থিক সমস্যা যেমন আছে তেমনি এই কেরলের সুপার লিগের জন্য ওদের নিয়ে আগ্রহও কমছে। ফলে কতদিন ওরা টানতে পারবে বলা মুশকিল।' চেন্নাইও তাকিয়ে রিলায়েন্সের দিকে। এফএসডিএল আইএসএল চালালে তারা দল রাখবে। নাহলে তুলে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সবমিলিয়ে ভারতীয় ফুটবল ক্লাবগুলির ভবিষ্যৎ চিত্রটা খুব পরিষ্কার নয়।

শক্তি বাড়াল দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সের জন্য দলবদল ও পুনর্নবিকরণ মিলিয়ে ১৫টি ক্লাবে ৩৪০ জন সই করেছে। অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ এই খবর দিয়ে বলেছেন, 'গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ঘর ভেঙে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে। ওদের প্রায় কোর দলটাই দাদাভাই চলে গিয়েছে। গতবারের রানার্স রবীন্দ্র সংঘ সফল হয়েছে বিট্টু দাস, মহম্মদ আসরাফ আলি, প্রমীলা রাজগড়কে ধরে রাখতে। ১ ও ২ নভেম্বর নতুন নাম নভিভুক্ত করার জন্য ক্লাবগুলিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।' দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, '৬ বছর আগে আমরা শেষবার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। খেতাব পুনরুদ্ধারে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোয়ে মিট রেকর্ড করা কণিকা বৈদ্যকে এবার আমরা বাঘা যতীন থেকে সই করিয়েছি। এছাড়াও একই ক্লাব থেকে আমরা দলে নিয়েছি ন্যাশনালসে অংশগ্রহণকারী সুমিত রায়, ইশা রায়, মণিকা বৈদ্য, বিবেক রায়কে।'

কলম্বো যাচ্ছে শিলিগুড়ির ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : ২৭-৩০ নভেম্বর কলম্বোয় অনুষ্ঠেয় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে নামার সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির ৪ জন। দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, জুনিয়ারে ৫৮ কেজি বিভাগে নামবে রীতিকা দত্ত। সায়ন সিংহ সাব-জুনিয়ারে ৭৭ কেজিতে সুযোগ পেয়েছে। সিনিয়ারে ৬৯ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রাকেশ সিংহ। মলয় চৌধুরী নামছেন মাস্টার্স টুয়ে ৭৭ কেজিতে। ২৫ নভেম্বর তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে রওনা হবেন।

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মারগাঁও, ২৬ অক্টোবর : ফের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ছায়া গোয়া ফুটবলে। সাপোরা যুবক সংঘের ৯ ফুটবলারকে শোকজ করা হয়েছে গোয়া ফুটবল সংস্থার তরফে। মজার কথা হল, এই বিষয়ে অভিযোগ এসেছে ক্লাব সভাপতি প্রবীন দাভোলকরের থেকেই। তিনি এই ৯ ফুটবলারের বিপক্ষে পুলিশে অভিযোগ করার পরই জিএফএ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সাপোরা যুবক সংঘ এবারই প্রথম ডিভিশন থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠে এসেছে।

এখনও পর্যন্ত তারা পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে হার ও একটা ড্র করার পরই ক্লাব কর্তৃপক্ষের সন্দেহ শুরু হয়। ক্লাব সভাপতি আঞ্জুনা পুলিশ স্টেশনে যে অভিযোগ করেন তাতে তিনি অভিযোগ করেছেন, ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দলের বিপক্ষে গিয়ে খারাপ পারফরমেন্স করার জন্য। গত শুক্রবার করা এই এফআইআরে ৯ জন ফুটবলারের নাম লেখানো হয়েছে। জিএফএ সচিব অ্যাডলেয়ার ডি'ক্রুজ জানান, এদের সবাইকেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হবে। প্রসঙ্গত এই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য গত মরশুমেই জিএফএ পাঁচ ফুটবলারকে ব্যান করে। একই অভিযোগ বারবার কলকাতা লিগে উঠলেও সেখানে আইএফএ এই বিষয়ে তেমন কোনও উদ্যোগ এখনও নেয়নি।

কোয়ার্টার ফাইনালে মিঠুন-পঙ্কজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় এবং নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন মিঠুন অধিকারী-পঙ্কজ বরাই, পিন্টু মিত্র-রাকেশ সারিওয়াল, রামকানাই পাল-গোপালকৃষ্ণ ভৌমিক, বাপ্পা ধর-উৎপল ঘোষ, পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, সুখেন দাস-মিলন রায়, সুবোধ অধিকারী-দেবাশিস কর, শ্যামল রায়-প্রদীপ রায়, রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, স্বপন মজুমদার-নারায়ণ দত্ত, সুদীপ চৌধুরী-বাবু বিশ্বাস, বাবুল পালচৌধুরী-তপাই চক্রবর্তী, বিরাজ দে-বিজয় বিশ্বাস, কমলেশ গুহ-জীবন দাস।

অজি ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানি

কড়া শাস্তির নিদান গাভাসকারের

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : ওকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দাও। অস্ট্রেলিয়া মহিলা বিশ্বকাপ দলের দুই সদস্যের সঙ্গে শ্লীলতাহানির ঘটনায় 'অভিযুক্ত'র বিরুদ্ধে এমনই শাস্তির নিদান দিলেন সুনীল গাভাসকার। গত বৃহস্পতিবার ইন্দোরে টিম হোটেল থেকে বেরিয়ে ক্যাফেতে যাওয়ার পথে দুই অজি মহিলা ক্রিকেটার অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হন।

গাভাসকারের মতে, এই ঘটনায় দেশের সম্মান নষ্ট হয়েছে। অতিথি সেবার জন্য ভারতের সুনাম রয়েছে। সেখানে এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। জঘন্য ঘটনা। ক্ষুব্ধ সানি আরও বলেছেন, 'আইন নিজের পথে চলবে। আশা করব দোষী ব্যক্তি কঠোরতম শাস্তি পাবে। আমার মতে, অভিযুক্তকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দেওয়া উচিত। এটাই সঠিক শাস্তি ওর জন্য। সারাজীবন বন্দি হয়ে কাটাক। জেলে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দাও।'

জিতল ওয়ারিয়র

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ অক্টোবর : চটহাট ফুটবলে রবিবার ভৌমিক ওয়ারিয়র ২-০ গোলে হারিয়েছে বারভিটা দাদা ভাই ক্লাবকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-১ নম্বর ব্লক কমিটির এই প্রতিযোগিতায় গোল করেন বিকাশ রায় ও ডেভিড সয়।